সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ

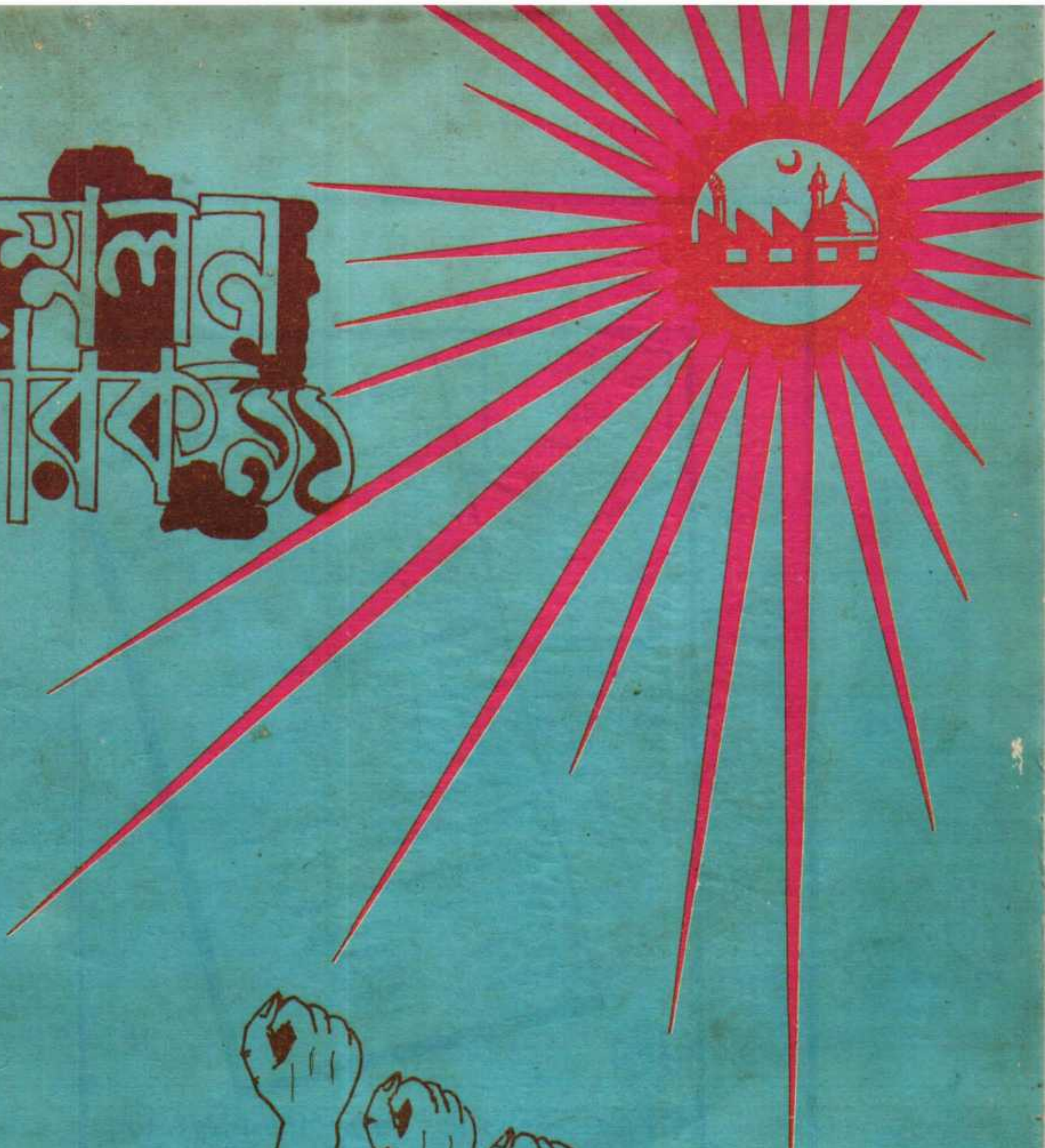

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

দেশের সাবিক
উন্নয়নে
আমরাও
অংশীদার

পি সি পি'র সামগ্রী

কার্বন পেপার
- ওকে (ব্লু/ব্ল্যাক)
- পি সি পি ব্ল্যাক
- নৌকা ব্লু
- ইউনিক (ব্লু/ব্ল্যাক)

টাইপরাইটার রিবন
- পি সি পি স্পেশাল ব্ল্যাক
- পি সি পি স্পেশাল (রেড/ব্ল্যাক)
- টাইপ মেট (রেড/ব্ল্যাক)
- টাইপ মেট ব্ল্যাক

স্টেনসিল পেপার
- ডিপ্লোম্যাট
- এ্যাকুরেট

টেলিপ্রিন্টার পারফোরেটেড টেপ

পেপার গামড্ টেপ

পেপার রোলস্
- এন সি আর রোলস্
- পি সি পি রোলস্
- টি পি রোলস্

বি কে রেপার

এ্যাডেসিভ্স এণ্ড এ্যাবরাসিভ্স প্রডাক্টস

এ ছাড়াও আমরা নিম্নোক্ত সেবায় নিয়োজিত:
- কমপিউটার কম্পোজ
- ফটোকম্পোজ
- মনোকম্পোজ
- লেটার প্রিন্টিং
- ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিং
- অফসেট প্রিন্টিং
- করোগেশন
- লেমিনেশন
- প্যাকেজিং
- - - - - -

দেশের চাহিদা
মিটিয়ে আমরা
প্রচুর বৈদেশিক
মুদ্রা বাঁচাচ্ছি

পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ

৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
করিম চেম্বার (নিচতলা) ঢাকা-১০০০
ফোন : ২৩৯৮৬৩, ২৩৩২৯৪

সম্মেলন স্মরনিকা '৯১

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্মেলন স্মরনিকা '৯১

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৯১ ইং
কার্তিক ১৩৯৮ বাংলা
রবিউস সানি ১৪১২ হিজরী

সম্পাদনায় ঃ
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
কবির আহমদ মজুমদার
এস, এম আবদুল হাই
আবদুর রহমান

সহযোগিতায় ঃ
খায়রুল ইসলাম
মোস্তাফিজুর রহমান
এস,আর রজু
আবুল হাসেম
মোহাম্মদ সুলায়মান

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

অঙ্গসজ্জায়ঃ সেনসিটিভ

কম্পিউটার কম্পোজ ও ফরমেটিং
মোঃ কামরুল ইসলাম (কামাল)

মুদ্রনেঃ
আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৪৯৪, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন- ৪০ ৬৬ ৩৮

এতে যা রয়েছে

১। উদ্বোধনী ভাষন-
এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি
কেন্দ্রীয় সভাপতি
২। হক ও বাতিলের লড়াই- ৭
অধ্যাপক গোলাম আযম
৩। অধুনিক বিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা -১৫
এম,আযীযুল হক
৪। শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ- ১৮
মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নে চাই সৎ নের্তৃত্ব-২২
কবির আহম্মদ মজুমদার
৬। বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি পর্যালোচনা- ২৬
মুহাঃ সফিউল্যাহ্
৭। পরিবহন সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়নঃ সমস্যা ও কিছু কথা- ৩০
এস,এম, আবদুল হাই
৮। ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রমিক অন্দোলনের ইতিহাস- ৩৪
আলহাজ্ব শফিক উল্যাহ (প্রাক্তন এম, পি)
৯। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা- ৩৮
সফিউল্লাহ্
১০। ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট '৮৯-৯০- ৪১
অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
১১। ফেডারেশনের সাংগঠনিক তৎপরতা ৪৭
১২। সংসদে ফেডারেশন সভাপতির ভূমিকা ৫৩
১৩। আই, এল, ও কন্ভেনশন ৫৫

শুভেচ্ছাবাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সম্মেলন'৯১ উপলক্ষ্যে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম। তাদের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

আমাদের দেশের শ্রমজীবি মেহনতী মানুষ চরমভাবে অবহেলিত উপেক্ষিত। শোষন-বঞ্চনার শিকার। শ্রমিক অংগনে বিভিন্নমূখী মতাদর্শ ও স্বার্থের কারণে শ্রমিক সমাজ বহুধা বিভক্ত। ফলে তারা পারস্পরিক সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত। তারা আজ দিশেহারা। তারা খুঁজে পাচ্ছেনা মুক্তির সত্যিকার পথ।

বিংশ শতকের দুই ভ্রান্ত মতবাদ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। পুঁজিবাদ অবাধ ব্যক্তিমালিকানার দোহাই দিয়ে শ্রমজীবি মানুষকে করেছে শোষিত বঞ্চিত। অপরদিকে সমাজতন্ত্র, সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী শুনিয়ে শ্রমিক সমাজের উপর চালিয়েছে শোষন-নিপীড়ন। গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ১৯১৭ সালে গঠিত হয় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু সমাজতন্ত্রও শ্রমজীবি মানুষ তথা মানবতাকে মুক্তি দিতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের পর এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে, পুঁজিবাদের ন্যায় সমাজতন্ত্রও মানবতার মুক্তি দিতে চরমভাবেব্যর্থ।

এমতাবস্থায় মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য একটি পথই খোলা। আর তা হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম মানুষকে মুক্তি দেয় মানুষের গড়া মতবাদ থেকে। সকল প্রকার শোষন-জুলুম-নিপীড়ন থেকে। মানুষের উপর মানুষের দাসত্ব থেকে। ইসলামী সমাজ গড়ে সামাজিক সাম্য অর্থনৈতিক মুক্তি। রাসুল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র আজও বিশ্বব্যাপী একমাত্র আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবেপরিগণিত।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শ্রমজীবি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত একটি শ্রমিক সংগঠন। "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দাও" রাসুল (সঃ) এর এ মহান বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ফেডারেশন দীর্ঘদিন যাবত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের এ দীর্ঘ সংগ্রামের পথে 'সম্মেলন '৯১' একটি মাইল ফলক হোক- সকল প্রকার জুলুম-শোষন নিপীড়ন থেকে শ্রমজীবি মানুষকে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে তাদের এ প্রচেষ্টা আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হোক-এ দোয়াই করি। আমিন-

মওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

দ্বি—বার্ষিক সম্মেলন '৯১
উদ্বোধনী ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের শুরুতে পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সাথে সাথে আমাদের প্রিয় নবী বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি লাখো দরূদ পেশ করছি। মাননীয় প্রধান অতিথি-জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংগ্রামী সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলের নেতা মুহতারাম মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,সহযোগী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের এই দ্বিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতি আমাদেরকে অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত করছে। এই শুভ লগ্নে অতিথিবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দকে আন্তরিক স্বাগতম জানাচ্ছি।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

১৯৮৯ সালের ৩০শে মার্চ আমরা এমনি এক দ্বি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে এই জায়গায় মিলিত হয়েছিলাম। সেদিনটি ও আজকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সে দিন দেশে এক ব্যক্তির শাসন জারি ছিল আর এখন দেশে গণতান্ত্রিক সংসদীয় শাসন চালু হয়েছে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে যেন সংসদীয় গণতন্ত্রের আবরনে একদলীয় শাসন বা রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তির শাসন চালু না হয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকেও সজাগ থাকতে হবে।

বন্ধুগণ,

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর ১৯৭২ সালে তদানিন্তন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সমুদয় কলকারখানা, শিল্প বানিজ্য প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে নেয়। যাতে চালু হয় স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, মাথাভারী প্রশাসন ও কোম্পানী কা-মাল দরিয়ামে ঢাল। এতে দেখা গেল সর্বত্রই কেবল লোকসান আর লোকসান। ফলে '৭৬ সাল থেকে পুনরায় বিরাষ্ট্রীয়করণ শুরু করা হয়। এতে অদ্যাবধি ৩৬৮টি প্রতিষ্ঠান, কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। আজো প্রতিবছর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। দেশের বস্ত্র কল সংস্থা, পাটকল সংস্থা, পানি-বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিসিআইসি, চিনি ও অন্যান্য সরকারী, আধা সরকারী সংস্থাসমূহে লোকসানের পরিমাণ কমছে না।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সংস্থায় এ অপরিকল্পিত, একদেশদর্শী মালিকানার পালাবদলে সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের দূর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, মাথাভারী প্রশাসন বন্ধ না করে লোকসান আর লোকসানের অজুহাত তুলে আবার দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে অবাধে স্বল্পমূল্যে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা শুরু হয়। এখন নতুন মালিকরা স্থায়ী শ্রমিকদের চাঁটাই করা শুরু করে। এর ফলে

শ্রমিক কর্মচারীরা বেকার হতে শুরু করছে। যার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী না খেয়ে ধুকে ধুকে মরছে। এ পর্যন্ত ৯টা পাটকল ঘোষিত ভাবে বন্ধ হয়ে আছে। আর অঘোষিত ভাবে আরো বহু রয়েছে। এসকল কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে বিক্রি করে সম্পদ আত্মসাৎ করছে। জাতীয়করণকৃত মিল কলকারখানায় লোকসান এবং ব্যক্তি মালিকানায় মিলকারখানা বন্ধ ঘোষণার ফলে শ্রমিক কর্মচারীরা একদিকে বেকার হচ্ছে অপরদিকে হতাশ হয়ে পড়ছে। তদুপরি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক ঐক্যের পরিবর্তে শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। এক হিসাব মতে বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২ কোটির অধিক। এদের ১ কোটি ৪৭ লাখ বেকার যুবক ও তরুন তদুপরি ৪৫ লাখ রয়েছে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষিত। দেশের কোথাও কর্মসংস্থান হচ্ছে না। কিন্তু কেবলমাত্র সরকারী অফিস সমূহেই ৬২ হাজার ৭৭টি শূন্যপদ রয়েছে। অপর দিকে দিন দিন কারখানা বন্ধ হয়ে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বিগত সরকারের আমল থেকে কোথাও সরকারী চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। তাই আমাদেরকে দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে চিন্তা করতে হবে। আমার বিশ্বাস, দেশে শিল্পায়ন ছাড়া বেকারত্ব দূর করা সম্ভব নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ট্রেড ইউনিয়নকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরন করা হয়েছে। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের মৌলিক কাজ– উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক হওয়ার পরিবর্তে তা হয়েছে– শ্রমিকদের মাথা বেচা–কেনা, ম্যানেজমেন্ট তথা সরকারী দলকে খুশী রাখা, লাইসেন্স পারমিটসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করা ও মন্ত্রী হওয়া। যেহেতু দেশে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবেশ রাখা হয়নি সেহেতু সরকারী দলকে সমর্থন না করলে পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়না, সিবিএতে নেতা হওয়া যায় না, শ্রমিকদের বৈধ দাবি–দাওয়াও আদায় করা যায় না। যেহেতু শ্রমিক ময়দানে ক্ষমতাসীন সরকারের পোয়াবারো হয়েছে। সেহেতু উৎপাদনে মন্থরগতি ও কারখানায় লোকসান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দেশের সর্বত্র স্বজনপ্রীতি, তোষামোদী, ঘুষ, প্রতারণা, কাজে ফাঁকি ও দূর্নীতির সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। অবস্থা কত নাজুক হলে দেশের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দূর্নীতির দায়ে কারাদন্ড লাভ করেন?

সংগ্রামী মেহনতী ভাইয়েরা,

বিদেশী পণ্য ও সীমান্তে চোরাচালান আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি বড় সমস্যা। চোরাচালানের ফলে আমাদের জাতীয় বস্ত্র শিল্প, তাঁত শিল্প, চিনি শিল্পসহ ব্যবসা–বানিজ্য ও শিল্প কারখানার অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন। ভারত থেকে সীমান্তের চোরা পথ দিয়ে নানা জাতের সুতা ও কাপড়, চিনি, বই পুস্তক, পত্র–পত্রিকা ও যৌন উন্মাদনামূলক সাময়িকী, কাঁচা ফলমূল ও মসলা এবং নানাবিধ মেশিন যন্ত্রাংশ অবাধে আমদানীর ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, শিলপ কারখানা, ব্যবসা–বানিজ্য, প্রকাশনা সংস্থা, এমনকি জাতীয় সংস্কৃতি পর্যন্ত হুমকির সম্মুখিন। দেশের বিকাশমান–বস্ত্রশিল্প, চিনি, কুটির শিল্প ও মাঝারী শিল্পকে ধ্বংশ করে দিয়ে প্রতিবেশী ভারতের অবাধ বাজার হিসাবে ধরে রাখার জন্য এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের জাতীয় উৎপাদনে পশ্চাৎগামিতা, বারবার মুদ্রামান হ্রাস, সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধগতির ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও নিম্ন আয়ের মানুষ দিশেহারা। তাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৯১–৯২ অর্থবছরের বাজেটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ চাল, ডাল, তেল, নুন, বিদ্যুৎ গ্যাস, অত্যাবশ্যকীয় প্রসাধনী দ্রব্যাদির দাম প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের সর্বত্র চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক এবং সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আরো বেড়ে গিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর অবস্থা। দেশের সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ও শীর্ষস্থানীয় কলেজসহ শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কলকারখানায় শ্রমিকদের চাকরীর কোনো নিরাপত্তা নেই। শ্রমিক নির্যাতন, হয়রানী, ছাঁটাই, চাকরীচ্যুতি, লে-অফ লক আউট অব্যাহত গতিতে বাড়ছে। দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে একের পর এক মিলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক কর্মচারী বৃন্দ গভীর হতাশা ও উদ্বেগে মধ্যদিয়ে কালাতিপাত করছে।

সমাজতন্ত্র সুদীর্ঘ ৭৪ বছরে ব্যর্থ প্রমাণিত হল। মার্কসের জন্মস্থান পূর্বজার্মানী, লেনিনের জন্মস্থান পিটাসবার্গ, স্ট্যালিনের জন্ম স্থান জর্জিয়ায়ও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সমাজতন্ত্রের আদি নিবাস রাশিয়া থেকে বিদায়ের প্রহর গুণছে। তাই আমাদের দেশের প্রকৃত মানবদরদী সমাজতন্ত্রী বন্ধুদের আহবান করছি-আসুন, আর নয় শ্রেণী সংগ্রাম এবং ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত। এবার আসুন আমরা সকলে মিলে বঞ্চিত, অবহেলিত, পশ্চাদপদ ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করি।

পরিশেষে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি জাতীয় শ্রমিক সংগঠন। এ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের সকল স্তরের আলেম, সুধী, ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা, মিলমালিক, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও মেহনতি শ্রমজীবি ভাই-বোনদের প্রতি আকুল আবেদন করছি-পুঁজিবাদ তার ব্যর্থতার মুখ ঢাকার জন্য Welfare state বা কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলছে আর সমাজতন্ত্র তার জন্মস্থান রাশিয়ায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ৯০% মুসলমান অধ্যুষিত আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমিতে ইসলামের তথা আল্লাহর আইন, সৎ ও যোগ্য লোকের বিকল্প নেই। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের শাসন, বেকার সমস্যার সমাধান ও উৎপাদনের লক্ষ্যে একত্রে কাজ করি। সবশেষে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সহযোগী কর্মী, শুভাকাংখীবৃন্দ এবং যারা উৎসাহ ও সহযোগীতা প্রদানে এ আয়োজনকে সফল করছেন তাদের সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও পরকালীন কল্যাণের দোয়া করে সম্মেলন আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিদানের অনুরোধ করে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমীন।।

মা-আসসালাম

এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম, পি
কেন্দ্রীয় সভাপতি,
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

হক ও বাতিলের লড়াই

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামী আদর্শের অর্থ

ইসলাম অন্য সব ধর্মের মতো শুধু কতক পুজা-পার্বনের ধর্ম নয়। জীবনের সব কাজকর্ম কিভাবে করলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আল্লাহ পাক তাঁর রাসুলের মারফতে যে নিয়ম-কানুন দিয়েছেন তারই নাম ইসলাম। তাই এতে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সবই আছে। আল্লাহর রাসুল (সঃ) যেমন নামায, রোজা, বিবাহ-তালাক, ফারায়েয ইত্যাদি মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি তিনি দেশ শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি বিষয়েও আইন, কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নামাজের ইমামতী করার সময় যেমন রাসুল ছিলেন, মদীনায় রাজ্য শাসন করার সময়ও রাসূলই ছিলেন। রাসুলের গোটা জীবনই মুসলমানের জন্য আদর্শ। যারা রাসুলের প্রতি ঈমান রাখে তারা সব ব্যাপারেই রাসূলকে অনুসরণ করা ফরয মনে করে।

সুতরাং বাংলাদেশের আদর্শ ইসলাম হলে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতেও রাসুলের অনুসারী করতে হবে। কারণ রাসুলের জীবনেই ইসলামের সঠিক ও পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। মসজিদে রসুলকে যেমন মানতে হয় মসজিদের বাইরেও তেমনিভাবে মানা দরকার। রাসুল যে নিয়মে দেশ শাসন করেছেন, বাংলাদেশে সে নিয়মই চালু করতে হবে। যদি সে নিয়মে দেশকে চালাবার ব্যবস্থা হয় তাহলেই এদেশ সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এ কথার অর্থ হল এই যে, এদেশের আইন ও শাসন, আচার ও বিচার, কারখানা ও ব্যবসায়, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি সব বিষয় রাসূল (সঃ)-এর নীতি অনুযায়ী চালাতে হবে। ইসলামের একদিককে গ্রহণ করা এবং অন্য অংশকে ত্যাগ করা স্পষ্ট মোনাফেকী। আল্লাহ পাক বলেনঃ --- "তোমরা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতে হলে এর ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সব দিকসহ গ্রহণ করতে হবে। কোন অংশকে বাদ দিলে মুনাফিকের আচরনই হবে।

পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রকে বুঝতে হলে পয়লা পুঁজিবাদকে জানা দরকার। পূঁজিবাদের মূলকথাঃ

- যে ভাবে খুশী রোজগার করতে পারবে। ধর্মীয় হালাল হারামের আইন এখানে অচল।
- যে যা রোজগার করবে তাতে আর কারো কোন অধিকার নেই। সে তার টাকা যেভাবে খুশী খরচ করবে। খরচের বেলায়ও হালাল হারামের কোন বাধা নেই।
- দেশে যার হাতে যে পরিমাণ টাকা আছে তা সুদের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর মারফতে জমা করা হয়। এ-ভাবে যে বিরাট পূঁজি পাওয়া যায় তা সুদের মারফতেই দেশের আয় বাড়াবার কাজে লাগানো হয়।

পুঁজিবাদের কুফল

উপরে পুঁজিবাদের যে তিনটি মুল কথা লেখা হলো এর ফলে সমাজ যে কতটা জঘন্য হতে পারে তা আমাদের দেশের সবারই সামনে রয়েছে। পুঁজিবাদের বহু কুফলের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছিঃ-

একঃ পুঁজিবাদ মানুষকে চরম স্বার্থপর বানায় হালাল-হারামের পরওয়া না করে কেবল বেশী রোজগার করার জন্য মানুষকে পাগল বানায়। ফলে টাকার নেশা মানুষকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, টাকার জন্য সে যে কোন কুকাজ করতে পারে।

দুইঃ পুঁজিবাদী সমাজে হারাম পথে খরচ করার অবাধ সুযোগ থাকায় মানুষ দুনিয়ার মজা লুটবার জন্য কোন কুকাজই বাদ দেয় না। হারাম ও পাপের পথে খরচ করার এত সুবিধা আছে বলেই মানুষ পয়সার জন্য এত পাগল হয়। তা না হলে, শুধু হালাল ও সৎপথে খরচের জন্য খুব বেশী রোজগার করার দরকার হয় না। পাপ কাজে বহু পয়সার দরকার। মদ, জেনা, নাচ-গান ও অপ্রয়োজনীয় আরাম আয়েশে অপব্যয় করতে হলে বহু টাকার প্রয়োজন। তাই এ সমাজে মানুষ চরিত্রের দিক দিয়ে পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে।

তিনঃ অল্প সুদ দিয়ে পুঁজিপতিরা দেশের সব মানুষের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক ও বীমার মারফতে কোটি কোটি টাকা জমা করে এবং এ টাকা বেশী সুদে মানুষকে কর্জ দেয়। এভাবে গোটা জাতির ধন-সম্পদ এরা একত্র করে সব মানুষকে শোষণ করে।

চারঃ পুঁজিপতিরা এ টাকা দিয়ে কলকারখানা কায়েম করে শ্রমিক-মজুরদেরকে সামান্য বেতন দিয়ে সব মুনাফা নিজেরা নিয়ে নেয়।

পাঁচঃ কারখানার মালিকদের হাতেই আবার ব্যবসা বাণিজ্যের চাবিকাঠি। তারা জিনিষের দাম কেবলই বাড়াতে থাকে এবং দেশের সব লোকের পকেট মেরে এরা আরও ধনী হতে থাকে।

ছয়ঃ যারা জমির মালিক তারা চাষীদের দিকে কোন খেয়াল করে না। জমিতে ফসল হোক বা না হোক মালিককে তার পাওনা দিতেই হয়। কত চাষী সারা বছর পরের জমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায়; কিন্তু মালিকের পাওয়া আদায় করে নিজের খাওয়া পরার উপায়ও থাকে না। গভর্ণমেন্টও কোন ইনসাফ করে না। ফলে কতক লোক জান পানি করে খেটে মরে আর কতক লোক তার ফল ভোগ করে।

সাতঃ এসব কারণে অল্প কিছু লোক লক্ষ ও কোটিপতি হয়। শতকরা ২/৩ জন লোক টাকাওয়ালা লোকদের কাজে সহায়তা করে মাঝারী ধরনের সুখ-সুবিধা ভোগ করে এবং দেশের বাকী সব মানুষ দিন দিন কেবল গরীব হতে থাকে।

সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ ধন-দৌলত মাত্র ২৫০টি পরিবার দখল করে আছে। বাকী ৪০ ভাগের মধ্যেও সরকারী বেসরকারী মোটা বেতনের কর্মচারী এবং মাঝারী ধরনের ব্যবসায়ীরা ২০ ভাগ ভোগ করে। আর বাকী ২০ ভাগ দিয়ে কোটি কোটি মানুষ কি করে চলতে পারে? তাই আজ এত লোক ভাত-কাপড়, ওষুধ, ঘরবাড়ী ও শিক্ষার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

আটঃ পুঁজিবাদী দেশের ধন-দৌলত মাত্র কয়েক ডজন বড় বড় পুঁজিপতির হাতে থাকায় গভর্ণমেন্টও তাদের খাতির করে চলে। দেশে যদি গণতন্ত্র থাকে তাহলে জনগণের সুখ সুবিধার জন্য গভর্ণমেন্ট কিছু না কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি জনগণের হাতে ভোটের ক্ষমতা না থাকে এবং পাবলিকের ভোট ছাড়াই যদি আইন-সভার মেম্বার ও মন্ত্রী হওয়া যায় তাহলে গভর্ণমেন্টও শুধু পুঁজিবাদীদের সুবিধাই করে দেয়। যত আইন বানায় সবই টাকাওয়ালাদের পক্ষে যায় এবং জনসাধারণ সব দিক দিয়ে কেবল মাহরুমই থেকে যায়।

দেশে গণতন্ত্র না থাকায় পুঁজিবাদ এখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। যারা দেশ শাসন করেছেন তারা পুঁজিপতিদেরই সাহায্যে গদীতে টিকে ছিলেন এবং টাকার জোরে এক দল লোককে দালাল বানিয়ে গদীতে বহাল ছিলেন। পুঁজিপতিরাও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য এ ধরনের সরকারের মরযী মত কাজ করে।

নয়ঃ পুঁজিবাদে বেতনের তারতম্য খুব বেশী থাকে। বিশেষ করে গণতন্ত্র না থাকলে তা আরও বেশী হয়। সরকারী কর্মচারীদেরকে হাত করে নিজের খুশী মত দেশকে চালাবার জন্য সরকারী পুঁজিবাদী নীতিই দেশে চালু করে। অল্প কতক বড় বড় অফিসারের মোটা বেতন ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে নীচের হাজার হাজার কর্মচারীদেরকে সামান্য বেতন দিয়েই বিদায় করা হয়। আর লাইসেন্স, পারমিট ও বহু রকমের শোষণের সুযোগ দিয়ে একটি সরকারী দল গঠন করে সরকার এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার এন্তেজাম করে। এভাবেই পুঁজিবাদী সমাজে সব জায়গায়ই বড় অফিসার ও ছোট চাকুরের বেতনে বিরাট তফাৎ থাকে। কতক লোক বিলাসিতা করে আর বাকী লোক সামান্য আরামও ভোগ করতে পারে না।

দশঃ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের দরদ খতম হয়ে যায়। মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া পয়সা খরচ করার কোন শিক্ষা পায় না। বিলাসিতা করার রেওয়াজ চালু হয়। গরীব আত্মীয় তো দুরের কথা, বাপ-মায়ের খেদমতের জন্য পয়সা খরচ করাও পছন্দ হয় না। হারাম পথে দুনিয়ার মজার লোভে এত পয়সা খরচ করার কুঅভ্যাস হয়ে যায় যে, বিবেক সৎপথে খরচের তাগিদ দিলেও খরচ করা যায় না। বিনা লাভে কোন ভাল কাজ করতেই মন চায় না। আপদে বিপদে কিছু দান-খয়রাত করলেও তা নামের জন্যই করে। ঝড়-তুফান বা বন্যা-প্লাবনে, বহু লোক যখন দুঃখ কষ্টে কাতর তখনও নাচ-গান, যাত্রা-থিয়েটার ও খেলাধুলার লোভ দেখিয়ে চাঁদা তুলতে হয়।

এগারঃ পুঁজিবাদ মানুষকে এমনভাবে টাকার গোলাম বানায় যে, সমাজে টাকা ছাড়া আর কোন ভাল গুণেরই দাম থাকে না। বহু গুণ এবং মহৎ চরিত্রের মানুষও এ সমাজে ইজ্জত পায় না। টাকার নিক্তি দিয়েই ভালমন্দ ওজন করা হয়। যার টাকা আছে সে গুভাবদমায়েশ, লম্পট হলেও সবার সালাম পায়। আর টাকা না থাকলে খুব নেক লোকও সহজে চেয়ার পায় না।

যে সমাজে এমন অবস্থা সেখানে মনুষত্ব, সদগুণ, চরিত্র ইত্যাদি কিভাবে উন্নতি করবে? এমন সমাজের মানুষ নেক হবার চেষ্টা না করে যেমন করেই হোক পয়সাওয়ালা হওয়ার জন্যই পাগল হবে। এ ধরনের সমাজ জংলী জানোয়ারের সমাজ থেকেও অধম।

পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে এমন ধরনের ব্যবসা দেশে চালু করে যাতে মানুষ নফসের নাজায়েজ খাহেশকে পূরণ করার সুযোগ পায়। মানুষের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এরা মুনাফা লুটতে থাকে। এরা এমন লজ্জাকর সিনেমা তৈয়ার করে যা কুলি, মজুর রিক্সাওয়ালারাও দেখার জন্য পাগল হয় এবং সে জন্য নিজের ও পরিবারের বহু জরুরী খরচ বাদ দেয়। এরা মানুষের ভাল ও সুবিধার দিকে দেখেনা। শুধু মুনাফাই তাদের উদ্দেশ্য। এরা হাজারো হারাম পথ দেশে চালু করে, যাতে মানুষকে নফসের মজার লোভ দেখিয়ে পয়সা কামাই করতে পারে। কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর নামে এরা জুয়া, হাউজী, নাচ-গান-যাত্রা ইত্যাদি দ্বারা মানুষের রক্ত শোষণ করে।

পুঁজিবাদ ও মুসলমান

পুঁজিবাদের এসব কুফল সমাজে দেখেও কোন মুসলমানের পক্ষে কি এটা বরদাস্ত করা সম্ভব? ঈমান বাড়াতে হলে পুঁজিবাদকে খতম করতেই হবে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করলে ইসলামী সমাজ কায়েম হতে পারে না।

তাই প্রত্যেক মুসলমানকে মনে রাখতে হবে যে, পঁজিবাদ ঈমান ও আখলাকের দুশমন এবং পুঁজিবাদী সমাজে ইসলামী চরিত্র গঠন খুবই মুষ্কিল। এজন্যই ইসলামের খেদমত যারা করেন তাদেরকে পঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে চরম ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।

সমাজতন্ত্রের স্বরূপ

পঁজিবাদী সমাজে সাধারণ মানুষ সব দিক দিয়েই দুঃখ- কষ্টে থাকে। আর সামজের সুখ- সুবিধা অল্প কিছু লোকই ভোগ করে। এ অবস্থায় সমাজতন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে ধনী লোকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপায় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার জন্য উস্কানী দেয। কারখানার শ্রমিক, ক্ষেতমজুর গরীব কৃষক ও অন্যানা মেহনতী মানুষ অভাবের চাপে যখন অস্থির তখন ছদ্মবেশী কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা তাদেরকে লোভনীয় কথা বলে ধোকা দেবার সুযোগ পায়। কমিউনিজম শব্দটির বদনাম থাকায় আজকাল কমিউনিষ্টরা সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। তাই এদেরকে ছদ্মবেশী কমিউনিষ্ট বলা চলে। সমাজতন্ত্রীরা বলেঃ

- কল- কারখানার মালিকদের খতম কর। রাষ্ট্রের হাতে সব মালিকানা তুলে দাও।
- কোন লোক জমির মালিক হতে পারবে না। রাষ্ট্রই সব জমির একমাত্র মালিক হবে।
- ব্যবসা- বাণিজ্য, হাট- বাজার, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে।

এসব কথা শুনে গরীব শ্রমিকরা পয়লা পয়লা খুব খুশী হয়। গরীবদেরকে আরও আশ্বাস দেওয়া হয় যে; গরীবদের রাজ কায়েম হবে, গরীবদের কোন ট্যাক্স ও খাজনা দেয়া লাগবেনা। তারা জমি ও কারখানায় কাজ বরবে এবং এর সব লাভ এরাই পাবে।

সমাজতন্ত্রের কুফল

সমাজতন্ত্রীদের এসব চটকদার কথায় কোন বুদ্ধিমান লোক ধোকায় পড়ে না। সমাজতন্ত্র কায়েম হলে যে মানুষের চরম দুর্গতি না হয়ে পারেনা একথা জ্ঞানী লোকদের পক্ষে বুঝা মোটেই কঠিন নয়। এখানে কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছি।

একঃ রাষ্ট্রের হাতে মালিকান তুলে দিলে গভর্ণমেন্ট সব জমি, সব কারখানা ও ব্যবসা- বাণিজ্যের কর্তা হয়ে বসবে এবং সব বিষয়ে সরকারী অফিসারদের হাতেই সম্পূর্ন ক্ষমতা থাকবে। আর জনগণ হবে সরকারের খরিদা গোলাম। তারা জমি ও কারখানায় মজুরী করবে এবং রেশন করা খাবার ও কাপড় পাবে। ফলে সবাই হয়ে যাবে সরকারী কর্মচারী। গভর্ণমেন্ট যারা চালাবে তাদের মতের বিরুদ্ধে কিছুই বলার অধিকার থাকবে না। আইয়ুব খানের আমলে আমরা দেখেছি যে, গভর্ণমেন্ট পুলিশ ও সৈন্যের বলে দেশের সব মানুষের উপর ক্ষমতা খাটিয়েছিল। কিন্তু সম্পত্তি, জমি ও কারখানার

মালিকানা সরকারের কজায় না থাকায় আমরা কিছুটা স্বাধীন ছিলাম। যদি এসবের মালিকরা সরকারের হাতে থাকতো তাহলে আমরা এমন গোলাম হয়ে পড়তাম যে, কোন রকমেই তাকে সরানো যেতনা।

দুইঃ মালিকানা যদি সরকারী ক্ষমতার অধীন হয় তাহলে জনগণ সরকারী চাকর হতে বাধ্য হয়। যেমন সরকারী স্কুলে যারা কাজ করে তারা সবাই সরকারী চাকর বা চাকুরীজীবি। তারা সরকারের মরযীর বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। জমি ও কারখানার মালিকানা যদি সরকারী কজায় চলে যায় তাহলে দেশের সব মানুষের ঐ দশাই হবে। সবাই হয়ে যাবে সরকারের চাকর। দেশের লোক সরকারী অন্যায়ের কোন প্রতিকারই করতে পারবে না। সব মানুষ সরকারী কর্তাদের দয়ার উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হবে।

তিনঃ সরকারের হাতে এত ক্ষমতা থাকলে যে দল ক্ষমতায় থাকবে তাদেরকে গদী থেকে সরাবার কোন উপায়ই থাকবেনা। তারা আর কোন দল গঠন করার অধিকারই দেবেনা। গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকায় সরকারকে অতি সাবধানে চলতে হয়। কোন অন্যায় বা ভুল করলে বিরোধী দল দোষ দেখায়। বিরোধী দল থাকে বলে গণতন্ত্রে সরকার কোন অন্যায় করতে সহজে সাহস পায়না। সরকরী দল জনগণের খেদমত না করলে পরবতী নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং বিরোধী দল ক্ষমতায় চলে যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্র কায়েম হলে সরকারী দল কোন বিরোধী দলের অস্তিত্বই থাকতে দেয়না। সরকার শত অন্যায় করলেও টু শব্দ পর্যন্ত করা যায় না। কমিউনিষ্ট পার্টি বা সমাজতন্ত্রী দল একচেটিয়াভাবে যা ইচ্ছে তাই করতে থাকিবে। তাদের কজা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ পাওয়া যাবে না।

ইসলাম বনাম সমাজতন্ত্র

যারা ইসলামের উপর ঈমান রাখে তারা কখনো সমাজতন্ত্রকে কবুল করতে পারে না। কারণ ইসলাম ও সমাজতন্ত্রে কোন মিল নেই। সমাজতন্ত্র প্রতি বিষয়েই ইসলামের বিপরীত। একথার প্রমাণ স্বরূপ কয়টি উদাহরণ দিচ্ছিঃ

একঃ ইসলাম আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা, আর সমাজতন্ত্র মানুষের রচিত বিধান।

দুইঃ ইসলামের মতে হজরত মুহাম্মদ (সঃ)–ই আদর্শ নেতা এবং তিনি যে সমাজ কায়েম করে ছিলেন তাই সুন্দর সমাজ। খোলাফায়ে রাশেদীন ঐ নীতিতেই দুনিয়ার বহু এলাকায় ইসলামী সমাজ কায়েম করেছিলেন। সে নীতিই মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী ও শান্তিরক্ষক।

আর সমাজতন্ত্রীরা বিশ্বাস করে যে, ইহুদী সন্তান কালমার্কসই আদর্শ মানব এবং রাশিয়ায় লেনিন ও চীনে মাও–সেতুং যে নীতিতে সমাজ গঠন করেছেন সেটাই সবচেয়ে ভাল।

তিনঃ ইসলামী সমাজের বুনিয়াদই হলো আল্লাহ, অহী ও আখিরাতের প্রতি ঈমান। আর সমাজতন্ত্রের মুলভিত্তি হলো বস্তুবাদ বা জড়বাদ। বস্তুবাদ ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'বস্ত' মানে জিনিষ। দুনিয়ায় যত জিনিষ আছে যা ধরা যায়, দেখা যায়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝা যায় সে সবই বস্তু এবং তাই একমাত্র সত্য। এর বাইরে যা কিছু বিশ্বাস করা হয় সবই মিথ্যা। এ মতকেই বলে বস্তুবাদ। এ মত অনুযায়ী আল্লাহ, অহী, আখিরাত, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি সবই মিথ্যা। (নাউজুবিল্লাহ)

চারঃ মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, হজরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আইন ও নীতি দুনিয়ায় চালু করেছিলেন তা পুরানো হয়নি। দুনিয়ায় শান্তি আনতে হলে সে সব আইন ও নীতিই আবার চালু করতে

হবে। আর সমাজতন্ত্রীরা বিশ্বাস করে যে, অতীত কালের আইন ও নীতি বর্তমানে অচল, তাই তারা ইসলামকে মধ্য যুগীয় ও সামন্তবাদী বিধান বলে গালি দেয় এবং এ যুগে ইসলামকে অচল মনে করে।

পাঁচঃ ইসলাম মানুষের আযাদী ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর জোর দেয়। ইসলাম মানুষকে শুধু আল্লাহর গোলাম বানায়। আর কোন শক্তির গোলামী করা ইসলামে নিষেধ। তাই সরকার যদি আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন চাপাতে চায় তাহলে ইসলাম জনগণকে তা অমান্য করার হুকুম দেয়। অত্যাচরী শাসকের বিরুদ্ধে হক কথা বলা বড় জিহাদ বলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, একমাত্র ইসলামেই সঠিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। আর সমাজতন্ত্রে যে গণতন্ত্রের গন্ধও নেই তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ছয়ঃ ইসলামে মানুষকে সম্পত্তির মালিকানা দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষ ভাত-কাপড়ের জন্য অপরের গোলাম হতে বাধ্য না হয়। অন্য মানুষের ভাত কাপড়ের গোলাম হলে আল্লাহর গোলামী করা যায় না। এই কারণেই দেশের ধন-সম্পদ যাতে কতক লোকের হাতে জমা হতে না পারে সে জন্য ইসলাম জোরদার হুকুম জারী করেছে।

পুঁজিবাদে দেশের ধন-সম্পদ অল্প লোকের হাতে জমা হয়, সমাজতন্ত্রে সম্পদ গভর্ণমেন্টের হাতে জমা হয়ে সরকারী পুঁজিবাদ কায়েম হয়। আর ইসলাম এমন ব্যবস্থার হুকুম দেয় যাতে সব মানুষের মধ্যে সম্পদের মালিকানা ছড়িয়ে পড়ে।

সাতঃ ইসলামী সমাজে হালাল পথে রুজি ও হালাল পথে খরচ করার পরও যাদের কিছু বাড়তি থাকে সরকার তাদের নিকট থেকে যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করে সমাজে যাদের কিছু কম পড়েছে তাদেরকে দেবার ব্যবস্থা করে।

আর সমাজতন্ত্রে যেহেতু সম্পদের মালিক-ই কেউ হয় না, সেহেতু কারো উপর যাকাত ও ওশর ফরযই হয় না। এ কারণে সেখানে হজ্জও ফরয হতে পারে না, কোরবানীও ওয়াজেব হওয়া অসম্ভব এবং ফরায়েজের আইনও চালু করা যায় না।

সমাজতন্ত্র ইসলামের এতটা বিপরীত যে, কোরআন হাদীসের আইন-কানুন সমাজতান্ত্রিক দেশে জারী করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশের গভর্ণমেন্ট কোন কোন বছর কয়েকজন লোককে সরকারী খরচে হজ্জে পাঠায়, শুধু এ-কথা প্রমাণ করার জন্য যে, সেখানেও ধর্ম আছে। কিন্তু যারা সেখান থেকে হজ্জে যায় তারা আল্লাহর হুকুম পালন করে ফরয আদায় করতে পারে না। কারণ তাদের উপর হজ্জ ফরযই হয় না। তারা সরকারী হুকুম পালন করে মাত্র।

আটঃ ইসলাম চরিত্র গঠনের উপর জোর দেয় এবং সৎ ও চরিত্রবান লোকদেরকে নেতা বানাবার হুকুম দেয়। তাই রাসুল(সঃ) একদল সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈয়ার করে তাদেরকে নিয়ে গভর্ণমেন্ট কায়েম করেছিলেন। এরই ফলে আরবের অসভ্য সমাজেও আল্লাহর আইন জারী হয়ে শান্তি কায়েম হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রীরা গায়ের জোরে ক্ষমতা দখলের নীতিতে বিশ্বাসী। চরিত্রবান লোক তৈরীর কোন দরকার নেই তাদের। ছলে বলে-কৌশলে দেশের ক্ষমতা হাতে নেয়। তাই সমাজতন্ত্র মানেই যালেমদের শাসন। আর এর ফল চরম অশান্তি ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

উপরে বর্ণিত ৮টি পার্থক্য বুঝাবার পরও কি কোন মুসলমান সমাজতন্ত্রের প্রতি ঈমান আনতে পারে? সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করলে ইসলামের প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অর্থাৎ কোন লোক মুসলমান হয়ে সমাজতন্ত্রকে পছন্দ করতে পারে না। সমাজতন্ত্র পছন্দ করলে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার কোন মানে হয়না। কারণ সে ইসলামের বিপরীত জিনিষকে ভালো মনে করেছে।

ইসলামী হুকুমত

উপরের আলোচনায় আদর্শিকভাবে ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে তা সমাজে চালু করতে হলে ইসলামী হুকুম কায়েম করতে হবে। অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট চালাবার দায়িত্ব এবং সরকারী চাবি-কাঠি এমন সব লোকের হাতে তুলে দিতে হবে যারা ইসলামকে জানে এবং মানে। চরিত্রহীন লোকদের হাতে দেশের ক্ষমতা থাকলে কোন সংশোধনই হতে পারে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মদীনায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হয়েছিল। কাফের, মুশরিক ও ফাসেকদের হাতে ক্ষমতা থাকা কালে তিনি ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি চালু করতে পারেননি। আজও যদি আমরা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইসলামী গভর্ণমেন্ট কায়েম করতে হবে।

ইসলামী গভর্ণমেন্ট বা সরকার কায়েম করতে হলে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যেমন পয়লা একদল লোক তৈয়ার করেছেন, আমাদেরকেও তা করতে হবে। এ জাতীয় লোক ইসলামী আন্দোলনের মারফতেই তৈয়ার হয়। ইসলামী জ্ঞান, ইসলামী চরিত্র, জিহাদী মন, বাতেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস, জেল-যুলুমের মোকাবিলা করার হিম্মতওয়ালা এক জামায়াত লোক তৈয়ার হলে মুসলিম জনতার সমর্থন নিয়ে ইসলামী হুকুমত বা সরকার কায়েম করা সম্ভব।

ইসলামী আন্দোলন

এ ধরনের একদল ঈমানদার ও যোগ্য লোক তৈয়ার করার জন্যই ইসলামী আন্দোলন দরকার। এ আন্দোলনের কাজ তিনটিঃ

একঃ তাবলীগ ও দাওয়াত- কালেমা তাইয়েবা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইসলামের এ পাঁচটি বুনিয়াদ থেকে শুরু করে ইসলামী রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি যাবতীয় ইল্মের ব্যাপক তাবলীগ ও প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী সমাজ কায়েমে এগিয়ে আসার জন্য মানুষকে দরদ দিয়ে ডাকতে হবে। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে সত্যিকার আযাদী হাসিলের দাওয়াত দিতে হবে এবং যাবতীয় গোলামী ত্যাগ করার জযবা সৃষ্টি করতে হবে।

দুইঃ তানযীম ও তারবিয়াত- যারা এ ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে মজবুত সংগঠনের (তানযীম) মাধ্যমে জামায়াবদ্ধ করতে হবে এবং এক সুন্দর কর্মসূচীর মারফতে ট্রেনিং (তারবিয়াত) দিতে হবে। ফ্যাসিবাদ, ডিক্টেটরী, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বাতিল মত ও পথের বিরুদ্ধে জামায়াতবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে থাকলেই সত্যিকার ট্রেনিং হাসিল হবে।

বর্তমান শিক্ষার গলদের দরুন ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন ইসলামকে জানেনা, মাদ্রাসায় শিক্ষিত আলেমসমাজও রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারে না।

কিন্তু উভয় রকমের লোকদের মধ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের নিজ নিজ জ্ঞানের অভাব পূর হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনই এ কথার বাস্তব প্রমাণ।

তিনঃ ইসলামী হুকুমত– এ ধরনের লোক যদি সব এলাকায় তৈয়ার হতে থাকে এবং তারা যদি জনগণের দুঃখ–দুর্দশা ও অভাব–অভিযোগ ইসলামের নীতিতে সমাধান করার পথ জনগণকে দেখাতে ও বুঝাতে থাকে এবং সাথে সাথে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কুফল বুঝিয়ে জনসাধারণকে সাবধান করতে থাকে তাহলে নির্বাচনে এ ধরনের লোককেই জনগণ সমর্থন করবে এবং ভোট দেবে। একবারের নির্বাচনে না হোক কয়েকটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার পর এ ধরনের লোক বেশী সংখ্যায় আইন সভার মেম্বার হতে পারবে। এভাবেই দেশের গণতান্ত্রিক পথে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়া সম্ভব হবে।

যারা জামায়তে ইসলামীর কাজকে ভালভাবে বুঝেছেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, জামায়াত ঠিক এ নিয়মেই কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী হুকুমত কায়েম করার যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে হয় জামায়াতে যোগদান করা উচিত, না হয় এ ধরনের অন্য কোন জামায়াত থাকলে সেখানে যাওয়া উচিত। এ নিয়মে কাজ না করলে কিছুতেই ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারে না এবং ইসলামী হুকুমত ছাড়া ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি, শিল্পনীতি এবং সব বিষয়ে কোরআনের আইন জারী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

হক ও বাতিলের লড়াই

দ্বীন–ইসলামকে যারা হক বা সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাদের পক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতো বাতিলকে বরদাশত করা অসম্ভব। বাতিলের বিরুদ্ধে বর্তমানে হকের যে লাড়াই চলছে তাকেই কোরআনের ভাষায় জিহাদ বলা হয়। যাদের দিলে ঈমানের তাগিদ আছে তারা এ জিহাদে সাড়া না দিয়ে পারেনা।

ইসলামপন্থীদেরকে ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতির জোরদার প্রচার করতে হবে এবং পুঁজিবাদ, ধর্মহীন রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মজবুতভাবে কাজ করতে হবে। ইসলামের দুশমনরা বসে নেই, তারা জোরেসোরে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামপন্থীরা যদি চুপ করে থাকেন তাহলে বাতিল এমনভাবে হঠাৎ হামলা করবে যে, তখন মোকাবিলা করা কঠিন হবে। আল্লাহ পাক হককে জয়ী করার এবং বাতিলকে খতম করার জন্য জনগণকে একজোট হয়ে কাজ করার তওফীক দান করুন– আমিন।

UNITY OPTICS

DHAKA OFFICE:
31.Green Super Market
2nd floor Dhaks- 1215
phone: 323457

TONGI BRANCH
Station Road
Natun Bazar
Tongi Gazipur

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

এম, আযিযুল হক
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

ভূমিকাঃ

ইসলাম একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এ একটি শাশ্বত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা তার অনুসারীদেরকে দিয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা। এ নির্দেশনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইসলামের নিজস্ব রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং শ্রমনীতি। ইসলাম শ্রম ও শ্রমিককে অত্যন্ত উচুঁ স্থান দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

–" যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে ফারেগ, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণা করেণ।"

–"শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু।"

–" যে ইচ্ছা করে বিনা কারণে নিজের উপর দুঃখদুর্দশা টেনে আনে সে আমার অনুগামীদের মধ্যে নয়।"

আলকুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

–"নামাজ সমাপনের পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র দেয়া রিযিক তালাশ কর।"

আল কুরআন এবং হাদিসে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত এরূপ আরও অনেক ঘোষণা রয়েছে।

এ গুরুত্বের কারণে ইসলাম সামগ্রীক উৎপাদন ও কল্যাণমূখী একটি শ্রমনীতি দিয়েছে এতে শ্রমিক, মালিক এবং সমাজের সবার ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষিত রয়েছে। আমি শ্রমনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের ব্যর্থতার কারণে আজ একথা স্পষ্ট হয়ে আসছে যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন মতবাদের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও প্রগতি আসবে না। একথা শ্রমিনীতির ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কিন্তু ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগের ব্যপারে বর্তমান বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব যে সমস্ত পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলোর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত সমস্যা গুলোই প্রধান।

ইসলামী সমাজের অভাবঃ

মানবজীবনের কোন অংশই সার্বিক সমাজব্যবস্থা থেকে বিছিন্ন থেকে কাজ করতে পারেনা। এ কথাটি শ্রমনীতির ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অথচ বর্তমান বিশ্বে এটিরই একান্ত অভাব।

ইসলামী সমাজ ও মূল্যবোধের অভাবের জন্যই আজ শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে বড় সাহেবদের কক্ষ সাজাতে হয়, গাড়ীতে এয়ারকুলার লাগাতে হয়। প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থ ভুলে গিয়ে স্বল্পমেয়াদী চিন্তায় client দেরকে Five star হোটেলে আপ্যায়ন করাতে হয়, শ্রমিক নেতা এবং regulatory agency এর কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দিতে হয়, চোরাচালানীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বা অন্যান্য কারণে কর ফাঁকি দিতে হয়,কর ফাঁকি দেয়ার জন্যে

কর্মচারীদের দিয়ে মিথ্যা হিসাব লিখাতে হয় এবং ঘুষ দিতে হয়। কায়েমী স্বার্থের চাপের মুখে অনুপযুক্ত লোককে চাকুরী দিতে হয়, পদোন্নতি দিতে হয়, বদলী ঠেকাতে হয় বা Prize posting দিতে হয়। এমনিভাবে বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দিতে হয় বা মাস্তান পুষতে হয়–এক কথায় সমাজের ইসলাম বিরোধী বা ইসলাম বিমুখ প্রভাব আর্থ– সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবান্বিত করে।

এসব বাদ দেয়া বা কমানো অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অদমনীয় মনোভাব, অক্লান্ত চেষ্টা, ধৈর্য্য, সময় ও ইসলামের উপর অবিচল আস্থা।

ইসলামী শিক্ষার অভাবঃ

জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের সর্ব প্রথম যে প্রয়োজন তা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে কোথাও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা চালু ছিল না। অধিকাংশ মুসলিম দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিধাবিভক্ত একটি বাস্তবতা বর্জিত, অপরটি ইসলামী নৈতিকতা বর্জিত। ইসলামী শিক্ষা বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বুঝায় যাতে আছে দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণ যাতে revealed knowledge fina acquired knowledge এর সমন্বয়। এ ব্যবস্থা এমন একটি মানব গোষ্ঠী তৈরী করবে যারা নিজেদের জীবন এবং সমাজকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাবে। শিক্ষা ব্যবস্থার এই মূল ধারা শুধু শিক্ষাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, একে ছড়িয়ে দিতে হবে– প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, সংবাদ মাধ্যমে, এমনকি বিজ্ঞাপনে। বর্তমানে এ ক্ষেত্রগুলোর কোনটিই ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্টিত না থাকায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সার্বিক ইসলামী শিক্ষার অভাবে Employer, employee এবং regulatory agencies-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হচ্ছে যা ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে।

ইসলামী নেতৃত্বের অভাবঃ

সাধারণ মানুষ নেতাকে অনুসরণ করে থাকে। ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বা চালু রাখার জন্যে সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। এ কথা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি শ্রমনীতির ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার জন্যে একটা আবেগ মিশ্রিত চাহিদা আছে। অথচ তা বাস্তবায়িত করার জন্য ইসলামী নেতৃত্বের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ অবস্থা ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেছে। মুসলিম বিশ্ব অতি সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের প্রভাব বলয় থেকে ধীরে ধীরে বের হচ্ছে এ সমস্ত দেশে যারা এখনও নেতৃত্বের আসনে আছেন পাশ্চাত্য প্রভাব বলয়েই বড় হয়েছেন। ইসলামী নেতৃত্বের এ শূণ্যতা যাতদিন পর্যন্ত না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কিত সাহিত্যের অভাবঃ

বিভিন্ন কারণে এতদিন পর্যন্ত ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের উপরই মাতৃভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোর উপর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ও তার ইসলামী সমাধান তুলে ধরে যথেষ্ট সাহিত্য এখনও রচিত হয়নি। এ অবস্থা ইসলামী শ্রমনীতির ব্যাপারেও প্রযোজ্য। ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে যে উন্নত মাণের শ্রমনীতি দিয়েছে, বর্তমান সভ্যজগত মাত্র এক শতক যাবত তার যথার্থতা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। অথচ মাতৃভাষায় যথেষ্ট সাহিত্যের অভাবে এবং ইসলামী শিক্ষার অবর্তমানে

আমরা তার সন্ধান পাইনি। তাই আজ মুসলিম বিশ্বও মে দিবস পালন করে অথচ ইসলামী শ্রমনীতি আরও ব্যাপক, আরও ন্যায়ভিত্তিক, আরও কল্যাণকামী এবং সার্বজনীন। ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আমাদের এ দৈন্যতা ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে একটি বিরাট বাধা।

সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ইসলামী জ্ঞানের অভাবঃ

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক জনমতের প্রয়োজন। এ জনমত সৃষ্টিতে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ আমাদের সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে জ্ঞান একান্তই সীমিত। সঙ্গত কারণেই ইসলাম সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ এবং আবেগ থাকা সত্বেও সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা এ ব্যাপারে একবারেই নির্লিপ্ত। শিক্ষিত লোকদের এ নির্লিপ্ততার জন্যেই ইসলামী শ্রমনীতির অনুকুলে সক্রিয় জনমত সৃষ্টি হচ্ছে না এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না। ইসলামকে সমগ্রজীবনে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের প্রসারতা আরও বাড়াতে হবে।

একাডেমী ও গবেষণার অভাবঃ

জীবনের গতি দাঁড়িয়ে নেই। এগতি পথে নূতন নূতন সমস্যা আসছে ও আসবে। ইসলামী শরীয়ত ইবাদাতের ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে। মুয়ামালার ব্যাপারে শুধু মৌলিক নির্দেশ দিয়েছে– এ জন্য বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি বের করা, অবিরাম গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে ইসলামী শ্রমনীতি ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণার তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনীয় গরেষণা ও একাডেমীর এ অভাব ইসলামী ব্যবস্থার উত্তরণে একটি বিশেষ বাধা।

সম্ভাবনাঃ

ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। এ শতাব্দীর গোড়া থেকে কমিউনিষ্ট এবং সমাজতন্ত্রী শক্তি শ্রমিকদের স্বঘোষিত মুখপাত্র হিসাবে তাদের স্বার্থ নিয়ে কর্তা বলে আসছিল। সাম্প্রতিক কালে পূর্ব ইউরোপসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ঘটনাবলীর আলোকে স্বদেশে ও বিদেশে কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের ভূমিকা এবং সম্ভাবনার পূর্ণমূল্যায়ন হচ্ছে। অপরদিকে সারা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। ইসলামের ব্যবহারিক দিকের' উপর ব্যাপক পড়াশুনা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা চলছে। সাময়িকী, পত্রিকা ও আলোচনার মাধ্যমে সর্বস্তরে ইসলাম সম্বন্ধে সজাগতা ও ইসলামের উপর আস্থা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক, বীমা, বিনিয়োগ কোম্পানী ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান (NGO) কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে অনেক দেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতৃত্বে ইসলামী ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটেছে। এরা সবাই ইসলামী শ্রমনীতিকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবে প্রয়াগের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইসলমী ব্যাংক বাংলাদেশ ও রাবেতায় আলমে ইসলামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সর্বোপরি কয়েকটি মুসলিম দেশ ইসলামকে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান, ইরান ও সুদানের নাম উল্লেখযোগ্য। ঘটনার স্রোতধারা দেখে মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু অংশ ইসলামী ব্যবস্থার সুফল পেতে শুরু করবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সে কাফেলায় শরীক করে দিন সে দোয়াই করছি।

শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ

—মুহাঃ আবুল কালাম আজাদ

"আমরা বলিলাম ঃ তোমরা সকলেই এখান হইতে নামিয়া যাও অতঃপর আমার নিকট হইতে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছিবে, যাহারা আমার সেই বিধান মানিয়া চলিবে, তাহাদের জন্য ভয় এবং চিন্তার কোন কারণ থাকিবে না।" (সূরা আল বাকারা –৩৮)

বেহেস্তে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার পর অনুতপ্ত হয়ে মাগফেরাত কামনা করায় আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। আদম (আঃ) পৃথিবীতে আসার পর বাস্তব প্রক্রিয়াগতভাবে মানব সন্তান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সেই সংগে সমাজের গতিধারা দুইভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। একটি আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলা, অপরটি নিজের খেয়াল খুশি মোতাবেক পরিচালিত হওয়া। আর শেষোক্ত গতিধারা নিজের খেয়াল খুশি মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার ফলশ্রুতি দাস, মজুর, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেনী বিন্যাস। এই নিজস্ব খেয়াল-খুশীতে পরিচালিত হওয়ার অন্যতম হাতিয়ার অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে সর্ব প্রথম দাসের উৎপত্তির হয় এবং এই দাসের পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর মজুর ও শ্রমিক। দাসঃ দাস বলতে আদিম সমাজে যে সব মানুষ স্বাধীনতা হারিয়ে পণ্য কিংবা পশুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কাহারও মালিকানায় উক্ত মালিকের ইচ্ছায় তার সার্বিক কাজে ব্যবহৃত হত তাদেরই দাস বলা হত। মজুরঃ যে সব ব্যক্তি দৈনন্দিন রুজি সংগ্রহের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে দৈহিক পরিশ্রম করে উপার্জনে সক্ষম তাদের মজুর বলে। যে সব দাস স্বাধীনতা পেত বা সমমাণের স্বাধীন লোকজনই এই শ্রেনীর আওতায়। শ্রমিকঃ- শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পের উদ্ভব হওয়ায় শিল্প ক্ষেত্রে দাস ও মজুরদের ব্যবহার শ্রমিক নামের রূপান্তর। অপর কথায় কোন নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত মজুরকে ঐ পেশার শ্রমিক বলা হয়। সমাজ বিজ্ঞানের মতে আদিম সমাজে লোক প্রথমে পশুপক্ষির শিকার, পরে মৎস্য শিকার অতঃপর পশুপালন এবং শেষে কৃষি কার্য আয়ত্ব করে। প্রথম দিকে ৩০/৪০ জনের সমন্বয় দলগতভাবে বসবাস শুরু হয়। এই একক সমাজকে টোটেম বলা হ'ত। পরবর্তীতে কয়েকটি টোটেমের সমন্বয়ে একটি গোত্রের রূপ নেয়। এই গোত্র একজন নেতা দ্বারা পরিচালিত হত। বৃদ্ধের সমন্বয়ে উপদেষ্টা কাউন্সিল আর ধর্মীয় নেতা হিসেবে পুরহিত ছিল। নেতা, বৃদ্ধ ও পুরোহিতরাই সমাজে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেত। ফসল, শিকারে বস্তু, উভয় গোত্রের সংঘর্ষে প্রাপ্ত সম্পদের উৎকৃষ্ট অংশ এই শ্রেণীর মধ্যে বন্টন হওয়ার পর অবশিষ্ট সকলের মধ্যে সাধারণ বন্টন হত। ফসলহানি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ বিভিন্ন কারণে সাধারণ ব্যক্তিরা অর্থের প্রয়োজনে এই তিন শ্রেণীর নিকট শরনাপন্ন হ'ত। এই সব অর্থ ফেরত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিদের তারা দাস হিসেবে নিজেদের নিকট রেখে দিত। এই অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমেই প্রথম দাস প্রথার সূচনা। দ্বিতীয়তঃ গোত্রে সংঘর্ষ হতো। এর ফলে এক গোত্র পরাজিত হতো। পরাজিত গোত্রের সকলে বিজিত গোত্রের দাস-দাসী রূপে ব্যবহৃত হতো। পুরুষদের ভূমি দাস ও মহিলাদের নিজেদের কার্যে ব্যবহার করা হতো। মানুষের উপর মানুষের জুলুমের মাধ্যমে এইভাবে দাস প্রথার সূচনা হয়। এইভাবেই অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে দাস শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। এরপর থেকেই দাসেরা নির্যাতিত হয়ে নিকৃষ্টতর জীবন যাপন করতে থাকে। প্রাচীন গ্রীক সমাজ বিশেষ করে দাস প্রথা গড়ে তোলে। মিশরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের জন্য মিশরের ফেরায়ো হফু

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ফেরায়ো হুফুর তৈরী পিরামিডই সকলের চেয়ে বড়। উচ্চতায় প্রায় ১৫০ মিটার। ইহার প্রত্যেক পার্শ্ব দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ২৪০ মিটার। এই পিড়ামিডটির কাজের জন্য সারা মিশর হতে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়েছে। ত্রিশ বছর ব্যাপিয়া কাজ হয়। পাহাড় হতে পিঠে করে পাথর আনা হতো। এই সব শ্রমিকেরা সর্বদাই সর্দারের চাবুকের নীচে থাকত। এসব নির্যাতনের ফল স্বরূপ প্রথম কৃষকের যুদ্ধ হয় খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে। এরপর আরও একবার খৃষ্ট জন্মের আঠার শ' বৎসর আগে কৃষক, কারিগর ও দাসদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে কৃষক, কারিগর,দাস ও মজুরদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে থাকে। তার পর্যায় ক্রমিক প্রধান প্রধান বিদ্রোহগুলি সংক্ষেপে উল্লেখিত হ'লঃ

খৃঃপূঃ ৩৭০ সনে গ্রীসে বেকারদের বিদ্রোহে ১২০০ দাস মালিক ও ১২০ জন ভূস্বামী নিহত হয়। দাসেরা দলে দলে মনিবের আশ্রয় ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। কিয়দ্বীপের পলাতক দাস নেতা ড্রিমাক দাসদের সংগঠিত করে। অবশেষে বিশ্বাস ঘাতকদের হাতে তিনি নিহত হন। গ্রীকের সর্বত্র দাসেরা তাঁকে দেবতা মনে করত এবং তাঁর পুঁজা করত।

খৃঃপূঃ ১৪০ সন হতেই বিদ্রোহ ব্যাপক ও ভীষণ আকার ধারণ করে। রোমে কয়েক'শ বিদ্রোহী প্রাণ হারায়। এটিকায় রোপ্য খনির দাসেরা বিদ্রোহ করে। ডিলত্রোয় শহরে যখন দাসদের বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। তখন তারা বিদ্রোহ করে। এশিয়া–মাইনর, সিসিলি সর্বত্রই রোমান শাষকেরা দাসদের বিদ্রোহ দমাইতে রিতিমত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। সিসিলিতে বিদ্রোহ আট বছর চলে। যুদ্ধে কুড়ি হাজার বন্দী দাসকে বধ করা হয়। খৃঃপূঃ ৮ সনে স্পাটাকাস নামে একজন দাস গ্লেডিয়েটর দাসদের সংঘদ্ধ করে। রোমানদের সংগে স্পাটাকাস বিদ্রোহের কথা বহুল প্রচলিত।

৬৬–৬৭ খৃষ্টাব্দে একটা ভয়ংকর বিদ্রোহ হয় জুডিয়ায়। বিদ্রোহীরা জেরুজালেম শহর দখর করে। চার বছর যুদ্ধের পর রোমানরা জুডিয়ার বিদ্রোহ দমন করে। দাসদের বিদ্রোহ সব সময়ই শেষ হয়েছে পরাজয়ের মধ্যে দিয়া।

১৩৫৮ সনে ভূমিদাস প্রথাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের প্যারী শহরে কৃষক বিদ্রোহ হয়। এই যুদ্ধকে জেকুয়ারী বিদ্রোহ বলে। ফ্রান্সের কৃষক ও কারিগর বিদ্রোহের পঁচিশ বছর পর ইংল্যান্ডেও বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৩৮১ সনে বিদ্রোহ শুরু হয় অনেক জায়গায় কারিগর ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে। তিনি নিহত হন। ১৫২৪ সালে জার্মানে টমাস মুঞ্জারের নেতৃত্বে কৃষক, কারিগর ও সাধারণ মজুর বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ কৃষক যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার নয় বছর পর ওয়েষ্টার ফেলিয়ারের নেতৃত্বে মুনস্টার শহরে কারিগর ও কৃষক বিদ্রোহ হয়।

১৭৮৯ সনে ফরাসী বিপ্লবের নেপোলিয়ানের বিধির ২০০০ অনুচ্ছেদের মধ্যে মাত্র ৮টি শ্রমিকদের সম্বন্ধে। শ্রমিকদের সংঘ গড়া ও ধর্মঘট করার অধিকার নিষেধ করা হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৮১২ সনে ইংল্যান্ডে মেশিন ভাঙ্গার আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনকে 'লুডাইট' আন্দোলন বলে। ওয়াটের ষ্টিম ইঞ্জিন প্রবর্তনের পর হতে যন্ত্র শিল্পের শুরু। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ষ্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার হয় ৩০টি কয়লার খনিতে, ২২টি তামার খনিতে, ২৮টি লোহার কারখানায় এবং ৮৪টি কাপড়ের কলে। মালিকেরা ভাবত মেশিনের জন্য সে যথেষ্ট টাকা খরচ করেছে। সুতরাং যতবেশী চালু রাখা যায় ততই লাভ। তাই শ্রমিকদের ১৬ ঘন্টার উপর কাজ করতে হত। শিশুরা এবং মেয়েরাও মেশিন চালাতে পারে। তাই জোয়ান মজুরদের মজুরী কম। অনেক সময় ইহারা বেকার

থাকত। নিরূপায় শ্রমিকেরা বেপরোয়া হয়ে উঠে। মেশিন আসার আগে তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। তাই তারা মনে করে মেশিনই তাদের শত্রু। দলে দলে শ্রমিকরা মেশিন ভাঙ্গার জন্য বের হয়। ১৮১২ খৃঃ পার্লামেন্টে আইন পাশ হয় "মেশিন ভাঙ্গার শাস্তি প্রাণদন্ড।" সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রন একজন মাত্র পার্লামেন্ট সদস্য, যিনি এর প্রতিবাদ জানান। আন্দোলন একটু অগ্রসর হলে ১৮৩০ সালে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জাতীয় সমিতি বা "ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব লেবার" গঠিত হয়। ১৮৩৩-৩৪ সালে 'গ্রান্ড ন্যাশনাল কন সলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরবর্তীতে শ্রমিকদের এই চেতনা জাগে যে, যদি ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে তবে তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। এই চেতনা হতেই ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডে "লন্ডন ওয়ার্কিং মেনস এসোসিয়েশন" এর উদ্যোগে পর্টিষ্ট আন্দোলন শুরু হয়। দশ বছর এই আন্দোলন চলে। পার্লামেন্টে সার্বজনিন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সত্যই কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দাবী অনুসারে ভাল বাসস্থান, উন্নত জীবন যাত্রার মান, উচ্চ মজুরী কিছুই তেমন অর্জিত হয় নাই। পরবর্তীতে ১৮৪৭ সালে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য ১০ ঘন্টা সময় চালু হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ১০ ঘন্টা শ্রমের নিয়ম চালু হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন হয়। আন্তর্জাতিকভাবে সম সাময়িক আরও কিছু সংগঠন হয়।

১৮৩৪-৩৬ সনে 'দি একজাইলস লীগ, ১৮৩৬-৪১ সনে 'ফেডারেশন অব দি জাস্ট' ১৮৪৭-৫২ সনে কমিউনিস্ট লীগ গঠিত হয়। শ্রমিকদের এই সাংগঠনিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ১৮৬৪ সনে "ইন্টার ন্যাশনাল ওয়ার্কিং ম্যানস এসোসিয়েশন" গঠিত হয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়। কার্লমার্কস এতে উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেনী ইস্পাতের মত দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের মত কি পেয়েছে- না ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, না দাবী দাওয়া আদায়ের স্বাধীনতা।

পরবর্তীতে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী দাওয়াসহ ৮ ঘন্টা কর্ম ঘন্টার দাবীতে ১৮৮১ সালে আমেরিকার "ফেডারেশন অব অর্গানাইজ ট্রেড এন্ড লেবার" এবং পরবর্তীতে "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার" এর নেতৃত্বে এবং মার্কস এঞ্জেলসের "ওয়ার্কিং ম্যানস পার্টি অব ইউনাইটেড স্টেট" পরে "সোসালিস্ট লেবার পার্টি" এবং পরবর্তীতে "রেভুলিউশনারী সোসালিস্ট লেবার পার্টির" নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলশ্রুতি মে দিবসের আন্দোলন।

এদিকে ১৯১৯ সালে লীগে অফ নেশনের অংশ হিসেবে শ্রমিকদের জন্য "ইন্টার ন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। I.L.O একটি ত্রিপাক্ষিক সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হয়ে শ্রমিকদের সামাজিক সংস্কারমূলক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। মানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সনদ তৈরী হয়। এর প্রথম সনদই হচ্ছে শ্রমিকদের কর্ম ঘন্টা ৮ ঘন্টা সময়। কিন্তু খোদ যে সব দেশে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে সব দেশে এ সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী স্বীকৃতি পায় নাই। এই দেশগুরি হচ্ছে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন। শেষ কথা, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েই মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যেই কল্যাণ। তাই আল্লাহ তাঁর রাসূল(সাঃ) এর মাধ্যমে জানিয়েছেন- যা নবী করিম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সম্বোধন করে মজুর ও দাস সম্পর্কে বলেছেন- "যাহারা তোমাদের কাজ

করিয়া জীবিকা উপার্জন করে সেই মজুর ও দাস তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যাহার কাছে এই রূপ লোক রহিয়াছে তাহাকে যেন সে তাহাই খাইতে দেয়, যাহা সে নিজে আহার করে, আর তাহাকে যেন তাহাই পরিতে দেয়, যাহা সে নিজে পরিধান করে। তাহার সাধ্য শক্তির অতীত কোন কাজের চাপ যেন না দেয়। দিলে সেই কাজ সমাধা করার ব্যাপারে যেন তাহাকে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণে রাসুল (সঃ) এর এই বাণীকে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের
দ্বি– বার্ষিক সম্মেলন'৯১ সফল হোক

রায়হান প্রকাশনীর বই

১। নামাজ কি শিখায়– শেখ আনছার আলী ৫.০০
২। জাকাত কি শিখায় – " " ৫.০০
৩। ছোটদের মওদুদী (রঃ) " " ৫.০০
৪। ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
বেগম রোকেয়া আনছার – ১৪.০০
৫। ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের
দায়িত্ব ও কর্তব্য– শেখ আনছার আলী –৫.০০

শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের
দ্বি– বার্ষিক সম্মেলন'৯১ সফল হোক

কেনা কাটা করবেন?
তাহলে আসুন------
সকল প্রকার ষ্টেশনারী, মুদি ,
কনফেকনারী দ্রব্যাদির
পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের জন্য
নির্ভেজাল, বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বানিজ্য ঘর

৪৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই সৎ নেতৃত্ব

—কবির আহমদ মজুমদার

দেশের লাখ লাখ সরকারী বেসরকারী শ্রমিক মজুরী কমিশন গঠন ও মজুরী বাড়ানোর দাবীতে আন্দোলন শুরু করছে। বিগত ২০ শে আগষ্ট '৯১ বাংলাদেশ সরকার নতুন পে–স্কেল ঘোষণা করেছে। গত বছর মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে পে–স্কেল দেয়া হয়নি। চলতি অর্থ বছরের বাজেটে ('৯১–৯২) সরকারী কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ না রাখা এবং পে–স্কেল ঘোষণায় দেরী হওয়ায় সরকারী কর্মচারীরা প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলে বিএনপি সরকার প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে বিগত ২০ শে আগষ্ট '৯১ পে–স্কেল ঘোষণা করে। নতুন ঘোষণায় ৯৫০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা। সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বর্তমান অর্থ বছরে ৪০০ কোটি টাকা মূলবেতন এবং প্রান্তিক সুবিধাবলী অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত সহ অন্যান্য সুবিধাবলী আগামী অর্থ বছরের ১লা জুলাই '৯২ থেকে দেয়া হবে।

সবে বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হলো। আর যায় কোথায়– ইতিমধ্যেই বাজার দরে আগুন লেগে গেছে। চালের প্রতি কেজির দাম একলাফে ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকায় উঠে লাফাচ্ছে। ইতিমধ্যে বিগত একদশকে (৭১ থেকে ৯১) এ দ্রব্যমূল্য বেড়েছে শতকরা একশত ভাগ (১০০%) কিন্তু বেতন ১০০% বাড়েনি। বেতন বেড়েছে ৩০% মাত্র। বাকী ৭০% বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের যাঁতাকলে তারা দিশা হারা।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষরা যুদ্ধে ৩ লাখ লোকের তাজা রক্ত, অগণিত মাবোনের ইজ্জত এবং শত শত কোটি টাকার সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীনতার রক্তসূর্য উদিত হয়। এ স্বাধীনতার প্রধান কথা ছিল–ভেতো বাঙ্গালীকে ভাত কাপড় দেয়া হবে, তারা আর আটা খাবে না। ১৯৭২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সমাজতন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সকল প্রতিষ্ঠান কারখানা জাতীয়করণ করে নেয়। এর অতি অল্প কালের মধ্যেই ঢালাও ভাবে জাতীয়করণের কুফল দেখা দিলে '৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর আবার ঢালাও ভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকৃত প্রতিষ্ঠান–কারখানা সমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ বা বেসরকারী মালিকানায় দেয়া শূরু হয়। যা আজো চালু রয়েছে।

কারণ আমলকি গাছে কখনো আংগুর ফলে না। কেননা যার মধ্যে আখেরাতে জবাব দিহী করার ভয় নেই, যে দেশ ও জাতিকে ভালবাসে না,যেই ব্যক্তি দূর্নীতিবাজ, অযোগ্য, অদক্ষ এবং স্বজনপ্রীতি ও ভোগ বিলাসীতাই যার জীবন সে নিজেও ধ্বংস হবে জাতিরও সর্বনাশ করবে। এজন্য চাই তাকওয়া, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও যোগ্যতা।

প্রিয় পাঠক এবার আমরা দূর্নীতিবাজ, অসৎ, অযোগ্য লোকের হাতে শাসন কর্তৃত্বের ফলাফল পর্যালোচনা করি।

এক আধুনিক সভ্যতা– শিল্প কারখানা ও উন্নয়ন–বিদ্যুত ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। এমতাবস্থায় আমাদের দেশের ৭% নাগরিক বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করছে। আর এর গ্রাহক সংখ্যা ১৮ লাখ। এখানে দূর্নীতি, অপচয় ও ব্যক্তিস্বার্থের যুপকাষ্ঠে জাতীয় স্বার্থ ডুকরে গুমরে মরছে। সারা দুনিয়ায় সাধারণভাবে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ সিষ্টেম লস্ ২২%, কিন্তু আমাদের সিষ্টেম লস্ হচ্ছে ৪১%। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ২০০০ মেগাওয়াট, এর চাহিদা হলো ১৪০০ মেগাওয়াট। তবু

বিদ্যুত বিভ্রাট ও লোড শেডিং আমাদের নিত্য সঙ্গী। ৪১% সিষ্টেম লসের ২৩% চুরি বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে। এ লস্ বা লোকসান পোষানোর জন্য চুরি, অদক্ষতা ও অপচয় ঘুচানো যাচ্ছে না। তাই লোকসান কমানোর জন্য দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। যার ফলে শিল্প-কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য মূল্যবৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে জাতির- কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, উৎপাদনশীলতা-জাতীয় উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

দুই পাট হলো বাংলাদেশের সোনালী আঁশ। কিন্তু আজ তা কৃষকের গলার ফাঁস। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এপাটে বিগত ১৮ বছরে (১৯৭২ থেকে ১৯৯০) ১৩০১ কোটি ১৪ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। দেশের সমুদয় পাঠকলের ৬৫% সরকারী এবং ৩৫% বেসরকারী মালিকানায়। ইতিমধ্যে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ৯টি পাটকল আজো বন্ধ। বিজেএমসি এর ৩০টি পাট কলের ব্যাংক ঋণের পরিমান-৮১৩ কোটি ৩৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। আর ব্যক্তি মীলকানাধীন পাট কলের লোকসানের পরিমান-৬৫ কোটি টাকা।

তিন চিনি কোনো বিশাল দ্রব্য নয়, এটি একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য। চিনি কল সংস্থার- কতিপয় কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর দূর্নীতি, অদূরদর্শীতা ও পরিকল্পণাহীনতার কারনে জাতির ১৬টি চিনি কলের হাজার কর্মচারী, ৫ লাখ আখ চাষীর সর্বনাশ তরান্বিত করছে। এজন্য শুল্ক কমানো, দাম না বাড়ানো এবং চোরাচালান ও আমদানী নিষিদ্ধ করা অত্যাবশ্যক।

চার বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার (বিসিআইসি) সারকারখানাগুলোতে ৮৯-৯০ অর্থ বছরে ৪৫ কোটি টাকা লাভ করে; আবার ৯০-৯১ অর্থ বছরে ৩২ কোটি ১২ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। কাগজ কলের অবস্থা ও তথৈবচ। কর্ণফুলী কাগজ কলে ১ কোটি ২২ লাখ টাকা লাভ করলে ও খুলনা নিউজ প্রিন্ট ও উত্তরবঙ্গ কাগজকলে ১৪ কোটি ৮ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে। এছাড়া ইস্পাত প্রকৌশল সংস্থা, টিএণ্ডটি সহ প্রতিষ্ঠান কারখানা সমূহের অধিকাংশেই লোকসান হচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কারো কোনো দায়-দায়িত্ব নেই তাই- কোম্পানী কা-মাল দবিয়ামে ঢাল। এজন্য শুধুমাত্র নীতি বাক্য ও নতুন নতুন আইন জারি, ব্যক্তি মালিকানা থেকে সরকারী মালিকানায় কিছুদিন পর পুনরায় ব্যক্তি মালিকানায় হাতবদল হলে মামা-ভাগিনা বা কতিপয় ভাগ্যবানই আঙুল ফুলে কলা গাছ হবে। দেশের সমুদয় সম্পাদ আগে খেয়েছে ২২ পরিবার। আর স্বাধীনতার পর এ ২০ বছরে ২৫০ টি পরিবার দেশের সমুদয় সম্পদের ৬০ ভাগের মালিক। বড় বড় সরকারী বেসরকারী কর্মচারী ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের হাতে ২০ ভাগ ধনদৌলত। বাকী ২০ ভাগ সম্পাদ নিয়ে সাড়ে এগার কোটি বনি আদম ভূখানাংগা থাকা ব্যতীত উপায় কি?

এবার আসুন মূল আলোচনায়-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বেজায় খারাপ। জাতীয় বাজেটের ৮৮% বিদেশ সাহায্য বা খয়রাতের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় মজুরী বাড়ানোর যৌক্তিকতা কি তা তলিয়ে দেখা জরুরী। শ্রমিক কর্মচারীরা ১৯৭১ সালে কত মজুরী পেতো বর্তমানে কত টাকা মজুরী পাচ্ছে। ৭১ সালে দ্রব্যমূল্য কত ছিল বর্তমানে কত- এর একটা পরিসংখ্যানগত খতিয়ান নেয়া যাক (স্মারণীতে দেখানো হয়েছে।

১৯৭১ ও ১৯৯১ সালের দ্রব্যমূল্য সারণী—২

দ্রব্যের নাম	১৯৭১	১৯৯১	পার্থক্য	শতকরা বৃদ্ধি
১। আটা	.৪৫ টাকা	১০ টাকা	৯.৫৫/-	২১২২%
২। চাউল	.৮০ টাকা	১৬ টাকা	১৫.২০/-	১৯০০%
৩। মশুরের ডাল	.৩৬ টাকা	৩০ টাকা	২৯.৬৪/-	৮২৩৩%
৪। সরিষার তেল	৩ টাকা	৬৪ টাকা	৬১/-	২০৩৩%
৫। দুধ	.৫০ টাকা	২৫ টাকা	২৪.৫০/-	৪৯০০%
৬। ইলিশ মাছ	১.২৫ টাকা	১০০ টাকা	৯৮.৭৫/-	৭৯০০%
৭। ঘি (সের)	৫ টাকা	২০০ টাকা	১৯৫/-	৩৯০০%
৮। চিনি (সের)	১.২০ টাকা	২৮ টাকা	২৬.৮০/-	২২৩৩%
৯। পিঁয়াজ(সের)	.১২ টাকা	১৬ টাকা	১৫.৮৮/-	১৩২৩৩%
১০। শুকনো মরিচ (সের)	.৫০ টাকা	৮০ টাকা	৭৯.৫০/-	১৫৯০০%
১১। চা (পাউণ্ড)	৫ টাকা	৫০ টাকা	৪৫/-	৯০০%
১২। রসুন	০.১৫ টাকা	৬০ টাকা	৫৯.৮৫/-	৩৯৯০০%
১৩। লবণ	০.১২ টাকা	১০ টাকা	৯.৮৮/-	৮২৩৩%
১৪। কাপড় ধোয়ার সাবান ১টি	০.৩৬ টাকা	৭ টাকা	৬.২৫/-	১৯০০%
১৫। আদা	০.৫০ টাকা	৩২ টাকা	৩১.৫০/-	৬৩০০%
১৬। হলুদ	১.৫০ টাকা	৬৪ টাকা	৬২.৫০/-	৪১৬৬%
১৭। কেরোসিন (৪ গ্যালনের টিন)	৫.৬০ টাকা	২৮০ টাকা	২৭৪.৮০/-	৪৯০০%
১৮। স্বর্ণ (ভরি)	১৫০ টাকা	৬৩০০ টাকা	৬১৫০/-	৪১৯৯%

প্রদত্ত ছকের হিসাবে দেখা যায় বিগত ২০ বছরে জিনিষপত্রের দাম বাড়ার গড় হার ৭৩ গুন শতকরা ৭৩০০ সাত হাজার তিন শত ভাগ। এ হিসাব মতে একজন কর্মীর অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকতো যদি তার মজুরী বেতন '৭১ সালের তুলনায় গড়ে ৭৩ গুণ বাড়ানো হতো। এ হিসাব মুতাবিক যে কর্মী ১৯৭১ সালে ১০০ টাকা মজুরী পেতো, ১৯৯১ সালে ৭৩০০ সাত হাজার তিন শত টাকা মজুরী পেলে তার অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকতো।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের তুলনামূলক অবস্থা আরো করুণ। ১৯৮০ সালকে ভিত্তি হিসাবে ধরে প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের উৎপাদন হিসাবের সাথে মিলালে দেখা যায় আমাদের উৎপাদন বাড়ার পরিবর্তে আরো কমে গেছে। আমাদের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৭০ সালে আমাদের উৎপাদনশীলতা ছিল ১১৬ অর্থাৎ ১৬% বেশী। বর্তমানে তা ৮০ সালের তুলনায় ৪% কম, ৭০

সালের তুলনায় ২০ ভাগ কম। অথচ এ সময় প্রতিবেশী ভারতের বেড়েছে ৬৯%, পাকিস্তানের ১২৮% ইন্দোনেশিয়ায় ১০৬ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। তাহলে আমাদের উৎপাদনশীলতা কমালো কেন?

বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ২ কোটির অধিক। এদের মধ্যে ১ কোটি ৪৭ লাখ বেকার- যুবক ও তরুন। এদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষিত ৪৫ লাখ। এমতাবস্থায় সরকারের বিভিন্ন অফিসে ৬২ হাজার ৭৭টি পদখালি থাকা স্বত্তেও অর্থাভাবে কাউকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না।

সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান ও মজুরী বেতন বর্ধন করে জাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে হলেঃ-

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে মাষ্টার প্লান প্রণয়ন করতে হবে।

২। দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা ও বিলাসীতা ত্যাগ করতে হবে।

৩। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কুটির শিল্প ও মাঝারী শিল্প স্থাপন এবং বন্ধ কারখানা চালু করতে হবে।

৪। যোগ্যতা, মেধা ও কাজের প্রতি একাগ্রতা অনুযায়ী বেকারদের কারিগরি টেনিং প্রদান ও কর্মসংস্থান করতে হবে।

৫। ইসলামী অর্থ ও শিল্প শ্রমনীতি, সৎযোগ্য লোকের নেতৃত্ব ও শাসন কায়েম করতে হবে। তাহলে বেতন মজুরী টাকা অংকে নয়, টাকার মানে বাড়বে। দূর্নীতি, চোরাচালানী, কালো টাকা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে- সর্বোপরি সম্পদের ভারসাম্যমূলক ইনসাফপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে।

কড়কড় ও তরতাজা এবং
উৎকৃষ্ট মানের চানাচুরের জন্য

ঢাকা সুইটস এন্ড কোং
বড় মগবাজার, ঢাকা

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ সফি উল্লাহ

বাংলাদেশ রেলপথ দেশের পরিবহন জগতে একটি বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের অধিকারী। ইহার চলাচল ও সংরক্ষণ পদ্ধতি এক অনন্যস্বত্তায় ঐশ্বর্য্যমন্ডিত। অথচ এই রেলপথ পরিচালনায় বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর বিরাট অংকের টাকা রাজস্ব লোকসান দিতেছে। ফলে রেলপথ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকার আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী সংস্থাসমূহের নানাবিধ জল্পনা কল্পনা শুনা যাইতেছে। ইহাতে দেশবাসী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কাজেই রেলের অতীত বর্তমান সম্বন্ধে কিছু বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারনা করা হইয়াছে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ১৯৭১ সনের স্বাধীনাত যুদ্ধে গণমানুষের সহজলভ্য বিধায় বাংলাদেশ রেলওয়েকে সীমাহীন ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক বড় ও মাঝারী রেলওয়ে ব্রীজের ধ্বংস সাধন, রেলইঞ্জিন ও গাড়ীর ক্ষতি সাধন, রেলের স্থাপনা ভস্মীভুত ও লুটপাট, রেললাইন উপড়াইয়া ফেলা, রেলের সিগন্যালিং সিষ্টেম বিনষ্ট করাসহ বিভিন্নভাবে কয়েক হাজার কোটি টাকার রেলের অমূল্য সম্পদের ধবংসের তান্ডব লিলা সংঘটিত হয়। ১৯৭২ সনের রেলের অভিজ্ঞ কারিগর যাহাদের প্রায়ই অবাংগালী ছিলেন, দেশত্যাগকারীরা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। ইহাতে রেলের কারখানাগুলিতে দক্ষ কারিগরের নিদারুন সংকট দেখা দেয়। এই সকল ধকল হইতে উতরাইয়া উঠিতে, এইগুলির পূনর্বাসনের জন্য রেলওয়েকে বিদেশী ঋণের বিরাট বোঝাসহ কারিগরী সহযোগিতা নিতে হইতেছে।

রেলওয়ে লাইনের সূচনাঃ ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর দর্শনা জগতি সেকশনে ৫৩.১১ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেল লাইন সর্বপ্রথম পরিবহনের জন্য চালু করা হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকা–নারায়নগঞ্জ সেকশনে ১৪.৯৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য মিটারগজ রেল লাইন চালু করা হয়। এই ভাবে পর্যাযক্রমে গোটা বাংলাদেশে বৃটিশ আমলে প্রায় ২৬০৪ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন ও চালু করা হয়।

দেশ বিভাগকালে রেলপথের বিবরণঃ ভারত বিভাগের সময় সাবেক পূর্বপাকিস্তান রেলপথের দৈঘ্য ছিল প্রায় ২৬০৪ কিলোমিটার যাহা পাকিস্তান আমলে ২৮৫৮ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে অথচ স্বাধীনতাত্তোরকালে ইহা সংকুচিত হইয়া বর্তমানে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৭৪৫.৬৫ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ১১৩ কিলোমিটার রেলপথ বন্ধ করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যে, ১৯৬৯–৭০ সনে রেলের লোকোমোটিভ সংখ্যা ছিলঃ ৪৮৬, কোচিং ভেহিকল ছিলঃ ১৬৪৩, মালগাড়ী ছিলঃ ১৯৬১৬, বর্তমানে এই গুলির সংখ্যাঃ লোকোমোটিভ–৩০৭ টি, যাত্রীবাহী গাড়ী ঃ– ১৫০০টি, মালবাহীগাড়ী ঃ– ১৯০৭৭টি।

১৯৮২ সালের ৩রা জুন হইতে বাংলাদেশ রেলপথকে পূর্বাঞ্চল (যমুনার পূর্ব) এবং পশ্চিমাঞ্চল (যমুনার পশ্চিম) হিসাবে দুইভাবে ভাগ করা হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলের সম্পূর্ন রেললাইন মিটারগজ এবং ইহার পরিমাণ হইতেছে ১২৭৯ কিঃমিঃ আর পশ্চিমাঞ্চলে ৯২৩.৫৩ কিঃমিঃ ব্রডগজ ও ৫৪৩.০৩ কিঃমিঃ মিটারগজ রহিয়াছে। ১৯৮২ সালের ৩রা জুন এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রেলপথকে দুই জোনে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক জোনের পরিচালনার দায়িত্বে একজন মহা ব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত করা হয়।

এই দুই জোনের কার্য্যক্রমকে সমন্বয় করার জন্য রেল মন্ত্রনালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে একজন ডাইরেক্টর জেনারেলের উপর অর্পন করা হয়। তিনি সরকারের সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

রেলপথ বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইহার বর্তমান কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় ১৩০০,যাহা ১৯৪৭ সনের তুলনায় কর্মকর্তার পরিমাণের ৬গুন বেশী এবং কর্মচারী ১৮,০০০।

রেলওয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি উল্লেখ করা হইলঃ—

১। **জবাবদিহীমূলক রেলওয়ে বোর্ড গঠন ও প্রশাসনিক পুনঃগঠনঃ—** ১৯৮২ সালের জুন মাস হইতে রেল প্রশাসনকেএকজন সচিবের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে অর্পণ করা হইযাছে। তিনি রেল সার্ভিসের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নহেন, তথাপি রেলপথের সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দু। অপর দিকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সহিত জড়িত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা সীমিত। তাঁহারা শুধু কাজ আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত অথচ সুযোগ সুবিধা দানে অক্ষম। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ও কাজে অনীহা বিরাজ করিতেছে।

রেল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মকর্তার দায়িত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রেলওয়ে বোর্ড গঠনপূর্বক সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য রেলে কর্মরত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দাবী উঠিয়াছে।

২। **পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা অদক্ষতার প্রভাবঃ—** ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনকে ডবল লাইনে রূপান্তরিত করা হইলে রেল পরিবহনে অহেতুক বিলম্বের অবসান ঘটিবে। মাল পরিবহনের বিরাট সাফল্য অর্জিত হইত। অথচ এ পর্যন্ত মাত্র চট্টগ্রাম হইতে মস্তান নগর ষ্টেশন পর্যন্ত মাত্র ৬৭ কিলোমিটার ডবল লাইন করা হইয়াছে।

বাণিজ্যিক ও সামরিক দিক দিযা লাভজনক ও গুরুত্বপুর্ণ বিবেচিত হওয়ার পর বহু এলাকায় রেললাইন স্থাপনের নিমিত্তে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জরীপ কার্য্য চূড়ান্ত করার পর বস্তাবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে কদমতলী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রায় ১৮ বৎসর তালাবদ্ধ রাখার পর কোটি কোটি টাকার ভারী যন্ত্রপাতি ও মিলগুলি ব্যবহার অযোগ্য হওয়ার পর নামমাত্র মুল্যে বর্জন করা হইয়াছে। লোকো শেডগুলির আই ও এইচ শপ বন্ধ করিয়া ভারী যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করা হইয়াছে। ১৯৮৫ সনে ক্লাথিং ফ্যাক্টরী বন্ধ করিয়া কর্মচারীদেরকে অন্যত্র পদায়ন করার পর ফ্যাক্টরীর মেশিনপত্র সেখানেই রাখিয়া দেওয়ায় ব্যবহার অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

৩। **রেলের অকেজো রেলপাত ও অন্যান্য সরঞ্জাম এর অপচয় রোধঃ-** রেল লাইনের পাশে স্তূপীকৃত লাখ লাখ টন পুরাতন রেলপাত, এঙ্গল, ডগ স্পাইক ইত্যাদি প্রতিদিন চুরি ও লুটপাট হইতেছে। রাজবাড়ী ও অন্যান্য স্থানের রেলের কোয়ার্টার ব্যবহার অযোগ্য হইয়াছে, রেল লাইনের পার্শ্বস্থ লাখ লাখ টাকার গ্যাং হাটগুলির অধিকাংশ দীর্ঘদিন হইতে অব্যবহৃত থাকায় বেহাত হইয়া যাইতেছে। পুরাতন রেলগাড়ীগুলি যত্রতত্র নষ্ট ও লুটপাট হইতেছে। কুমিরা ও কোলাহাটির স্ক্র্যাপ ডিপোর মালামাল ধবংস ও লোপাট হইতেছে। সঠিকভাবে তদারকী ও নিলাম এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে না। অতএব উপরোক্ত ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়া শত শত কোটি টাকার লোকসান হইতে রেলকে রক্ষা করা উচিত।

৪। **প্রশাসনিক ও পরিচালনা ব্যয় সংকোচন ও সুষ্টু নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ—** বাংলাদেশে ২৭৬৫ কিলোমিটার রেলপথের জন্য ৬০ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে ভারতে ১লক্ষ

কিলোমিটার রেল লাইনে প্রায় ১৪লক্ষ ও পাকিস্তানে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রেল লাইনের জন্য ৪লাখ কর্মকর্তা কর্মচারী রহিয়াছে। তাহা হইলে তুলনামুলকভাবে বাংলাদেশে অনেক বেশী কর্মকর্তা কর্মচারী রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া রেলের তেল চুরির কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে। ইহার জোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের আয়ের সঙ্গে যেহেতু সংগতিশীল নহে সেইজন্য কর্মকর্তাদের কার, জীপ, মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ১৯৭১ ইং সন পর্যন্ত রেলে কেন্দ্রীয়ভাবে মাত্র ৫/৬ টা এ ধরনের গাড়ী ছিল। বর্তমানে ইহাদের পরিমাণ শতাধিক। যাহা রেলের জন্য বোঝা স্বরূপ।

৫। যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ীর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনঃ– পাকিস্তান আমলের তুলনায় গাড়ীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অথচ লোকসংখ্যা দেড়গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু রেলের যাত্রী পরিবহন কমিয়া গিয়াছে। সরকারী খাত বাদ দিলে মাল পরিবহনের পরিমাণ নামমাত্র দাঁড়াইবেঃ (ক) তাই মাল পরিবহন গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, স্বল্প সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর জন্য দ্রুতগামী মেইল সার্ভিস চালু করা, মালামালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদানসহ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া ব্যবসায়িক মহলে অবস্থার ভাব পূণর্জাগরিত করিতে হইবে। (খ) যাত্রীবাহী গাড়ীর মানোন্নয়ন, টিকেটবিহীন যাত্রী নিয়ন্ত্রন ও ভ্রাম্যমান টিকেট পরীক্ষকদের কর্তব্যের মূল্যায়ন। (গ) ষ্টেশনসমূহের আয় মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রন।

৬। কারখানাগুলির সংস্কার ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পুনঃ নির্ধারনঃ– রেলের কারখানাগুরি মান্ধাতার আমলের প্রক্রিয়ায় কাজ সম্পাদন করিতেছে। টুলস, প্ল্যান্টগুলি অতি প্রাচীন ধরনের। বর্তমান সময়ের উপযোগী টেকনিকে এই গুলির সংস্কার প্রয়োজন।

৭। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় সার্কুলার রেল লাইন চালু করাঃ– সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য পাশ্ববর্তী দেশসমূহের উন্নত রেলওয়ে সিষ্টেমকে অনুসরন করিয়া ২টা মহানগরী কেন্দ্রিক বর্তমান লাইনগুলিকে সংস্কার ও সংযোজনের মাধ্যমে সার্কুলার রেল চালু করিলে এইগুলি বানিজ্যিক দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ে খুবই লাভজনক হইতে পারে।

৮। পতিত জমি উদ্ধার ও বানিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করাঃ– রেলের প্রতিষ্ঠালগ্নে লাখ লাখ একর জমি রেল কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করে। এই সব জমির সঠিক পরিসংখ্যান নিয়া এলাকা চিহ্নিত করিয়া জমি, পুকুর, হাট–বাজার ইত্যাদির শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক ব্যবহৃত হইলে রাজস্ব খাতে বাৎসরিক কোটি কোটি টাকা আয় হইত। বর্তমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উন্নত পর্যায়ের রেলের জমি বেওয়ারিশ লাশের মত বেহাত হইয়া যাইতেছে। এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া রেলের আবাসিক এলাকা গুলিতে এক শ্রেণীর মাস্তান মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ইহারা দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকেও পরোয়া করে না। ফলে এইসব এলাকার রেল কর্মচারীরা ইহাদের হাতে জিম্মি হিসাবে দিন যাপনকরিতেছে।

৯। রেল কর্মচারীদের জন্য আবাসিক প্রকল্প গ্রহণঃ– বর্তমানে রেল কর্মচারীদের আবাসিক প্রকল্পের নামে যে দুই এক জায়গায় সামান্য জমি ক্রয় করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সীমিত। রেলের পতিত জমির সদ্ব্যবহারের জন্য ও অবৈধ দখলদারিত্বের হাত হইতে মুক্ত করার লক্ষ্যে এই সব জমিতে কর্মরত রেল কর্মচারীদের জন্য আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করিলে একদিকে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হইবে অপর দিকে রেলের কোটি কোটি টাকা আয় বাড়িবে এবং কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যার অবসান হইবে।

১০। রেলের চট্টগ্রামস্থ ট্রেনিং একাডেমী এলাকায় উপ–শহর নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণঃ– চট্টগ্রামের হালিশহর ট্রেনিং একাডেমী ১০০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহার মধ্যে মাত্র ৩০ বিঘায় একাডেমী বিল্ডিং, হোস্টেল, কলোনী, মডেল রুম, প্রশাসনিক ভবন, ক্যাফেটারিয়া, কমনরুম, অডিটোরিয়াম, খেলার মাঠ ও একটি বড় ডোবা রহিয়াছে। বাকী জমি প্রায়ই বেদখল। অথচ এই প্রকল্পে বাৎসরিক প্রায় দেড়/দুই কোটি টাকা খরচ হয়। অবৈধ দখলের জমি বানিজ্যিকভিত্তিতে আধুনিক সুপার মার্কেট ও একাডেমী কর্মচারী–কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করিলে একদিকে রেলের বাৎসরিক রাজস্ব আয় হইবে, অপরদিকে বিনা অর্থ ব্যয়ে অবৈধ দখলদারদের বিতাড়িত করা যাইবে।

১১। রেলের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণঃ– সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সংগে সংগে রেলেরও বিভিন্ন স্তরে চুরি, ঘুষ, দুর্নীতি, অদক্ষতা রেলের প্রাণ চুষিয়া খাইতেছে। কাজেই দক্ষতা ও সততার স্বীকৃতি এবং দুর্নীতি ও অযোগ্যতার শাস্তির বিধান হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

১২। রেলে কর্মরত ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা দূরীকরণঃ– রেল প্রতিষ্ঠানে ১২টি কর্মরত বিভাগ রহিয়াছে। রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ৮টি শ্রমিক সংগঠন ছাড়াও এইসব বিভাগ ও শ্রেণীভিত্তিক কর্মচারীদের অসংখ্য শ্রমিক সংগঠন রহিয়াছে। এইগুলি একদিকে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলভিত্তিক ও অন্যদিকে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের স্বার্থে গঠিত ও লালিত। ফলে রেল শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ বিরাজমান। প্রচলিত শ্রম আইনে কোন প্রতিষ্ঠানে ৩টির বেশী ট্রেড ইউনিয়ন থাকিতে পারে না। এই আইনের বাস্তবায়নে সহজেই বহুদলীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১৩। রেলের শ্রমিক কর্মচারীদের সর্বস্তরে পদোন্নতির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণঃ– রেলওয়ে সম্পূর্নরূপে একটি টেকনিকেল সার্ভিস। এইজন্য ব্রিটিশ আমলে কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা নিশ্চিত ছিল। ফলে একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকও উপ–প্রধান এবং একজন নিম্নমান সহকারী বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করিয়াছেন। পদোন্নতির এই ব্যবস্থা বর্তমানে শুধুমাত্র অফিস কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সিনিয়র স্কেল পদ পর্যন্ত সীমিত। রেলের কারখানা ও লাইন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মিস্ত্রীর উপর কোন পদোন্নতির ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় একজন কর্মচারী ফিটার কিংবা মিস্ত্রী পর্যন্ত পদোন্নতি লাভের পর কাজের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ থাকে না। অনুরূপভাবে অফিসে নিম্নস্তর হইতে পদোন্নতি লাভের মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা ১ম শ্রেণীর পদে আসীন হওয়ার পরও তাহাকে নিম্নতর স্কেলে বেতন দেওয়া হইতেছে। অথচ তাহার পদোন্নতির তারিখে কোন বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হলে দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি লাভ করেন। কিন্তু নিম্নস্তর হইতে পদোন্নতি পাইয়া ১ম শ্রেণীতে সমাসীন কর্মকর্তা ৮/১০ বৎসর একই পদে বহাল থাকার পরও তিনি সেই স্কেলে বেতন হইতে যেমন বঞ্চিত, তেমনি সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি লাভ হইতেও বঞ্চিত থাকেন। প্রশাসনের এই দ্বৈত নীতির কারণে রেলের দক্ষতায় বর্তমানে বিরাট আঘাত হানিয়াছে। তাই সর্বস্তরে শ্রমিক–কর্মচারীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার মাপকাঠিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা বহাল করা অত্যন্ত জরুরী।

তবেই কেবল রেল প্রতিষ্ঠানের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবে এবং ইহা একটি লাভজনক দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াইতে পারিবে।

পরিবহন সেকটরে ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা ও কিছু কথা

এস, এম, আবদুল হাই

দেশে সমস্যা ধকল অনেক সেকটরের ন্যায় পরিবহন সেকটরটিও সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। এখানে শত সমস্যার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের Convention or Recomendation গুলো যথাযথভাবে চর্চা হয়না। জেনেভা কনভেনশন মোতাবেক আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের নীতিও এখানে অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গন এবং পরিবহন সেকটর -এ দুইটি বিভাগ যেন খুন-যখমের উম্মুক্ত বিচরণ ভূমি।

যাক এখানে পরিবহন সেকটরের যতসামান্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে আলোচনা করলে ভাল হয় মনে করেই উল্লেখ করছি।

এখানে রয়েছে বিমান,ট্রেন, লঞ্চ, ষ্টিমার, বাস, ট্রাক,কার, টেম্পো, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, মিশুক ইত্যাদি। আলোচনা করা হবে শুধুমাত্র বাস-ট্রাক, রিকসা, ঠেলা, বেবিটেক্সি ও টেম্পোসহ অন্যান্য।

রিকশাঃ ১৯৮৬ সালে শুধুমাত্র ঢাকাতেই নাম্বার দেয়া হয় ৮৮হাজার তন্মধ্যে ৯০ সাল নাগাদ ১০ হাজার নাম্বার অথাৎ ব্লুবুক নবায়ন না করায় বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৭৮ হাজারে । ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন ছাড়া আরো ৫০/৬০হাজার রিকশা ঢাকা শহরে চলছে ।

ঠেলাগাড়ীঃ দেশে ঠেলাগাড়ী চাহিদা কমে যাওয়াতে ১লাখ ৬হাজার ঠেলা নাম্বারের অনেকগুলোই নবায়ন বন্ধ হয়ে গেছে।

বাস-মিনিবাসঃ ১৯৮৪ সালে বাস মিনিবাসের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার, ১৯৮৬সালে ২২৫০ এবং ৮৮ সাল নাগাদ এর সংখ্যা হয় ২৪২৫০ টিতে, এর পরে ১৯৮৯-৯০ তে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬হাজারের উপরে গিয়া দাঁড়ায়।

ট্রাক-লরিঃ ১৯৮৪ সালে ছিল ৩০ হাজার, ৮৭ সালে ৩২ হাজার ৭শ' ৫০এবং বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার ট্রাক রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা শহরে সিটি কর্পোরেশনের ১১৪ টি ময়লা বহনকারী ট্রাকরয়েছে এবং আরো ২৪ টি রিজার্ভ ট্রাক সময় সময় চলে থাকে।

ট্রেনঃ ট্রেন পথ হচ্ছে ২৭৬৫ কি.মি, কর্মচারী সংখ্যা ৫৮০০০, কর্মকর্তা রয়েছেন ১৩০০জন। গাড়ীর সংখ্যা লোকোমোটিভ ৩০৭, যাত্রীবাহী ১৫০০এবং মালবাহী ট্রেন হচ্ছে ১৯০৭৭ টি।

ড্রাইভারঃ ঢাকা শহরে রিকশা ড্রাইভার রয়েছে ৫লাখের মত, ঠেলা ড্রাইভার-হেলপার মিলিয়ে ২৫ হাজার, বাস ট্রাক ড্রাইভার হেলপার মিলিয়ে রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ, মিশুক, টেম্পো, বেবিটেক্সি ড্রাইভার- হেলপার মিলিয়ে রয়েছে প্রায় পৌণে দুই লাখ।

সমস্যাঃ পরিবহন সেকটরে শ্রমিক মালিক সকলেরই সমস্যা রয়েছে। মালিক শ্রমিক কেউ হতাশামুক্ত নয়। নিরাশা আর হতাশার কীট এদের কুরে কুরে খাচ্ছে। সমস্যাগুলো একদিনে জন্মায়নি, অঙ্কুর থেকে দিনে দিনে সমস্যা মহিরূহে পরিণত হয়েছে।

শ্রমিকদের সমস্যাঃ (১) লাইসেন্স প্রদানে দুর্নীতি (২) নিয়োগপত্রে ঘাপলা (৩) নিয়োগপত্র না দেয়া (৪) ভূয়া লাইসেন্সধারী ড্রাইভার নিয়োগ, ড্রাইভিং স্কুল গুলোর সরকারী নিয়ন্ত্রনহীনতা (৫) লাইসেন্স ভলিউম গায়েব করে প্রকৃত এবং পুরাতন ড্রাইভারদের হয়রানী করা (৬) গাড়ী চালক এবং হেলপারদের জন্য কর্ম ঘন্টা নির্ধারিত না থাকা (৭) প্রশিক্ষণের অভাব (৮) চাকুরীর নিশ্চয়তা না থাকা (৯) পেশাদার মাস্তান এবং সন্ত্রাসীদের দ্বারা যত্রতত্র এবং যখন তখন লাঞ্চিতসহ হওয়া নিত্যকার শত সমস্যার আবর্তে শ্রমিকগণ নিমজ্জিত।

এ ছাড়াও তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এরা কত নিঃগৃহীত, অবহেলিত ও বঞ্চিত। (ক) এরা সময়ে সময়ে কাজ পায় না। নতুন একজন ড্রাইভার মাসে অনেক সময় মাত্র ৪/৫ দিন গাড়ীতে উঠার সুযোগ পায়। এদের পরিবার পরিজন অর্ধহারে অনাহারে জীবন কাটে। আবার অন্যদিকে কতক ড্রাইভার রয়েছে যারা নিজেরাও মাস্তান এবং মাস্তানদের সহযোগিতায় গাড়ী পাওয়ার ব্যাপারে কোন তোয়াজ বা কারো দয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তারা নিয়মিত অনিয়মিত ভাবে গাড়ীতে উঠার সুযোগ পায়। অনিয়মিত ভাবে গাড়ী চালানোর কারণে এদের দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটে অহরহ।

(খ) বাসস্থানঃ ঢাকা শহরের রিকশা এবং ঠেলাগাড়ী ড্রাইভারদের অনেকে থাকেন বস্তি অথবা ঝুপড়িতে। অন্যান্য ড্রাইভারদের মধ্যেও অনেকে ভাল বাসা নিয়ে থাকতে পারেন না। তাদের অনেককে থাকতে হয় বস্তিতে–ঝুপড়িতে অথবা উম্মুক্ত আকাশের নীচে, কুড়ের ঘরের ছাউনিতে। তারা এমন অবস্থায় থাকে যে তাদেরকে স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভাইবোন, যুবক–যুবতি সন্তানরা একই ঘরে একত্রে বসবাস করতে হয়। তাই এদের মধ্যে শালিনতাবোধ রক্ষা করে চলা কষ্টকর। এ জন্য এরা নিজেরা এবং ছেলে–মেয়েরা হয় বিপদগ্রস্ত।

শিক্ষার অভাবঃ পরিবহন চালকগণের জন্য পেশাভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে নৈতিক মাণ সৃষ্টিমুলক কোন কাজ করার মত সুযোগও এদের দেয়া হয় না। তাদের সন্তানরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত । এদের জন্য দেশে কোন বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় নাই।

নিরাপত্তার অভাবঃ ড্রাইভার ও হেলপারদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। এরা যে কোন সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। পথিমধ্যে মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের চেক পোষ্ট, চাঁদা আদায়কারীদের দৌরাত্ম্যে এরা সদা সর্বদা থাকে সন্ত্রস্ত। এদেরকে সন্ত্রাসীদের টেক্স দিয়ে চলতে হয়। পুলিশের নিকট ধর্ণা দিয়ে বা অভিযোগ করে পুলিশের দ্বারাই নাজেহাল হতে হয় এদের বেশী। এ সেকটরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা না থাকায় টারমিনাল দখলকারী পেশিশক্তির হাতে এরা থাকে বন্দি।

চিকিৎসার অভাবঃ গাড়ী চালনার কারণে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে এদের জন্য কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু নেই। এই সেকটরে ড্রাগ আশক্তি একটি নিত্য– নৈমিত্তিক ব্যাপার। এদের জন্য অবসর সময়ে কোন বিনোদণের ব্যবস্থা না থাকায় এরা জুয়া এবং ড্রাগ আশক্তিতে মত্ত থাকে। এসব কারণে এদের মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি হয়। এ শরীরে গাড়ী চালাতে গিয়ে ড্রাইভাররা গাড়ী দুর্ঘটনায় ফেলে।

মালিকদের সমস্যাঃ (ক) মালিকগণ গাড়ী ক্রয় করার সাথে সাথে সমস্যায় পড়ে যান। তাঁকে ঘাটে ঘাটে ঘুষ দেয়া শুরু করতে হয়। রোড পারমিট বের করতে ঘুষ দিতে হবে। ডেলিভারী নিতে ঘুষ দিতে হবে। ব্লু–বুক রিনিউ করতে ঘুষ দিতে হবে। রাস্তায় কোন কারণে পুলিশ গাড়ী আটক করতে পারলে অবশ্যিই উৎকোচ দেয়ার জন্য প্রস্তুত থেকেই গাড়ী বের করতে হবে।

অন্যদিকে গাড়ি বের করে তিনি তাঁর ইচ্ছামত ভাল ড্রাইভার দিয়ে গাড়ী চালাতে পারবেন না। কারণ বাসের ড্রাইবার ও হেলপার নিয়োগের অধিকার অলিখিতভারে শ্রমিক ইউনিয়ন গুলোর উপর। বাস বা ট্রাক ক্রয় করে ইউনিয়ন গুলোর নিকট অর্পণ করতে হবে।এমনকি মালিকের দৈনিক আয়ের টাকাও সমিতির কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তত্ত্বাবধানের জন্য মালিক শুধুমাত্র একজন কেয়ারটেকার নিয়োগ করতে পারবেন।

এছাড়া প্রতিদিন শহর প্রতিটিপে চাঁদা আদায়কারীদেরকে ১০ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। পেশাদার মাস্তানদের জন্য বাড়তি বোনাস বাবদ ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

পুলিশী টেক্সঃ দিনে ট্রাক চলা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ট্রাক রাস্তায় বের হয় তা হলে দেখা যায় পুলিশ হাত উঁচু করে ট্রাকটি থামাবেন। ড্রাইভারের সাথে উক্ত পুলিশের করমর্দন হলে সাথে সাথে শহরের অভ্যন্তর দিয়ে ট্রাকটি চলার সুযোগ পাবে।একাজটি কিন্তু অপেন সিকরেট। পথচারীরা তা সচরাচর অবলোকন করে থাকেন।

পুলিশী হয়রানীর নমুনাঃ অনেক সময় রীতি মাফিক এবং যথা সময়ে ও বৈধ কাগজপত্র নিয়ে মালপরিবহনে পুলিশ তাদের বাধা প্রদান করলো উৎকোচ না দেয়ার কারণে, তখন প্রতিবাদ করলে ড্রাইভার অথবা হেলপারকে যেতে হয় শ্রীঘরে। কাগজপত্র নেই তো ভয় নেই, উৎকোচ দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সব ঠিকঠাক আছে বলে উৎকোচ দেবেন না-তা হয় না। একজন রিকশা চালক হঠাৎ রাস্তার উল্টোদিকে চলে গেলেন কি হয়েছে? পুলিশকে ১০ টাকা দিয়ে চলে যান। যদি দেখা যায় যে, কোন রাস্তার পার্শে অবৈধভাবে ঠেলাগাড়ীর একটি ষ্টেন্ড করা হলো তাতে দোষ নেই, তবে অবশ্যি ঠেলা চালকদেরক পাশ্ববর্তী কোন একটি পুলিশ ফাঁড়ির সাথে যোগাযোগ করে সাপ্তাহিক বা মাসিক নির্ধারিত উৎকোচ দিতে হবে। ঠেলা চালকরা সারামাস থাকে বেকার। মাসের প্রথম দিকে ঢাকা শহরে বাসা পরিবর্তন হয় বলে তখনই কিছুটা কাজ বেশী হয। অন্যসময় বোঝা খুব কমই এরা পেয়ে থাকে। ঠেলা চলাচলের উপর সিটি কর্পোরেশনের বিধি নিষেধ আরোপ হওয়ায় বিকেল ৩টার পূর্বে শহরে গাড়ী বের করতে হলে পুলিশের সাথে দেয়া-নেয়া মিটিয়ে গাড়ী বের করতে হয়।

ট্রেডইউনিয়ন সমস্যাঃ এ সেকটরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা নেই। পেশি শক্তির মহড়া দ্বারা টারমিনাল গুলো দখলে রাখা হয়। প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে সন্ত্রাসীদের কাছে মালিক-ড্রাইভার ও হেলপারগণ থাকে সন্ত্রস্ত। পুলিশের কাছে ধরনা দিয়ে তাদেরকে আরো বেশী নাজেহাল হতে হয়। তাই তারা এসব পেশাধারী মাস্তানদেরক টেক্স দিয়ে চলে থাকে। ইউনিয়ন গুলো লাল কার্ড ও সবুজ কার্ড দিয়ে চিহ্নিত করে টারমিনাল দখলে রাখেন। একটি গ্রুপ সরকারী ছত্রছায়ায় কাজ করে থাকে। তাই তাদের সকল কাজই হয় বৈধ। এদের দৌরাত্ম্য আর সন্ত্রাস চলে অপ্রতিরোধ্য ভাবে। দুই গ্রুপ অর্থাৎ লাল কার্ড ও সবুজ কার্ড ধারীদের মধ্যে সময়ে সময়ে টারমিনাল দখল নিয়ে শুরু হয় কুরু যুদ্ধ। বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র ষ্টেনগান, পিস্তল, হকিষ্টিক, ডেগার, ছুরি, চাপাটি, চাইনিজ কুড়াল, তলোয়ার, লোহার রড, কিরিজ ইত্যাদি নিয়ে হয় মহড়া। এরা সকলেই পরিচিত। এদের দ্বারা খুন, যখম হচ্ছে অহরহ, পুলিশ এদের ধরার ক্ষমতা রাখে না। এদের কাছে আইনও বড় অসহায়। পরিবহন সেকটরে অস্ত্র রাখা মনে হয যেন বৈধ। আইন রয়েছে বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে কিন্তু অবৈধ অস্ত্রধারী অস্ত্রসহ যদি সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়েই যায়, তবে পুলিশের হাতে পৌছাতে পারলেই নিরাপদ। পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে পারলে শ্রীঘরে যেতে হবে না, নিরাপদ অস্ত্র মহড়া আরো দ্বীগুণ উৎসাহে করার জন্য ময়দানে আসতে পারে।

সাম্প্রতিক দুর্বার অপারেশন সম্পর্কে ইত্তেফাকের 'নিবেদন ইতি' অভাজনের একটি উপ-সম্পাদকীয় পাঠ করছিলাম। মনে হচ্ছিল পুলিশের এই দুর্বার অপারেশনের কাব্যিক নামের পিছনে অনেক ইতি কথা নিহিত। জনতা আশা করবে আর পুলিশ অপরাধীদের নিরাপদে রেখে নিরিহ, নিরপরাধ যুবশক্তিকে নির্যাতন করে অস্ত্রবাজদের সহযোগিতা না করার শাস্তি দেবে, অর্থ আদায় করবে, আর গোটা সমাজকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলবে। 'হায়রে বেড়া ক্ষেত আর কত খাবি খা' । আমার জানামত শুধু মগবাজারের কিছু সত্য ঘটনা উদঘাটন করলে এই প্রবন্ধ শেষ হয়ে যাবে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা পেশ করতে চাই না। শুধু পুলিশের দুর্ণাম করাই আমার টারগেট নয় বরং তাদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার আর কর্ম দেখলে সারা জীবন এদের জন্য দোয়া করতে ইচ্ছে করে। তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগন্য।

সমাধানের উপায়ঃ

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারলে আশা করা যায় এ সেকটরে অনেকগুলো সমস্যার সমাধানহবে।

১। সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার জন্য আচরন বিধি প্রণয়ন।
২। অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা
৩। লাইসেন্স প্রদানে দুনীতিমুক্ত প্রশাসন চালুকরণ
৪। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ড্রাইভার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা
৫। ড্রাইভার এবং হেলপারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৬। অবৈধ চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ
৭। আইনের সাহায্য সহজলভ্য করা
৮। দুনীতিমুক্ত পুলিশ বাহিনী গঠন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রভাবমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা
৯। বহিরাগতদের হাতথেকে টারমিনালগুলো মুক্ত রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
১০। ড্রাইভারদেরকে ড্রাগ আশক্তিমুক্ত রাখার জন্য মাসে অন্ততঃ একবার পরিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ড্রাগ আশক্তদের চাকরী থেকে বহিস্কার করা
১১। চালক সমিতি ও মালিক সমিতিগুলোর উপর আচরণবিধি কঠোরভাবে মানতে বাধ্য করা
১২। ড্রাইভার হেলপারদের জন্য চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান
১৩। গাড়ী অবারটেক না করার ব্যবস্থাকরণ
১৪। যাত্রীবহন ক্ষমতার বাহিরে কোন যাত্রী বহনে কড়াকড়ি বিধি আরোপ করা
১৫। ট্রাক দিনে না চলার ব্যাপারে আইনের কঠোর নীতি গ্রহণ
১৬। গাড়ী ডেলিভারী নেয়াতে ঘুষের পথ বন্ধকরণ
১৭। ড্রাইভারদের জন্য কর্ম ঘন্টা নির্ধারণ
১৮। ড্রাইভার এবং হেলপারদের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা
১৯। পরিবহন শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন করে মজুরী নির্ধারণ
২০। গাড়ী চালনাজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর আলাদা চিকিৎসা কোর্স চালু করা
২১। যারা ড্রাইভার ও হেরপারের কাজ করে না অথচ একটি ইউনিয়ন অন্য ইউনিয়নের উপর প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী মহড়া করার জন্য নিয়োজিত করে থাকে তাদেরকে কার্ড দেয়া থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

উপমহাদেশে শ্রমিক আন্দোলন

আলহাজ্ব মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয় এ ক্ষুদ্র পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। এ' সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়ার সামান্য প্রয়াস মাত্র হলো। অতীতকে বর্তমানের পাশাপাশি দেখলে শ্রমিক অঙ্গনে ভবিষ্যৎ পথ চলা সহজ হবে। তার সাথে সাথে আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া হতো তবে গোটা জাতির দুর্ভোগ হয়ত এ পর্যায়ে নেমে আসতো না।

উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন শুরু হয় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। কলকাতা একশত বছর পর্যন্ত তাদের রাজধানী ছিল। এ সময় তারা ইউরোপের কারখানাসমূহের জন্য অনুন্নত দেশসমূহ থেকে সস্তা দরে কাঁচামাল ও অল্প মজুরীতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিলাতের কারখানাসমূহের জন্য নেয়ার সুযোগ গ্রহণ করলো। ১৮৩০ সনে শ্রমিক রপ্তানীর কাজ পুরোদমে শুরু হলো। অপরদিকে এ'দেশেও কলকারখানা স্থাপনের দিকে তারা মন দিলো। ফলে শ্রীরামপুর, কলকাতা, আহমদাবাদ, বোম্বে ও মাদ্রাজে গড়ে উঠলো চটকল, বস্ত্রকল, সূতাকল, 'চা' বাগান। খনির কাজ এবং ১৯১২ সনে রেলওয়ে। সুচতুর ইংরেজরা এ'দেশের শ্রমিকদেরকে জাহাজ ও বন্দরে, কলকারখানায়, রেলওয়ে, চা-বাগানে সর্বত্র পশুর মত খাটাতে লাগলো। উৎপাদনে ও বানিজ্যে প্রচুর মুনাফার লালশায় অসহায় বালক, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদেরকে দৈনিক ২৩ ঘন্টা খাটাতো। কোন ছুটি নাই, কাজের শুরু আছে শেষ নাই। শ্রমিক মারা গেলে বা পঙ্গু হলে কোন ক্ষতি পুরণ নাই। ১৮৮১ সনে 'ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট' নামক শ্রমিক আইন পাশ হওয়ার পর কিছুটা শ্রমিক দলন কমে আসে। এতে সাপ্তাহিক ছুটিও পাওয়া গেলো। অপ্রাপ্ত বয়সের শ্রমিকদের কাজের সময় ৭ ঘন্টা ও মহিলাদের ১১ ঘন্টা ঠিক হলো।

ইংরেজের অত্যাচার ও নির্যাতন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ সময় শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯১৮ সনে মাদ্রাজে বস্ত্রকল শ্রমিকরা 'মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন' গঠন করে। ১৯১৯ সনে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস (এ,আই, টি, ইউ,সি) নামে উপমহাদেশে প্রথম ফেডারেশন গঠিত হয়। এ ফেডারেশন সমস্ত কারখানায় গঠিত ইউনিয়ান গুলির অনুমোদন দেয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রাথমিক রূপ নেয়। একই সনেই (১৯১৯) দুনিয়ার পেশাজীবি মানুষের অধিকার আদায়, মালিক-শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসা ও সম্পর্কের উন্নতির লক্ষ্যে' আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা(আই, এল,ও) স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সনে আবার মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবীতে বোম্বের শ্রমিকেরা ধর্ম ঘটের ডাক দেয়। ১৯২০ সনে ১০ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবীতে সারা ভারতে ধর্মঘট শুরু হয়। শ্রমিকদের দাবী আদায়ের আন্দোলন দমানো সম্ভব না হওয়াতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে ১৯২৬ সনে "ট্রেড ইউনিয়ান একট" নামে আর একটি শ্রমিক আইন পাশ হয়। এ'ভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে গুলি, জেল, নির্যাতনের কন্টকময় পথ অতিক্রম করে ধাপে ধাপে শ্রমিক সমাজ অধিকার আদায়ের সংগ্রামী শক্তিতে পরিণত হতে থাকে।

উপমহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনঃ

১৯১৭ সনে রাশিয়াতে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সফল হওয়ার পর সারা দুনিয়ায় কমিউনিজমের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়ে যায়। ১৯২৬ সানে পুস্তক পত্রিকার মাধ্যমে উপমহাদেরশে বাম পন্থীদের কাজ শুরু হয়। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার খেটে খাওয়া মানুষ। তাই ভারতেও কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের ভিত রচনায় তারা পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে থাকে। শ্রমিক অসন্তোষের সূত্র ধরে তারা এ,আই, টি, ইউ,সিতে অনুপ্রবেশ করে ও বিভিন্ন ইউনিয়ানে ঢুকে পড়ে। ১৯২৬ সনে বোম্বেতে কমিউনিষ্টরা ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন সর্ব প্রথম আরম্ভ করে। তারা ভারতে ছাত্র যুবক শ্রমিক ও কৃষকদেরকে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ভারতের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বশীল শ্রমিক সংগঠন এ,আই, টি, ইউ,সি বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। এম,এম, জুশি, সি আরদাস, জাওয়াহের লালা নেহেরু, সুবাস চন্দ্র বসু, এ সংগঠনের বহু বছর পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ঘোষণাপত্র, দলিল ইত্যাদি রাশিয়ার নেতা লেনিন, স্টালিনের নিকট হতে অনুমোদন লাভ করে ভারতে বাস্তবায়িত হতো। এ' ছাড়া বামপন্থীদের শ্রমিক সংগঠন "ভলসেভিক পার্টি" এবং "বৈপ্লবিক কমিউষ্ট পার্টি" ও সরাসরি এ দেশে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িত হয়।

রাশিয়ার মদদপুষ্ট সুচতুর কমিউনিষ্টদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে গোটা উপ-মহাদেশে অবহেলিত ও বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক ও বেকার দরিদ্র শ্রেনী অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। এতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পালেও বাতাস ধরে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় শুধু ভারতীয় কংগ্রেস পার্টিতেই নয়, এমনকি মুসলিম লীগেও বহু নামজাদা বামপন্থী নেতা নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন মিঞা ইফতেখার উদ্দীন, জি,এম, ছৈয়দ, রাজা গজনকর আলী প্রমুখ। রাজা গজনকর আলী মন্তব্য করেছেন "যদি ছৈয়দ আবুল আলা-মওদুদী সাহেবের (মরহুম) উর্দূ "দিনীয়াত" (ইসলাম পরিচিতি) আমি না পড়িতাম তবে আমিও কমিউনিষ্টদের স্রোতে ভেসে যেতাম।

মুসলিম শ্রমিক নেতাঃ

উপমহাদেশে যেসব মুসলমান নেতৃবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন ব্যারিষ্টার দাউদ, আফতাব আলী, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কমরেড মুজাফফর আহমদ, ফয়েজ আহমদ, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, ডাক্তার এম, এ, মালেক, কমর উদ্দীন আহমদ প্রমুখ নেতা ১৯৪৭ সন পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে ছিলেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়নঃ

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতারা ভারত বিভক্ত হওয়ার আলামত দেখে কলকাতা হতে ঢাকাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক আন্দোলন শুরু করে। দিনেন সেন, নেপাল নাগ, গোপাল বসাক, অনিল মুখার্জি ঢাকার উপকন্টে চিত্তরঞ্জন, ঢাকেশ্বরী, লক্ষী নারায়ন ও ঢাকা কটন মিলে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলে এবং ১৯৪৬ সনে নামকরা শ্রমিক নেতা পি,সি, জুসীকে ঢাকায় আনে। এর ফলে ৪৭'র আগেই বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের ভিত-এ অঞ্চলে মজবুত হয়। ১৯৪৭ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ডাক্তার এম, এ মালেক ও ফয়েজ আহমদের নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৪৭ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের পক্ষথেকে নেপাল

নাগ,মোঃ ইসমাইল সাহের পাকিস্তানের শ্রমিক আন্দোলনের নীল নকসা তৈয়ার করেন। ফলে ১৯৪৮ সনের জানুয়ারীতে "ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন অব পাকিস্তান" নামক শ্রমিক সংগঠন গঠন করা হয়। এর কিছু দিন আগে নুরুল হুদা সাহেবের সভাপতিত্বে ইষ্ট পাকিস্তান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগ গঠিত হয়। তিনি অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মুসলিম এমপ্লয়িজ লীগেরও সদস্য ছিলেন এবং স্যার জিয়া উদ্দীন ছিলেন এ'সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া অল পার্ক পোষ্ট এন্ড টেলিগ্রাম ,মজদুর ফেডারেশন, ন্যাশনাল সীম্যানস ইউনিয়ান, শ্রমিক ফেডারেশন, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন, শ্রমিক লীগ ইত্যাদি সংগঠন ময়দানে ছিল। কিন্তু একমাত্র শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ছাড়া সবই বাম পন্থীদের কবলে ছিল।

এ দেশের শ্রমিক আন্দোলন বামপন্থীদের দখলঃ

ইংরেজ আমলে বর্তমান বাংলাদেশ ছিল একটি অনুন্নত মুসলিম প্রধান এলাকা এবং রাজধানী কলকতা ও তার আশ-পাশের শিল্প অঞ্চলের পশ্চাৎভূমি। তখন একমাত্র হুগলী নদীর পাড়ে ১১১ টি ছিল পাটকল।

এ' ছাড়া জাহাজ বন্দর খিদিরপুর ডক, টিটাগড় কাগজের কল, কাচরা পাড়া বিরাট রেলওয়ে ওয়ার্ক সপ ও বহু যন্ত্র কল, হুশিয়ারী কারখানা সহ অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। কলকাতার অফিস আদালতেও এ' এলাকার শ্রমিক কর্মচারী ছিল অধিকাংশ। পশ্চিম বঙ্গে পাট উৎপাদন হত না। বর্তমান বাংলাদেশের পাট,চামড়া ও অন্যান্য কাঁচামাল ছিল পশ্চিম বঙ্গের কলকারখানার খোরাক। তখন এ' এলাকার গরীব শ্রমিকেরা খেটে খাওয়ার মানুষ সে অঞ্চলের কল কারখানায় ঠাঁই নেয়।

দেশ বিভাগের পর এ' অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারী পশ্চিম বঙ্গ হতে নতুন রাজধানী ঢাকা ও বিভিন শিল্প অঞ্চলে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে চাকরিতে অগ্রাধিকার লাভ করে। ক্রমশঃ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন প্রশাসনিক অফিস, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং শিল্প অঞ্চল ডেমরা, আদমজী, নারায়নগঞ্জ, হাজারী বাগ, তেজগাঁ, টঙ্গী, কালীগঞ্জ, ঘোড়াশাল, চাটগাঁ, পতেঙ্গা, রেলওয়ে, খুলনা খালিশপুর, চন্দ্রঘোনা ইত্যাদিতে দাদারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঝানু ঝানু কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ময়দান দখল করে নেয়। এর পর যত কারখানা ও সংস্থা স্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রনে আনতে সহজ হয়ে যায়। যেমন খবর কাগজ, ব্যাংক, বীমা, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, পানি, ড্রেজার, বিএডিসি, আইডাবলিউটি, বিমান, "চা" বাগান ইত্যাদি। এসময় বামপন্থীদের মুরব্বী সংস্থা "ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ান" পুরোদমে এদেরকে মদদ জোগিয়েছিল। অবশ্য পুঁজিবাদী একটা দুনিয়া জোড়া সংগঠন "ইন্টার ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন এ দেশে কার্যকর ছিল কিন্তু ইহার অবস্থান ছিল দুর্বল।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শেষেরদিকে স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ৭০ সনের জাতীয় নির্বাচনে বামপন্থী ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর পুরাপুরি প্রভাব বিস্তার করে। ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন সে সময়কার এক ইতিহাস। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, শ্রমজীবি মানুষের সুসংগঠিত যে কোন আদর্শিক বা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে দেশের কোন শক্তি ঠেকাতে পারে না। শ্রমিক সমাজ দেশের এমন সব গুরুত্বপূর্ন অবস্থানে আছে, যে কোন সময় তারা দেশকে অচল করে দিতে পারে।

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনঃ

রাজনৈতিক ময়দানে আওয়ামী লীগের সাথে একাকার হয়ে রুশ পন্থী কমিউনিষ্টরা স্বাধীনতা লাভের গৌরব অর্জন করেছে সত্য কিন্তু সমাজ বিপ্লবের বাম পন্থী ধারা পাকাপোক্ত হওয়ার আগে আদর্শিক আন্দোলনকে পিছনে রেখে জাতীয়তাবাদী ক্ষমতাসীন শক্তির সাথে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দিয়ে তারা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়। সাথে সাথে চীন পন্থীরাও জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে গিয়ে বামপন্থী চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ফলে দলীয় কোন্দল তাদেরকে বহুদল ও উপদলে বিভক্ত করে দেয় তাই বাম পন্থী শ্রমিক সংগঠন বহু নামে বিভক্ত। যেমন বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয়, শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় শ্রমিক জোট, ওয়ার্কার্সা পার্টি, শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় পর্যাযে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ইহাও নির্ভেজাল নয় আর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনই একমাত্র ইসলামী আদর্শিক শ্রমিক সংগঠন।

বাংলাদেশ আমলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৬৩ সনের অধ্যাদেশ বাতিল করে আইন হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মচারী ছাড়া বাইরের কোন লোক ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। বর্তমানে সরকার বা মালিকের দালালী করা কোন ঘৃনার ব্যাপার নহে। মাস্তান বা পেটোয়া বাহিনী হয়ে সন্ত্রাস করা গৌরবের ব্যাপার। প্রতিটি শ্রমিক অঞ্চল শিক্ষা অঙ্গনের ন্যায় সন্ত্রাসী ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনের মাণ ও পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। হতভাগা শ্রমিকেরা দু'মোঠো খাবারের জন্য কারখানাতে আসে আর লাশ হয়ে বের হয়। কত লাশ যে গুম হয়েছে তার খতিয়ান নাই, ক্ষতিপূরণও নাই।

We Wish your Prosperit
With Complements of

Eve Germents Ltd.

Road no-20. House no- 7
Gulshau Dhaka
phone: 603541.256907

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ সফিউল্লাহ্

দুনিয়ার সকল মানুষের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে যথা– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,চিকিৎসা ও শিক্ষা, গুরুত্বের দিকদিয়ে বস্ত্র দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে। এ মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য দেশে সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান কারখানা রয়েছে এর উৎপাদন দিয়ে চাহিদা পূরন হয়না। ফলে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাব্যয় করতে হয়। তাই আমরা এ প্রতিবেদনে এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাল্লাহ্।

এক হিসাবে দেখা গেছে দেশে সরকারী মালিকানাধীন টেকসটাইল, স্পেশালাইজড, ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিসিং মিলিয়ে ৪২ টি কারখানা রয়েছে। আর বেসরকারী মালিকানাধীন প্রায ৪০ টি টেক্সটাইল, ৯০০ টি স্পেশালাইজড, ৭৫/৮০ টি পাওয়ারলুম, ৭০ টি ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং ৭০০০ মত হ্যান্ডলুম ৪০০ হোসিয়ারী রয়েছে। এসব প্রতিষ্টানে বার্ষিক উৎপাদন হলো প্রায় ৯ কোটি কেজি সূতা,৭৫–৮০ কোটি মিটার কাপড়। এর মধ্যে সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্টান গুলোতে ৪৪ কোটি কেজি সুতা এবং ৭–৮ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত পন্যে সূতা ও কাপড় ছাড়াও প্রায় ৯ লাখ ডজন গেঞ্জি,সোয়েটার মাপলার, জাংগিয়া ও মোজা প্রভৃতি।

রপ্তানী মুখি পোষাক শিল্পের প্রায ৯০০ টি গার্মেন্টস বছরে ৫০ কোটি পিস সার্ট, প্যান্ট ৭০–৮০ লাখ ডজন গেঞ্জি জাঙ্গিয়া, মোজা উৎপাদিত হয়। ৪৫০ টি টুইষ্টিং কারখানায় বার্ষিক উৎপাদন হলো ১লাখ ২৫ হাজার কেজি টুইষ্টিং টেডইয়ার্ন। ৮১ টি সেলাই সূতাকারখানায় ১৩ লাখ গ্রোসও ১৩লাখ কেজি সূতা উৎপাদিত হয়। এ সকল কারখানায় উৎপাদিত বস্ত্র ও সূতা দেশের ৮০% ৮৫% চাহিদার জোগান দিতে সক্ষম। এমতাবস্থায় এসকল কারখানার উল্লেখযোগ্য সমস্যা সমূহ দূর করে জনশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে নিজেদের চাহিদা পূরন করে দেশের বস্ত্রশিল্পকে রপ্তানী মুখী করা সম্ভব। এ লোকসান কাটিয়ে এ শিল্পকে লাভজনক শিল্পরুপে গড়ে তুলে একে রপ্তানীমুখী করার জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পর্যালোচনা দেয়া হোল।

১। সীমাহনি দূনীতি ও অপচয় ঃ

একশ্রেনীর কর্মকর্তা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মেসিন ও এর যন্ত্রাংশসহ সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয়ে পন্য উন্নত মানের ক্রয়ের দাম দেখিয়ে নিম্নমাণের পন্য কিনে এবং বিক্রয়কারী সংস্থা থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে থাকেন যাতে সরকারের ও প্রতিষ্টানের রাঘব বোয়ালেরা জড়িত থাকে। বিটিএমসি এর প্রায় মিলই লোকসানে রয়েছে। এমতাবস্থায় কর্মকর্তাদের অফিস বাংলো সাজানোর প্রতিযোগিতা দেখলে মনে হয়না, যেন মিলগুলো লোকসানে আছে। জি এম বা বড় মানের কর্মকর্তা অধিকাংশেরই অভিজাত এলাকায় বাড়ীহয়ে গেছে। এ ছাড়া নিয়মিত অপচয়ের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টুকরা কাপড় এবং ওয়েষ্টেজ সুতা ইত্যাদি।

২। চোরাচালান ও অবাধ আমদানী ঃ

বাজারের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এটা যেন ভারতীয় কাপড় ও সূতার একটি স্থায়ী বাজার। শোনাযায় এর সাথে সীমান্ত প্রহরী পুলিশ এবং রাঘব বোয়ালেরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ ব্যাপারে সরকারের ভুল নীতি, পদক্ষেপ ও অযোগ্যতাই দায়ী। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিন কড়াকড়ি করলে চোরাচালান কমে আসে এবং দেশীয় বস্ত্র ও সূতা বাজার পেতে শুরুকরে কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হলোনা মনে হয়, পুনরায় লাইন হয়ে গেছে। ফলে সরকার সূতা ও কাপড়ের দাম- বাড়িয়ে দিল। পুনরায় মিলগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের স্তুপ হয়ে গেছে। সুতরাং অবস্থা আগা নাঙ্গলা যেদিক যায় পাছ নাঙ্গলা সেদিকে ধায়। গামের্ন্টস কারখানা গুলোকে অবাধ আমদানীর সুযোগ দেয়া প্রতিবৎসর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোটি কোটি টাকার বিদেশী কাপড় এসে আমাদের বস্ত্রবাজার সমস্যা সৃষ্টি করছে।

৩। অদক্ষতা শ্রমিক অসন্তোষ ঃ

উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের গুণমাণ রক্ষ ও উৎকর্ষ সাধন নির্ভর করে যোগ্য পরিচালনা ও দক্ষ অভিজ্ঞ কারিগরের উপর এমনিতে আমাদের দক্ষ জনশক্তির অভাব। তদুপরি পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও উৎসাহ প্রদান হয়না। যে শ্রমিকেরা উৎপাদনের মূখ্য হাতিয়ার তাদের অভূক্ত বা অর্ধভূক্ত রেখে, তাদের ওপর নানা রকম আইনগত ও পদ্ধতিগত নির্যাতন করে কর্মকর্তা ও নেতারা বিলাসিতায় টইটম্বু হলে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে? শ্রমিকদের যে মজুরী দেয়া হয় তাদিয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরন হয় না। তদুপরি রাজনৈতিক অস্থিরতাও অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত করে। ক্ষমতাসীন সিবিএ এবং সরকার তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে শ্রমিক কারখানা ইত্যাদি ব্যবহার ও উৎপাদনে ঘাটতি শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম কারণ।

৪। ব্যাংক লোন ও বিদ্যুতের লোড সেডিং ঃ

বর্তমানে বিটিএম সি প্রায় ৫০০ কোটি টাকার অধিক ঋনগ্রস্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থেকে এ সকল লোন সুদের

ভিত্তিতে নেয়ায় প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা সুদের অংশ বর্ধিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিদ্যুত অপচয় ৪১% ভাগ। যার নজীর দুনিয়ার কোথাও নেই। এর কুপ্রভাব মিলকারখানাতেও পড়ে। প্রতিদিন অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে কর্মঘন্টা লস হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিদিন। অথচ দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ প্রয়োজন ১৪০০ মেগাওয়াট আর উৎপাদিত হচ্ছে ২০০০ মেগাওয়াট তবুও লোড শেডিং কেন হচ্ছে বুঝা মুশকীল।

৫। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে অভাবঃ-

বেকার সমস্যা, আরো উৎপাদন এবং উন্নয়ন পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। বিগত সরকারের আমলে যে মিলগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে বর্তমানে এর কতিপয় বাদে সবগুলোই বন্ধ। ফলে বন্ধ কারখানা সমূহের শ্রমিককর্মচারীরা বেকার, এই বন্ধ কারখানাও চাকরীচ্যুত শ্রমিকদের দায়িত্ব কি সরকারের নয়, তার ওপর বিগত ২১/৯/৯১ তারিখে বিটিএমসি ১লা অক্টোবর ৯১ থেকে ১১ টি মিল লে অফ করার নোটিস জারী করেছে। এর মধ্যে মনুটেকস, বেঙ্গল টেকস ও ফাইন কটন মিলও রয়েছে। উল্লেখিত মিলগুলো জুলাই ৮৮ থেকে জানুয়ারী ৮৯ পর্যন্ত সময়ে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা লাভ

করেছিল। প্রিয় পাঠক পাঠিকা একটু কষ্ট করে বিটিএমসি মাসিক "বস্ত্রবার্তা" খানির এক বছরের কপি গুলো পাঠকরুন, দেখবেন যে মিলটি বছরের প্রথমার্ধে লাভ করে সেটিই শেষার্ধে লোকসান দিয়েছে কিন্তু এর আসল কারণ কি?

৬। দেশপ্রেম ও নৈতিকতাঃ

যে কোনো দেশ বা জাতির উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি স্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরী। কিন্তু আমাদের দেশে যেন দেশ প্রেমের বড়ই অভাব। তাই প্রায় সর্বত্র যেন এটাই সর্বশেষ সুযোগ তাই কালক্ষেপন না করে আগের ঘুছানোতেই সবাই প্রতিযোগি। এই জন্য বাংলাদেশে যে জিনিষটির প্রয়োজন সর্বাধিক তা হলো, ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষা। দুনিয়ার সকল দেশেরই একটা নৈতিকতা রয়েছে। তারা কখনো ব্যক্তিকে জাতির ওপর প্রাধান্য দেয় না। প্রকৃত পক্ষে জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে, উন্নতি করে মর্যাদার আসন অর্জন করতে চাইলে ইসলামের নৈতিকতা ও দেশ প্রেমের ভিত্তিতে আমাদেরকে গড়ে উঠতে হবে।

উপসংহার ঃ

রোগ সারানোর জন্য মাথা কাটা নয় মাথা সুস্থকরার জন্য চিকিৎসা করাই বিধেয়। কিন্তু আমাদের সরকার দেশের শিল্প কারখানাও শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানারে পরিবর্তে দায়িত্বহীন ও অযোগ্যের মত বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে ভারমুক্ত হতে যাচ্ছেন। তাই আমাদের পরামর্শ হলেঃ–

ক) ঢালাও ভাবে বিরাষ্ট্রয়করণ বন্ধ করে লাভজনক প্রতিষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রিয় মালিকানায় রাখতে হবে।

খ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রকৃত শিল্প উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিদের নিকট ন্যায্যমূল্যে হস্তান্তর করতে হবে। সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীর চাকরীর নিশ্চয়তা বজায় রাখতে হবে।

গ) দেশীয় বস্ত্র ও সূতার বাজার সৃষ্টির পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং বিদেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লোকসান কমিয়ে আনা, উৎপাদিত পণ্য ও সূতার গুণ মান উন্নয়নের জন্য শ্রমিক– কর্মচারীদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য, অদক্ষ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী লোকদের অপসারন করে যোগ্য, সৎ ও ন্যায়পরায়ন এবং দেশ প্রেমিক লোকদের দায়িত্বপূর্ন কাজে নিয়োগ করতে হবে।

চ) চোরাচালান রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত পথে চোরাচালান রোধের জন্য দেশপ্রেমিক জনগণের সহায়তা গ্রহণ এবং সীমান্ত প্রহরীদের কার্যকরী ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ) দেশ প্রেমধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধে উজ্জিবিত করার জন্য সরকারী ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার তফাৎ কমিয়ে আনতে হবে। অধিক উৎপাদন শ্রমিকদের কারখানায় মালিকানা প্রদান ও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা নিশ্চিত করণ এবং শ্রমিক–মালিক পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভু– ভৃত্ত নয়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ন করার জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি–বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৯–৯০

– অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সন্মানিত সভাপতি ও প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা, জননেতা মুহতারাম মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধিমন্ডলী, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ ও আমার প্রাণ প্রিয় ডেলিগেট ভাইয়েরা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আমি এই পবিত্র মুহূর্তে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আঁদায় করছি মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি তাঁর অসীম করুণায় একদল মেহণতি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আন্দোলনে শামিল হওয়ার তওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি, যিনি পৃথিবীর প্রতিটি বান্দাকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার জন্য মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একটি নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে মানবতার স্থায়ী শান্তি ও মুক্তির গ্যান্টি দিয়েছেন। দ্বীন কায়েমের জন্য যুগে যুগে যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি, বিশেষ করে বাংলার জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার তরুণ কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের শহীদ ভাইদেরকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরন করছি এবং আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি। সূদুর টেকনাফ থেকে পঞ্চগড় পর্যন্ত বিভিন্ন কল–কারখানা ও পেশার খেটে খাওয়া শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কষ্ট স্বীকার করে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমন্ত্রিত মেহমান ও অতিথিবৃন্দকে জানাই শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।

বন্ধুগণ

আজ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চরম উন্নতির যুগে মানুষ যখন রকেটের সাহায্যে মহাশূন্য ভ্রমন করছে, মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে বসবাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, তখন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি বনি আদম অর্ধাহারে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। বৈজ্ঞানিকরা যখন অনুবীক্ষন যন্ত্র দ্বারা মহাশূন্যের ক্ষুদ্রতম বস্তু আবিস্কার করছে অথচ তাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মাটির পৃথিবীর অসহায় শ্রমজীবি মানুষের করুন অবস্থা ধরা পড়েনি। রেডিও টিভি আবিস্কারের মাধ্যমে মানুষের বানী মুহূর্তের মধ্যে সারা দুনিয়ায় পৌছে দেয়া হচ্ছে অথচ অসহায় শ্রমজীবি মানুষের করুণ আর্তনাদ শাসক ও মালিকদের কাছে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা হয়নি।

যে শ্রমিক কোটি কোটি মানুষের জন্য কাপড় তৈরী করছে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছেনা। যে শ্রমিক কোটি কোটি মানুষের জন্য ঔষধ তৈরী করছে, তার মৃত্যুর সময় মুখে তুলে দেয়ার মত ঔষধ পাচ্ছেনা। যে শ্রমিক সারা জীবন রক্ত পানি করে আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিকে প্রতিটি ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়েছে, হাজারো মিল কারখানা গড়ে তুলেছে, সে শ্রমিক চাকুরী শেষে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। তাহলে আধুনিক যুগের মতবাদ পুঁজিবাদ ও

সমাজবাদ নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করে মেহনতি মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করে স্বার্থপর শাসক ও বিত্তবানরা সৌভাগ্য রচনা করছে। মানবতা বিবর্জিত পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে অসহায় ও অধীনস্থ শ্রমজীবি মানুষের জন্য রয়েছে ঘৃণা, অবহেলা, বঞ্চনা, যুলুম ও নির্যাতন। মানব রচিত মতবাদ সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ মানব সমাজে শান্তির ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আজ পরিত্যক্ত এবং প্রত্যাখ্যাত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অব্যাহত ধ্বস দুনিয়ার সামনে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের মাহাত্ম্যের ঘোষণা দিচ্ছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা আজকের অশান্ত পৃথিবীর দাবী। ইসলাম মহান আল্লাহ পাকের এক অশেষ নেয়ামত। যুলুম ও বেইনসাফীর অবসান ঘটিয়ে মানবতার কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী পরিপুর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য ইসলাম নিখুত ও পরিপূর্ণ সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তেমনি অধীনস্থ শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে ভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে মালিক ও শাসকের পাশে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানব জাতিকে বাতিল মতবাদের ছোবল থেকে রক্ষা করে অসহায় মানুষের দ্বারে ইসলামের শান্তির ফল্গুধারা পৌছে দেয়ার শপথ নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আত্ম প্রকাশ করে। আধুনিক বিশ্বে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি চ্যালেঞ্জ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইতিপূর্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবি মানুষকে নিয়ে সংগঠন করার দৃষ্টান্ত নেই। তাই এ সংগঠন নতুন ইতিহাস সৃষ্টিকারী একটি ফেডারেশন। আল্লাহর রহমতে এ ফেডারেশন একটি বৈজ্ঞানিক কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে অন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে নৈতিক প্রভাব ও আদর্শিক আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। একদল মোজাহিদ কর্মী ও সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে গড়ে তুলেছে একটি দূর্ভেদ্য সংগঠন। সংগঠনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এর স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রিকৃত একটি জাতীয় ফেডারেশন।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সারাদেশব্যাপী ফেডারেশনের তৎপরতা মেহনতি মানুষের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে প্রতিদিনই চলছে। নিয়মিত কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্র, বিভাগ, অঞ্চল ও ইউনিটে সংগঠনকে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার বিভাগের সভাপতিদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত হন। এছাড়া বিভাগীয় উপদেষ্টা পরিষদ, পরামর্শ সভা, আঞ্চলিক পরিচালক, ইউনিট ইনচার্জ ও আঞ্চলিক পরামর্শ পরিষদ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ময়দানে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রত্যেক জেলায় শ্রম সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে।

দাওয়াতঃ

প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জিন্দেগী গ্রহণ করার জন্য মেহনতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়। বিগত দুই বছরে ২১১৫ টি সাধারণ সভা, ১৮৫ টি সমাবেশ, ২১০টি মিছিল, গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত ৯০০ টি, ২টি দাওয়াতী সপ্তাহ, ২৩ হাজার পরিচিতি বিলি, ৫১ হাজার পোষ্টারিং, ১ লক্ষ ৩৭ হাজার লিফলেট বিলি করা হয়। এসব দাওয়াতী প্রক্রিয়ার ফলে

৩০ হাজার শ্রমজীবি মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌছানো সম্ভব হয়েছে এবং ১৭ হাজার ৫শত মেহনতি মানুষ ইসলামের সুমহান দাওয়াত গ্রহণ করে ফরম পুরণ করেছে। এ ছাড়া ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ অন্যান্য জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, সি বি এ নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে মত বিনিময় করেন এবং সমস্যাদি সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন।

প্রশিক্ষণ ঃ

বাতিলের সর্বগ্রাসী ক্রোধ মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার এ কাফেলায় সামিল জনশক্তির জ্ঞান, চরিত্র, খোদাভীতি, নৈতিকতা ও যোগ্যতার অনুশীলনের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মীদের নৈতিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি পেশাগত, আইনগত দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের সাথে সাথে পূঁজিবাদ, সমাজবাদ,ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ, প্রচলিত শ্রমনীতি ও ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয় এবং জ্ঞান আহরনের জন্য সারাদেশে ২৮ টি শিক্ষাশিবির, ২১৮ টি শিক্ষা বৈঠক, ৭ হাজার কর্মী বৈঠক, ২ হাজার ৮ শত সামষ্টিক পাঠ, ২৮ টি পাঠচক্র ও ৮০ টি শব্বেদারী উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া কর্মীদের ব্যক্তিগত মাণ তত্ত্বাবধানের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সফর অব্যাহত রয়েছে। জেলা শ্রম সম্পাদকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয় প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা শিবিররের ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়নঃ

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, দূর্নীতি, নৈরাজ্য ও আঞ্চলিকতার কালো অধ্যায় অতিক্রম করে শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন ট্রেড ইউনিয়নে এক নুতন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

মজুরী কমিশন ও পে– কমিশন বাস্তবায়ন, নুন্যতম মজুরী দুই হাজার টাকা, শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আইন এর ১৯ (ক) ধারাসহ সকল কালাকানুন বাতিল, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ '৮৯ জারির প্রতিবাদ, বন্ধ মিল কারখানা খুলে দেওয়া, চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরিতে পূনর্বহাল, বেকার কর্মক্ষম লোকদের চাকুরীর ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিরোধ, মহার্ঘ ভাতা প্রদান, ঢালাওভাবে হোল্ডিং কোম্পানী না করা, হোটেল শ্রমিকদের রমজানে বেতন ও বোনাস প্রদান, স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন ইত্যাদি দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। এ উপলক্ষে ৪১০ টি গেট মিটিং, ১৮৫ টি সমাবেশ, ২১০ টি দাবী নামা ও কেন্দ্রীয়ভাবে ২৫০টি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ফেডারেশনের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সারাদেশের বিভিন্ন মিল কারখানায় প্রায় ১৮০ জন শিবির নেতা বিভিন্ন পদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ইতিপূর্বে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট যে ৮দফা দাবীনামা পেশ করেছিল তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রী, শ্রম পরিচালক, জাতীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক নেতাদের সাথেও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়। ঢাকার আল–ফালাহ্ মিলনায়তনে জাতীয় ও সিবিএ –এর শ্রমিক নেতাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৬০ জন শ্রমিক নেতা উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে সশস্ত্র দুর্বৃত্তেরা খুলনা বিভাগীয় অফিসে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও পবিত্র কোরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ করে এবং সীরাতুন্নবী (সাঃ) মিছিলে হামলা চালায়। এতে বাতিলের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সুবিধাভোগী ও দালালী চরিত্রের মোকাবেলায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ সততা ও যোগ্যতার সাথে ইসলামী শ্রমনীতির সংগ্রামে শ্রমিক সমাজের আস্থা অর্জনে এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

শ্রমিক সেবাঃ

অভাবী, চাকুরিচ্যুত,রোগগ্রস্থ, দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ও অসহায় মেহনতি মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের স্থায়ী কর্মসূচী এবং ইহাকে একটি ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফেডারেশনের সেবাধর্মী কাজ সারা বছর অব্যাহত থাকে। জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকল মেহনতি মানুষের সেবা ও কল্যাণই হচ্ছে ফেডারেশনের তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য। সারাদেশে ফেডারেশনের ৬চি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ৪টি কোরআন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ৪টি বিনামূল্যে চিকিৎসালয় রয়েছে। এ ছাড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ, চাকুরিচ্যুত, রোগাক্রান্ত এবং আইনগত সাহায্য বাবদ ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। গরীব ও অসহায় শ্রমিকদেরকে কর্জে হাসানা দেয়া হয়েছে ৮০ হাজার টাকা। গরীব রিক্সা শ্রমিকদের মাঝে ১৪টি রিক্সা বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ শে এপ্রিলের ইতিহাসের ভয়াবহতম ঘূর্নিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মধ্যে নগদ ১লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, এ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও জামা কাপড় বিতরন করা হয় এবং ২৩ টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়। কয়েক হাজার ইসলামী বই, কোরআন ও হাদীস মেহনতি মানুষের মধ্যে বিতরন করা হয়। ঈদের সময় গরীব শ্রমিকদরে নতুন কাপড় সহ ঈদের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দ্বি–বার্ষিক সম্মেলনঃ

প্রত্যেক দুই বছর অন্তর ফেডারেশনের দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ সম্মেলনে উপস্থিত কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। ১৯৮৯ সালের ৩১শে মার্চ বিগত দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম মওলানা মতিউর রহমান নিজামী। এ সম্মেলনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

সংগঠনের আয়ের উৎসঃ

সাধারণত অন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোতে দেখা যায় কর্মীদের থেকে চাঁদা তোলা হয়না বরং সংগঠনের ফান্ড খরচ করেই কর্মীদের কাজে লাগানো হয়। তাই ধনী ব্যক্তিরাই সংগঠনের নেতা সেজে বসেন। কিন্তু শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ফেডারেশনের সদস্য, কর্মী ও সক্রিয় সমর্থকেরা তাদের মাসিক আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতিমাসে নিয়মিত ফেডারেশনের বায়তুল মালে দান করে থাকে, অর্থাৎ কর্মীদের আর্থিক কোরবানীই ফেডারেশনের আয়ের মূল উৎস। মেহনতি শ্রমিক কর্মীরা প্রতিমাসে যে আর্থিক কোরবানী করেন তা দিয়েই গোটা সংগঠনের নিয়মিত কাজ পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জান–মাল খরচ করার যে নির্দেশ আল–কোরআনে

রয়েছে তার উপর সদস্য ও কর্মীদেরকে আমল করার জন্য ফেডারেশন গুরুত্বের সাথে তাকিদ দিয়ে থাকে।

জাতীয় সমস্যায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভূমিকাঃ

শ্রমিক-ছাত্র-জনতার দীর্ঘ লড়াইয়ের পর দেশ ও জাতি স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের শুভলগ্নে দেশবাসী স্বস্তি ও মুক্তির প্রত্যাশায় কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে, জাতীয় রাজনীতিতে চলছে চরম সন্ত্রাস, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও নৈরাজ্য। শিক্ষাংগনগুলো পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের লীলা ভূমিতে। জাতির দুষমন সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্রে বন্ধ হয়েছে দেশের বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এমতাবস্থায় সরকার অবোধ শিশুর মত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে সন্ত্রাসী, চোরাচালানী, হাইজ্যাকার ও লুটপাটের নায়কদের ভয়ে। সুদ, ঘুষ, দূর্নীতি, মজুতদারী ও কালোবাজারী চলছে অবাধ গতিতে। চাল, ডাল, তেল, বিদ্যুৎ, কাগজ-কালিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। যারফলে জনজীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে। হত্যা ও রাহাজানী নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশের সীমানা কালোবাজারীর বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং বাংলাদেশের বাজার বিদেশের পণ্যের বাজারে সয়লাভ হয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন মুসলমানের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বিদেশের অপসংস্কৃতি প্রসারের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জাতির প্রতিটি সমস্যায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। ফেডারেশনের সভাপতি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলের সেক্রেটারী হিসাবে সংসদের ভিতরে ও বাহিরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। জাতীয় সমস্যাকে সামনে রেখে সংসদে যে কয়েটি কমিটি গঠন করা হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যেমন-

১। একাদশ/দ্বাদশ সংশোধনী বিল বাছাই কমিটি।

২। সংসদ কমিটি

৩। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

৪। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথককরণ সংক্রান্ত বিলের বাছাই কমিটি।

৫। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি।

৬। ইনডেমনিটি সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি।

বিভিন্ন কমিটিতে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা গোটাজাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। ফেডারেশন সারা দেশে জাতীয় দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অন্যায়ের প্রতিবাদে মিছিল, মিটিং, পত্রিকায় বিবৃতি ও আন্দোলন সারা বছর অব্যাহত রেখেছে। সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ আল-কোরআনের নির্দেশের অনুকুলে ফেডারেশনের কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সত্যের সৈনিক ভায়েরাঃ

ইসলাম পৃথিবীর জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সত্যের দুষমনেরা ইসলামের শান্তি ও কল্যাণ মানুষের দ্বারে পৌছে যাক তা চায়না। তাই মানবতার

দুষশনদের আবুজেহেল–আবুলাহাব, ফেরাউন,নমরুদের উত্তরসূরীদেরকে প্রতিহত ও মোকাবেলা করে ইসলামের শান্তি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেয়ার এ দায়িত্ব আল্লাহর বান্দা ও সৈনিকদেরকে গ্রহণ করতে হবে। এ মহান লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জন্ম। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি তারাও এ সংগঠনের সদস্য, কর্মী ও সমর্থক। আপনাদের ত্যাগ কোরবানী ও সার্বিক প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করছে এ সংগঠনের সফলতা। আমরা যদি সত্যিকার নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি, তাহলে শুধু বাংলাদেশেই নয়, মেহনতি মানুষের এ সংগঠন সারা দুনিয়ায় ইসলামী বিপ্লবের সফলতার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আশা করি ফেডারেশনের ১৯৯১ ইং সনের দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আর এক ধাপ এগিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এ সম্মেলন থেকে আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ব এবং প্রতিটি মেহনতি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহবান করে তাদেরকে সংগঠিত করে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলব। আজকের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, সুধী মন্ডলী, সদস্য ও কর্মী ভায়েরা এবং যাদের সহযোগিতায় এ সম্মেলন সফলতা লাভ করলো তাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম পুরস্কার কামনা করছি। আমাদের বিগত সেশনের কার্যক্রমের মধ্যে যতটুকু সফলতা দেখতে পেয়েছেন সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং যতটুকু ভুল–ত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে তার সবটুকু আমাদের দুর্বলতা, সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমিন।।

ডেল্টা প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ

সকল প্রকার প্লাষ্টিক তৈজষপত্র
ও পাটকলের খুচরা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত
ও সরবরাহ কারী।

অফিস ২৬/এ, নর্থ সাউথ রোড,
সিদ্দিকবাজার, ৪র্থ তলা,ঢাকা
ফোনঃ ২৪১৬৬৭
কারখানা–প্লট–১৩–১৫, ব্লক–ক,
রুপনগর–শি/এ মিরপুর,ঢাকা
ফোনঃ ৩৮ ০১ ৮৫

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সাংগঠনিক তৎপরতাঃ

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক ঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক যথাক্রমে গত ১৩ই মার্চ, ১লা মে, ১লা আগষ্ট এবং ২০শে সেপ্টেম্বর '৯১ ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি।

এসব সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সর্ব জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ (প্রাক্তন এমপি), অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, এম এ তাহের, মওলানা এবিএম হাবিবুরর রহমান, আবুল কালাম আযাদ ও জনাব কবির আহমদ মজুমদার প্রমুখ।

সভায় পে কমিশনে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতি রেখে শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন বেতন দুই হাজার টাকা ধার্য করা, লে-অফ, লক আউটসহ সকল বন্ধ মিল কলকারখানা অবিলম্বে চালু, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি রোধ, ঘূর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ৩ মাসের বেতনের সমপরিমাণ রিলিফ হিসাবে প্রদান, চামড়া শিল্পের ওয়েটব্লু রফতানিকারক কারখানাগুলো চালু করে এ শিল্পে নিয়োজিত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ও এদের পরিবার-পরিজনদের রক্ষা করা এবং টারমিনেশন ১৯ (ক) ধারাসহ সকল কালাকানুন বাতিলসহ কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা যথাক্রমে গত ১লা মে এবং ১১ই অক্টোবর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪৩৫, বড় মগবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ফেডারেশনের সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলের সচিব এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি এবং খুলনা বিভাগীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি মওলানা এবিএম হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এসব সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সহ সভাপতি সর্বজনাব এম এ তাহের, মওলানা এবিএম হাবিবুর রহমান, আবুল কালাম আযাদ, কবির আহমদ মজুমদার এবং জনাব আরকান আলী, সহ সাধারন সম্পাদক যথাক্রমে সর্বজনাব আনিসুজ্জামান আলমগীর, আবু মুহাম্মাদ সেলিম, জনাব আব্দুল গনি, আইন আদালত সম্পাদক জনাব আবু তাহের খান, প্রচার সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন খান পাঠান, কোষাধ্যক্ষ জনাব খায়রুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য সর্বজনাব এস,এম আব্দুল হাই, মুহাম্মদ উল্লাহ, মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, শফিকুর রহমান এবং জনাব নুরুজ্জামান আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

০ ফেডারেশনের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসন ও দখলদারীর বিরুদ্ধে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী বাকশালী চক্রের মদদপুষ্ট ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল এবং জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিযামীর উপর হামলার প্রতিবাদে এবং অগণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে তিনটি সমাবেশ বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পরে বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াত সংসদীয় দলের সচীব এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসব সভা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ওয়ামী ও ইফসুর দক্ষিণ এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় ডাইরেক্টর, প্রাক্তন ছাত্রনেতা ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের, সর্ব জনাব কবির আহমদ মজুমদার, এস এম আবদুল হাই, মোহাম্মদ উল্লাহ, সফি উল্লাহ, মুহাম্মদ সুলায়মান, এ বি এম ছালেহ এবং আবদুর রহমান প্রমূখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বিভাগীয় দ্বি–বার্ষিক সম্মেলনঃ

০ চট্টগ্রাম বিভাগঃ গত নভেম্বর '৯০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্রগ্রাম বিভাগীয় দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন বিভাগীয় সভাপতি জনাব এম এ তাহের–এর সভাপতিত্বে ওয়াজি উল্লাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি, জামায়াত সংসদীয় দলের সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মওলান সামছুদ্দিন, আমিনুল হক, অধ্যক্ষ মওলানা আবু তাহের, অধ্যাপক আহছান উল্লাহ, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, জনাব ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সর্ব জনাব আরকান আলী এবং আবু তাহের খান, সফিউল্লাহ ও জনাব আবদুল গনি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় এম এ তাহেরকে সভাপতি এবং জনাব ইকবাল হোসাইন খান পাঠানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

০ রাজশাহী বিভাগীয় দ্বি–বার্ষিক সম্মেলনঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগীয় দ্বি–বাষিক সম্মেলন গত ২০শে নভেম্বর '৯০ রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে আল–আমীন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি এবং জামায়াত সংসদীয় দলের

সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি, জামায়াত কর্ম পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মজিবুর রহমান(প্রাক্তন এম পি) এবং রাজশাহী বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক আবু মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি এবং জনাব আবু মুহাম্মদ সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়।

০ খুলনা বিভাগীয় দ্বি– বার্ষিক সম্মেলনঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা বিভাগীয় দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন গত ১৮ ই অক্টোবর বিভাগীয় সভাপতি মওলানা এবি এম হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে খালিশপুরস্থ প্লাটিনাম জুট মিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াত সংসদীয় দলের সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াত খুলনা মহানগরী আমীর এডভোকেট আনছার উদ্দিন হেলাল, খুলনা বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক মিয়া গোলাম পরোয়ার ও মোহাম্মাদ শফিকুল ইসলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে মওলানা এবিএম হাবিবুর রহমানকে সভাপতি এবং মিয়া গোলাম পরোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট খুলনা বিভাগীয় কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৯০ এবং দ্বি–বার্ষিক সম্মেলন এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি জনাব আরকান আলীর সভাপতিত্বে ২৭শে ফেব্রুয়ারী '৯০ চট্টগ্রামস্থ ওয়াজী উল্লাহ মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জননেতা জনাব আববাস আলী খান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সভাপতি এবং জামায়াত সংসদীয় দলের সচীব এডভোকেট শেখ আনছার আলী, জামায়াত কর্মপরিষদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ (প্রাক্তন এমপি)।

সম্মেলনে জনাব আরকান আলীকে সভাপতি এবং জনাব আবু তাহের খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া ঢাকা শাখা সভাপতি সৈয়দ শরীফের সভাপতিত্বে গত ২৮শে আগষ্ট কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে এক শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি জনাব আরকান আলী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু তাহের খান।

ফেডারেশনের সভাপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সম্বর্ধনা প্রদানঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি শ্রমিক নেতা এডভোকেট শেখ আনছার আলী সাতক্ষীরা জেলার তালা–কলারোয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে

নির্বাচিত হওয়ায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিসে, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ, ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন, ডেমরা, নারায়নগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এসব সম্বর্ধনায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ, সংসদ সদস্য শাখাওয়াত হোসাইন, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, সর্বজনাব এবিএম হাবিবুর রহমান, এম, এ তাহের, আবুল কালাম আযাদসহ আরো অনেক শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সম্বর্ধনায় ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, শ্রমিক ময়দানে সমস্যা দুর করার জন্যে ফেডারেশন কর্মীসহ সকল শ্রমজীবি মানুষকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হতে হবে। তিনি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ফেডারেশনের কর্মীদের অগ্রনী ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

ফেডারেশনের ত্রাণ তৎপরতাঃ

কেন্দ্রীয় সভাপতি গত ২৯শে এপ্রিল '৯১ সর্ববৃহৎ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য সকল বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করলে রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগ নগদ টাকা, পুরানো ও নতুন কাপড়, লুঙ্গি,ওষুধ, শুকনো খাওয়া, প্লেট, মগ, গ্লাসসহ নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন পথে চট্টগ্রাম পৌছানো হয়। চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি জনাব এম এ তাহের এসব জিনিসপত্র গ্রহণ করেন।

গত ১১ই মে তারিখে ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি'র নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ টীম চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে রওয়ানা হয়।

ফেডারেশনের সভাপতি ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যে পতেঙ্গা, কক্সবাজার, মহিষখালী, কুতুবদিয়া সফর করেন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন। তার সাথে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, রাজশাহী জামায়াতে ইসলামীর মহানগরী আমীর জনাব আতাউর রহমান চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম,এ তাহের, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব এস,এম আব্দুল হাই ও জনাব মুহাম্মদ উল্লাহ, ছাত্র শিবিরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হামিদ হোসাইন আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাহায্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকও চট্টগ্রাম সফর করেন এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

সাংগঠনিক পক্ষঃ

ফেডারেশন জুন মাসের ৩ থেকে ১৭ তারিখ সারাদেশে সাংগঠনিক পক্ষ পালন করে।

সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগ সফর করেন।

তাঁরা সারাদেশের ফেডারেশনের সদস্যদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন।

মে'দিবস পালনঃ

বাংলাদেশে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সারাদেশে মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সাথে পালন করে। এ উপলক্ষে ফেডারেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে মে'দিবসের উপর আলোচনা সভা, সেমিনার ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ফেডারেশন সভাপতির বিদেশ সফরঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার এমপি গত -- তারিখে লিবিয়ার আদ-দাওয়া সংস্থার আমন্ত্রণে লিবিয়ার ত্রিপলী সফর করেন।

ইসলামী শ্রমনীতি শীর্ষক সেমিনারঃ

১৯৯০-এর ১৯শে মে ওয়াপদা মিলনায়তনে ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইসলামী শ্রমনীতি শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সেমিনার বাংলাদেশে এই প্রথম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের তদানিন্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বেরিষ্টার মওদুদ আহমদ। সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আতাউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ সালাউদ্দিন, জাতীয় বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনা কমিশন। এম আজিজুল হক, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। আলোচনায় অংশ নেন ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এমপি, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, বেরিস্টার আবদুর রাজজাক, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ডঃ আবুবকর রফিক, ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের, তাজুল ইসলাম, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান প্রমুখ।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডি, এফ চৌধুরী, বর্তমান শ্রম পরিচালক। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কমডোর আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এবং তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আ.ফ.ম. ইয়াহিয়া, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ডি আই টি এবং প্রাক্তন পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

খুলনা ফেডারেশন অফিসে হামলার প্রতিবাদঃ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা অফিসে আওয়ামী বাকশালী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সন্ত্রাসীরা অফিসের আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর এবং পবিত্র কোরআন ও ইসলামী বইপত্রে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ইতিহাসের নজিরবিহীন নক্যারজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য যে অপরাধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তার প্রতিবাদে ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ বিক্ষোভ মিছিল, সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়।

সীরাত মাহফিলঃ

ফেডারেশনের পরিকল্পনা মোতাবেক খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে সীরাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাশিবিরঃ

ফেডারেশনের উদ্যোগে জিলা শ্রম সম্পদকদের এক শিক্ষাশিবির কেন্দ্রীয়ভাবে আল-ফালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ঢাকা,চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় ভিত্তিতে ৪টি শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক জনসভাঃ

ফেডারেশনের উদ্যোগে ডেমরার গোদারাঘাটে এক শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জামায়েতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ঢাকা মহানগরী আমীর জনাব আবদুল কাদের মোল্লা এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি।

শ্রমিক স্বার্থে সংসদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি'র ভূমিকাঃ

ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী একক শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমকি কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুপ্রিম কোর্ট এর বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম পি বিগত ২৭ শে ফেব্রুয়ারী '৯১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষিরা জেলার তালা- কলারোয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি সংসদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার সর্ম্পকে যা যা বলেছেন এবং করেছেন এর কতেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক-কর্মচারী ভাইদেরকে জানানো প্রয়োজন মনে করে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে তিনি শ্রমিক-কর্মচারীদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরে মিল কল-কারখানা বন্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, চট্টগ্রামের সুলতানা, নোয়াখালীর ডেল্টা, চাঁদপুরের ডব্লিউ রহমান, মাদারীপুরের হাওলাদার জুট মিল, সিরাজগঞ্জের স্পিণিং মিলসহ আরো অন্যান্য কল-কারকানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে। এদিকে নজর দিতে হবে।

১৯৮২ সাল থেকে নব্বই সাল পর্য্যন্ত বিগত নয় বৎসরের স্বৈরাচার বিরোধী গণ আন্দোলনে শ্রমিক-কর্মচারীদের অবদানের কথা স্বরন করে শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন এর সভাপতি বলেন, আজকে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের আন্দোলনকেও স্বরন করতে হবে। আদমজীতে যে ভাবে শ্রমিকরা প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা স্মরন রাখা উচিত।

ইরাক কর্তৃক কুয়েত আগ্রাসনের কারণে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের যে সব শ্রমিক দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাদের দুঃখ কষ্টের কথা স্মরন করে শ্রমিক নেতা বলেন, ইরাক কুয়েতকে আক্রমন কালে একদল শ্রমিক দেশে চলে এসেছে তাদের পূনর্বাসন এর ব্যবস্থা এই সরকার করবেন এবং তাদেরকে বিদেশে পুনঃপাঠানোর জন্য ব্যবস্থা নেবেন বলে আমি আশা করি।

চিনি কলে আখ সরবরাহকারী চাষীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চিনি কলে আখ সরবরাহ করলে আখের উপর মন প্রতি ১২ পয়সায় স্থলে ২৫ পয়সা কর প্রস্তাব করে সুগার সেস এ্যাক্ট সংশোধন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাহার যুক্তিপুর্ণ প্রতিবাদের মুখে সরকার আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। যদি আখের মন প্রতি কর বৃদ্ধি করা হত তাহলে চিনি কলগুলি ও এর শ্রমিকেরা সংকটের মধ্যে পতিত হত। শিক্ষা প্রতিষ্টানে সন্ত্রাস প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে বন্ধ মিল কারখানা ও শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোন একটা ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদের পাঠশালা ও পাঠকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এটা রুখতে হবে।

সরকার সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন খর্ব করার লক্ষে একটা আইন পাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে এডভোকেট শেখ আনছার আলী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক্রমে উক্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যবস্থা করেণ। শুধু তাই নয়, সংসদে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা ও নানাবিধ প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর সভাপতি এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় পাটমন্ত্রী সংসদকে জানান, দেশে নয়টি পাটকল বন্ধ হয়ে আছে। প্রকৃত পক্ষে দেশে আরো নয়টিরও বেশী পাটকর বন্ধ হয়ে আছে। অনেক পাটকলে তিন শিফ্‌ট-এর স্থলে দুই শিফ্‌ট চালু আছে। নানাবিধ কারণে চালু শিফ্‌টে ও কোন কোন ডিপার্টমেন্ট লে- অফ থাকে।

সংসদে শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যায্য পে- স্কেল অবিলম্বে প্রদানের জন্য তিনি জোর দাবী জানান। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায়, শ্রমিক সমাবেশ ও সভায় মজুরী কমিশন গঠন করে অনতিবিলম্বে তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিশেষ দাবী তুলেন।

সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনায়

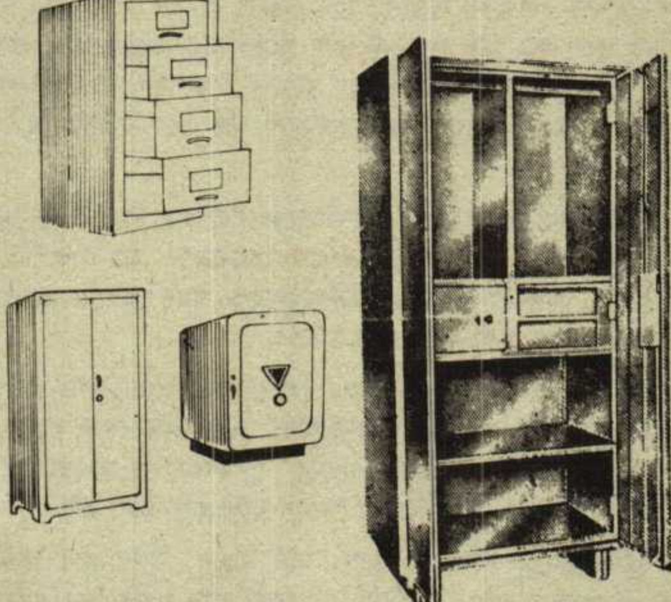

মেসার্স ডায়মন্ড ষ্টীল কিং

সাধারণ ব্যবসায়ী অর্ডার সরবরাহকারী ও সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যাবতীয় ষ্টীল ও উড ফার্নিচার প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

প্রোঃ মোঃ শাহজাহান সরকার

স্কুইব রোড, চেরাগ আলী মার্কেট টংগী. গাজীপুর ফোন- ৬৯০৩১২

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (১৯৮৩–র জুন পর্যন্ত) ILO– আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিভিন্ন কনভেনশন

কনভেনশন	নং	১	কলকারখানায় শ্রম সময় সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯১৯
কনভেনশন	নং	৪	নৈশকালীন চাকুরী(মহিলা) কনভেনশন ১৯১৯
কনভেনশন	নং	৬	কলকারখানায় তরুনদের নৈশকালীন চাকরি কনভেনশন ১৯১৯
কনভেনশন	নং	১১	সংগঠনের অধিকার (কৃষি) কনভেনশন ১৯২১
কনভেনশন	নং	১৪	কলকারখানায় সাপ্তাহিক বিশ্রাম কনভেনশন ১৯২১
কনভেনশন	নং	১৫	ন্যূনতম বয়স(টিমার ও ষ্টোকার) কনভেনশন ১৯২১
কনভেনশন	নং	১৬	তরুণ বয়স্কদের ডাক্তারী পরীক্ষা(সমুদ্র) কনভেনশন ১৯২১
কনভেনশন	নং	১৮	শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ(পেশাগত ব্যধি) কনভেনশন ১৯২৫
কনভেনশন	নং	১৯	চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম আচরণ(দুর্ঘটনায় ক্ষতিপুরণ)কনভেনশন ১৯২৩
কনভেনশন	নং	২১	বহিরাগতদের পরিদর্শন কনভেনশন ১৯২৬
কনভেনশন	নং	২২	নাবিকদের চুক্তিনামা কনভেনশন ১৯২৬
কনভেনশন	নং	২৭	ওজন নির্ধারণ(জাহাজে প্রেরিত মালামাল) কনভেনশন ১৯২৩
কনভেনশন	নং	২৯	জবরদস্তি শ্রম কনভেনশন ১৯৩০
কনভেনশন	নং	৩২	দুর্ঘটনায় নিরাপত্তাবিধান (ডক–কর্মী) (সংশোধিত) কনভেনশন ১৯৩২
কনভেনশন	নং	৪৫	ভূ–গহ্বরে চাকরি(মহিলা) কনভেনশন ১৯৩৫
কনভেনশন	নং	৫৯	কলকারখানায় ন্যূনতম বয়স(সংশোধিত) কনভেনশন ১৯৩৭
কনভেনশন	নং	৮০	চূড়ান্ত ধারা (সংশোধিত) কনভেনশন ১৯৪৬
কনভেনশন	নং	৮১	শিল্প ও বাণিজ্য শ্রম তদারকি কনভেনশন, ১৯৪৭
কনভেনশন	নং	৮৭	সংগঠনের স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন ১৯৪৮
কনভেনশন	নং	৮৯	মহিলাদের নৈশকালীন চাকরির (সংশোধিত) কনভেনশন,১৯৪৮
কনভেনশন	নং	৯০	কলকারখানায় তরুনদের নৈশকালীন চাকরীর কনভেনশন (সংশোধিত), ১৯৪৯.
কনভেনশন	নং	৯৬	বিনামূল্যে সেবারত কর্মসংস্থান এজেন্সি কনভেনশন (সংশোধিত), ১৯৪৯
কনভেনশন	নং	৯৮	সাংগঠনিক ও সমবায়ভিত্তিক আদানপ্রদানের অধিকারের কনভেনশন, ১৯৪৯
কনভেনশন	নং	১০৫	বাধ্যতামূলক শ্রম উচ্ছেদ, কনভেনশন ১৯৫৭
কনভেনশন	নং	১০৬	সাপ্তাহিক বিশ্রাম(বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও অফিস) কনভেনশন ১৯৫৭
কনভেনশন	নং	১০৭	স্থানীয় ও আদিবাসী জনসংখ্যা কনভেনশন ১৯৫৭
কনভেনশন	নং	১১১	পক্ষপাতিত্ব(কর্মসংস্থান ও বৃত্তির ক্ষেত্রে) কনভেনশন ১৯৫৮
কনভেনশন	নং	১১৬	চূড়ান্ত আইনবিধি সংশোদিত কনভেনশন, ১৯৬১
কনভেনশন	নং	১১৮	ব্যবহারে সাম্য (সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে)কনভেনশন,১৯৬২
কনভেনশন	নং	১৪৪	ত্রিপাক্ষিক আলাপ–পরামর্শ (আন্তর্জাতিক শ্রমমান) কনভেনশন,১৯৭৬
কনভেনশন	নং	১৪৯	নার্সদের কনভেনশন, ১৯৭৭

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি–বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করে আধুনিক প্রকাশনী তার অগণিত পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছে তার দেড় শতাধিক গ্রন্থরাজির কয়েকটিঃ–

* তাফহীমুল কুরআন ১–১৯ খণ্ডে
* তাফহীমুল কুরআন ১–৬ খণ্ডে
* সহীহ আল বুখারী ১–৬ খণ্ডে
* সীরাতে সরওয়ারে আলম ১–২ খণ্ডে
* আসান ফিকাহ্ ১–২ খণ্ডে
* পঞ্চাশ জন সাহাবী ১–২ খণ্ডে
* তরজুমায়ে কুরআন মজিদ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)
* সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং
* ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
* ইসলাম পরিচিতি
* ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা
* ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা
* ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
* খেলাফত ও রাজতন্ত্র
* ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ
* উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান
* মহিলা সাহাবী
* পিতা মাতা ও সন্তানের অধিকার
* সংগ্রামী নারী
* কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা
* মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
* মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
* The Meaning of the Quran (1 Vol)
* আল জিহাদ
* ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
* ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
* আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব
* তাকদীরের হাকিকত
* ইসলামী আইনের কার কি লাভ ক্ষতি
* ইসলামে শক্তির উৎস
* খতমে নবুয়াত
* রোজার মৌলিক শিক্ষা
* আজকের দুনিয়াই ইসলাম
* নবীর কুরআনী পরিচয়
* মাহে রমজানঃ কুরাআন ও তাকওয়া
* ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ
* অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
* ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন
* যুক্তির কষ্টি পাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ
* নবী জীবনের আদর্শ
* আদর্শ মানব
* নবী জীবনের বৈশিষ্ট্য
* ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন
* মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে
* মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা
* হযরত আবু বকর (রাঃ)
* এছাড়াও ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থরাজী পাওয়া যায়।

প্রধান কার্যালয় ও বিক্রয় কেন্দ্র

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০ ফোনঃ ২৫১৭৩১

বিক্রয় কেন্দ্রঃ
আদর্শ পুস্তক বিপনী
১০, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা–১০০০

বিক্রয় কেন্দ্রঃ
৪৩, দেওয়ানজিপুকুর লেন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
৫৫, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।

Sadharan Bima
Corporation's
Country-wide
Net-work

CONTROLLING OFFICES
AND BRANCHES

DHAKA ZONE
with 19Nos. of Branches
CHITTAGONG ZONE
with 13Nos. of Branches
NARAYANGANJ ZONE
with 7Nos. of Branches
RAJSHAHI ZONE
with 21Nos. of Branches
KHULNA ZONE
with 24Nos. of Branches
COMILLA ZONE
with 20Nos. of Branches
MYMENSHINGH ZONE
with 9Nos. of Branches
SYLHET ZONE
with 8Nos. of Branches

Bangladesh's No.1 insures your risk

Only General Insurance Co. in the nationalised sector
SADHARAN BIMA CORPORATION
The Symbol of Economic Security.

ARTIFACT

Phone: 315492
815285
382554.

CHITTAGONG TIMBER DEPOT &SAW MILL

GENERAL TIMBER MERCHANT &
ORDER SUPPLIERS
178/A, EAST TESTURI BAZAR,
TEJGAON, DHAKA-15

সম্মেলনের সাফল্য কামনায়

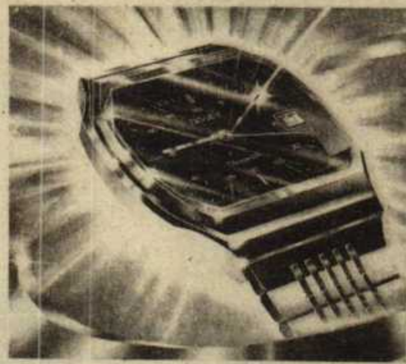

মুশফিক ট্রেডার্স

সর্বপ্রকার ঘড়িমেরামত ও
ফটোষ্ট্যাটের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুঃ আনিছুর রহমান

১৬২/৪ শান্তিনগর বাজার
ঢাকা

"শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই
তার মজুরী পরিশোধ কর"
—আল হাদিস

* মোহাম্মদী ইন্টারন্যাশনাল
* আদনান ইন্টারন্যাশনাল

প্রথম শ্রেণীর সরকারী কন্ট্রাক্টর

নূর উদ্দীন আহমদ

বর্তমান ঠিকানাঃ ৭১/ই ন্যাশনাল ষ্টেডিয়াম,
ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানাঃ লালপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

সর্বাধুনিক ডিজাইনের রকমারী
আর.সি,সি, হ্যান্ডমেড ও মেশিনমেড
পাইপ, ভেন্টিলেটার ফিটিংস এবং কুয়ার
চাক পাইকারী ও খুচরা সরবরাহের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মোঃ হাফেজ এন্ড ব্রাদার্স

MD. HAFEEZ & BROTHERS

২৪৯/১, এ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

যে কোন জটিল ও পুরাতন রোগীর
সুচিকিৎসা ও সুপরামর্শের জন্য

হোসেন হোমিও হল

ডাঃ এস,এম শামসুল হক বি,এস,সি,
ডি,এইচ, এম এস. (ঢাকা) রেজিনং ৬৬৫৩

৬নং রাযতুল আমান জামে মসজিদ মার্কেট
স্কুইব রোড, চেরাগ আলী মার্কেট
পোঃ নিশাতনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।

বিঃদ্রঃ পরবর্তী সময় ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে আনিবেন।

ফোনঃ ৫০ ৬৯ ২৪
50 69 24

সম্মেলনের সাফল্য কামনায়

সুপার নাইক্রমতার, কারবন ও
যাবতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের
সরবরাহকারী।।

লাকী ইলেকট্রিক ষ্টোর
Lucky Electric store

৬০ নবাবপুর রোড ঢাকা-১১০০
ফোন - ২৩১৪০৮

সকল প্রকার আধুনিক স্বর্ণালঙ্কারের জন্য
প্রসিদ্ধ।
অর্ডার যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

রাজধানীজুয়েলার্স
RAJDHANI JEWELLERS

১২১, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা- ১২০৫
সোমবার অর্ধদিবস ও মঙ্গলবার পূর্ণ বন্ধ।

আমদানীকৃত সিমেন্ট জাহাজ হইতে
সরাসরি পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

আব্দুল হাই এন্ড ব্রাদার্স

প্রধান অফিস ঃ ২/এ/এ, মাজার রোড,
গাবতলী
মিরপুর, ঢাকা, ফোনঃ ৮০১৭০২

ব্রাঞ্চ অফিসঃ আমিন বাজার ঘাট, মিরপুর
ব্রিজ, ঢাকা।
ফোনঃ অফিসঃ ৩৮০৪২৫
বাসা ঃ ৩৮০২২২

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
সম্মেলনের সাফল্য কামনায়

মেসার্স সুমা এন্টার প্রাইজ
যাবতীয় ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈরীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
৫১/২, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

উন্নত মানের শুকনা মাছ রপ্তানীর
নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান

মেসার্স মেরিন ফিশ এক্সপোর্ট লিঃ
লাল ভবন,
(ডি,আইটি এক্সটেনশন রোড),ঢাকা।

বাংলার নৌ পথে যাত্রী চলাচল এবং পণ্য
পরিবহণে একটি বিশ্বস্ত নাম

বি-আই-ডব্লিউ-টি-সি

আমাদের বৈশিষ্ট্য ঃ
(ক) নৌ পথে আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করণ
(খ) দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সংগে পণ্য পরিবহণ
(গ) উপকূলীয় এলাকার যাত্রী সাধারণের জন্য
(ঘ) আরিচা ও সিরাজগঞ্জ সেক্টরে ফেরী যোগে বিভিন্ন ধরণের যানবাহণ পারা পার সুনিশ্চিত করণ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ করপোরেশন,
৫,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা -১০০০।
ফোনঃ ২৩ ৫০ ৩১-৩৫

ইসলামী শ্রমনীতি চালু করতে হবে-
৭৮৬
সুখবর! সুখবর!

উইনার গার্মেন্টস
WINNER GARMENTS

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস এর সার্ট, গেঞ্জী এবং সবধরনের পোষাক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

প্রোঃ মোঃ ইয়াছিন মোল্লা
২৩/২৪ আদর্শ মিউঃ বিকল্প হকার্স মার্কেট
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০ (ফায়ার সার্ভিসের সামনে)

বিকশিত জীবনের জন্য সঞ্চয় অপরিহার্য
সঞ্চয় করুন সঞ্চয়ী অভ্যাস সমৃদ্ধির সোপান

অগ্রণী ব্যাংক

দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

মেদ ভূড়ি কি করি ?

আপনার আকর্ষনীয়
স্লীম ফিগারের জন্য

এইচ, এল, (বাংলাদেশ) লিঃ

ঢাকাঃ ৩/৯, নয়াপল্টন, ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের বিপরীতে, ফোনঃ ৮৩১৮৭৯
নারায়নগঞ্জঃ ২৩১/২, শাহসুজা রোড, পাইকপাড়া, ফোনঃ ৭১১৩৪
চট্টগ্রামঃ ৫২৪, ডি,টি,রোড, জ্ঞান সুপার মার্কেট, কদমতলী মোড়
সিলেটঃ শেখঘাট পয়েন্ট (কলোনী মসজিদের বিপরীতে)
খুলনাঃ ৫০,শেরে বাংলা বিপনি কেন্দ্র, খান-এ-সবুর রোড,
(সংগীতা সিনেমার বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময়ঃ ১১টা-১টা, ৪টা-৮টা
শুক্রবারঃ ৪টা-৮টা।

কোরআন হাদিস, ইসলামী ও অন্যান্য
গ্রন্থাবলীর বিপুল সমাবেশ সাপ্তাহিক,
পাক্ষিক, মাসিক ও সাময়িকী, ক্যাসেট,
ভিডিওক্যাসেট
এ ছাড়া সকল প্রকার ষ্টেশনারী
দ্রব্যাদিবিক্রেতা

প্রফেসারস বুক কর্ণার

৪১৯, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার,
ঢাকা- ১২১৭
দৈনিক সংগ্রামের সামনে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
এখানে প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের পোলাওর চাউল
পাওয়া যায়

মেসার্স মেহেরবান রাইস এজেন্সী
প্রোপাইটারঃ এম, ভি এস,এম বস

৯/১ কাজি জিয়াউদ্দীন রোড
বাদামতলী, ঢাকা -১
ফোনঃ ২৪ ৩৬ ৮৮

উপহার
ভোলা ক্রোকারীজ

প্রোঃ—মোঃ জাফর উল্লাহ্
যাবতীয় এনামেল মেলাইন ক্রোকারীজ সামগ্রী
পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হয়।
দোকান নং-৪৪৯, পুরাতন ষ্টেশন রোড,
ঢাকা।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল
তাই সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন গড়তে হলে পড়ুন

* স্বাস্থ্য বিধি -১
* স্বাস্থ্য বিধি—২ (যন্ত্রস্থ)

রচনায়ঃ নূরুল আলম ফারুকী

ফোন ঃ৪০ ২২ ৩১
৪১ ৭৮ ৯৮

জনতা ট্রেডিং কর্পোরেশন
Janata Trading Corporation
জেনারেল মার্চেন্ট,কমিশন এজেন্ট এন্ড অর্ডার
সাপ্লাইয়ার্স
সিমেন্ট আয়রন,ষ্টীল এবং সরঞ্জামাদি বিক্রেতা
৭০ বি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া,ঢাকা-১২১৭

Pioneer Printing Ltd.

2. DIT. Avenue (Extn.)
Motijheel C.A.
Dhaka, Bangladesh
Phone: 233929,231591

মেসার্স নেভী হোসিয়ারী

(১০০% রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাকশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিষ্ঠান)
৬৯, বি বি রোড, উকিল পাড়া নারায়ণগঞ্জ
ফ্যাক্টরী -৮১, বি বি রোড, উকিল পাড়া
নারায়ণগঞ্জ
ফোনঃ- অফিসঃ৭৩০৫৮
ফ্যাক্টরীঃ৭২৬৮১

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
সম্মেলন সফল হোক

J M D Trade International
Sharif Mansion, Matijheel, C/A
Dhaka. Phone:

Branch:
J.M.D. Trade International
36, S.M. Maleh Road (1st Floor)
Tanbazar, Narayangonj.

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত
দ্বি বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন ৯১ সফল হোক।

বেঙ্গল গ্রুপ অফ ইন্ডাষ্ট্রীজ

১৩০ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড (দোতলা) ঢাকা-১০০০
টেলিফোনঃ ৪০৭৯৩০এবং ৪০৮৯৭০

কারখানা ঃ
৯৫/এ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা
টেলিফোনঃ ৬০৩০০৪/ ৬০৭৬৪২

শাখাঃ
চট্টগ্রামঃ ৩১৫ শেখ মুজিব
রোড, চট্টগ্রাম

বেঙ্গল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

পাটকল এবং বস্ত্রকল সমূহের জন্য
উন্নতমানের প্লাষ্টিক, সিনথেটিক ফাইবার স্পেয়ার,
বৈদ্যুতিক মিটার এনক্লোজার, বৈদ্যুতিক
তারের হুইল প্রস্তুতকারক,রেলওয়ের
ইনস্যুলেটিং লাইনার এবং অভিজাত সুপার ওয়্যার
গৃহস্থালী তৈজসপত্র প্রস্তুতকারক

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড
সিনথেটিক প্রডাক্টস লিমিটেড**
পশ্চিম জার্মানীর বেয়ার এ জি-র অনন্য
কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে
আন্তর্জাতিক মাণের বেপ্রেন কনট্যাক্ট
সিমেন্ট উৎপাদকারী।

বেঙ্গল মার্বেলস লিঃ

ম্যানুফ্যাকচারার অফ মার্বেলস্ স্লাবসু

We wish your Success

With the best Complements from

Favourit Garments ltd.

Dhaka -1212
phone : 600426. 237227

বর্ণোজ্জ্বল প্লাস্টিক সামগ্রী'র ভূবনে স্বাগতম

আমরা প্রিন্স ঝুড়ি, প্রিন্স বালতি, স্কুল বক্স, ফ্রুট-বাসকেট, জাগ, জ্যারিকেন, পিভিসি কনটেইনার, ওয়েষ্ট-পেপার -বাসকেট ও ওয়াটার ফ্লাক্স প্রস্তুত করে থাকি।

নিউ ঢাকা প্লাস্টিক ওয়ার্কস

টঙ্গি ষ্টেশন রোড, ঢাকা

ফোন – ফ্যাক্টরী ঃ ৬৯০৪০৯ অফিস ঃ ২৩৭৭৮৯

হামদর্দ—প্রাচ্য ঔষধের ফার্মাকোপিয়ার প্রতিষ্ঠাতা

হামদর্দ এর নিজস্ব গবেষনালব্ধ ঔষধঃ

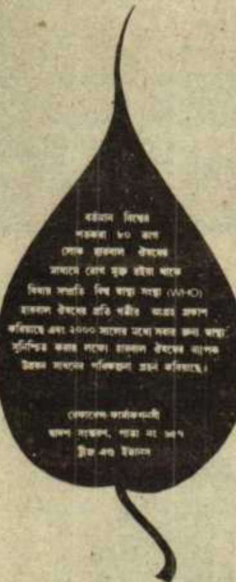

ঐতিহ্য মণ্ডিত হামদর্দ এখন আপনাকে দিচ্ছে জটিল ও কঠিন রোগের সু চিকিৎসার নিশ্চয়তা

ব্যবস্থাপত্রের জন্যে কোন ফি নেয়া হয় না।
প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত রোগী দেখা হয়
উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানী

হাকীম হাফেজ আজিজুল ইসলাম

প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার (বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত) রোগী দেখেন।

(হামদর্দ) হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্র

৬১, [illegible] এভিনিউ, ঢাকা। ফোন : ২৩১৮৩৮

এছাড়া (নিম্নলিখিত) শাখাগুলোতে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়।

- চট্টগ্রাম — ১৯, আইস ফ্যাক্টরী রোড, ফোন : ২০৪১১১
- নোয়াখালী — [illegible] বিল্ডিং, করিমপুর রোড, চৌমুহনী। ফোন : ৩১১৯
- মোমেনশাহী — [illegible]
- খুলনা — ৪০, শামছুর রহমান রোড,
- রংপুর — স্টেশন রোড
- বরিশাল — সদর রোড
- কিশোরগঞ্জ — স্টেশন রোড
- লক্ষ্মীপুর — বাজার রোড
- বগুড়া — শেরপুর রোড

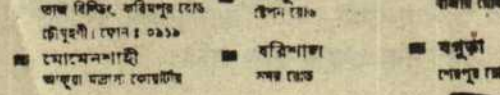

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ

সিনকারা ২২৫মিলি৪৫০ মিলি সিরাপ	সিনকারা আদর্শ হারবাল মাল্টিভিটামিন। ইহা দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।
ছাফী ১০০মিলি,৪৫০ মিলি আরক	ছাফী হারবাল রক্ত পরিশোধক। রক্ত দুষ্টি, চর্ম রোগ যথা-ব্রন,ফোঁড়া, ঘা, গোটা-পাঁচড়া প্রভৃতিতে অত্যন্ত কার্যকরী এবং ইহা মৃদু বিরেচক।
নওনেহাল ১০০ মিলি আরক	নওনেহাল শিশুদের আদর্শ কারমিনেটিভ। ইহা পেট ব্যাথা, পেট ফাঁপা ও বদহজমে বিশেষ উপকারী।
ছদর ১০০মিলি সিরাপ	ছদর হারবাল কফ্ সিরাপ। ইহা খুসখুসে কাশি নিরাময় করে। জমাট বাধা কফ্ তরল করে বের করে এবং শ্বাস প্রশ্বাস আরামদায়ক করে।
জরনাইড ১০০মিলি আরক	জরনাইড সুনিদ্রা আনয়ন করে স্বপ্নদোষ প্রতিরোধ করে এবং প্রশ্রাবের জ্বালা পোড়ায় উপকারী।
মাস্তুরীন	মাস্তুরীন শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, অনিয়মিত ও কষ্টকর ঋতুস্রাবে অত্যন্ত কার্যকরী।
নিশাত ২০টি ট্যাবলেট	নিশাত যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং অসময়ে বীর্যপাত রোধ করে।
পেচীশ ২০টি ট্যাবলেট	পেচিশ সর্ব প্রকার আমাশয়ে অব্যর্থ মহৌষধ।
সুরাঞ্জান ২০টি ট্যাবলেট	সুরাঞ্জান বাত ও বাতজনিত ব্যথা দ্রুত উপশম করে।
কারমিনা ১০০মিলি সিরাপ ২০টি এবং ৬০ টি ট্যাবলেট	কারমিনা পেট ফাঁপা, বদহজম, পেট ব্যথা উপশম করে ও কোষ্ঠাকাঠিন্য দূর করে।

গ্রামীন অর্থনীতিই আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ

তাই গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে আমরা শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, গ্রামীন পরিবহন, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প স্থাপন, চা উৎপাদন, চা প্রক্রিয়াজাত করন এ সব ক্ষেত্রে ঋণদান করে আসছি

তাছাড়া
আমানতের ক্ষেত্রে
০সঞ্চয়ী হিসাব ০মেয়াদী হিসাব
এ
আকর্ষণীয় হারে
সুদ দিচ্ছি

চলতি হিসাবে লেনদেনসহ সব ধরনের ব্যাংকিং সুযোগদানে
তৎপর

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

আপনার ব্যাংক

সঞ্চয় করুন.......
সুসম[illegible] কিছু কিছু সঞ্চয়ই
দুর্দিনে-দুর্বিপাকে
আপনার একমাত্র সাহসী সাথী
আপনার সঞ্চিত অর্থ সোনালী ব্যাংকে
জমা রাখুন
এবং
ভবিষ্যৎ সম্বৃদ্ধ-সুখ নিশ্চিত করুন

সোনালী ব্যাংক

উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য।

Pioneer Printing Press Ltd.

2, DIT. Avenue(Extn.)
Motijheel C.A.
Dhaka, Bangladesh
Phone: 233929,231591

ইসলামী আন্দোলনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের
এ সম্মেলন বয়ে আনুক
আর এক ধাপ অগ্রগতি

মেসার্স ইউসুফ ট্যানারী লিঃ

উন্নতমাণের পাকা চামড়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
১৩৫/২, হাজারীবাগ, ঢাকা

'NABISCO'

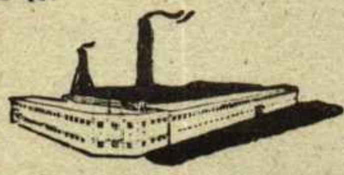

BISCUIT & BREAD FACTORY

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় একটি
নাম নাকিস্কো সামগ্রী
গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে
সবারই পছন্দ
নাবিস্কো

নাবিস্কো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী

২৬২, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা–৮
ফোনঃ ৬০০২৮১–৩

সৌদি আরব, কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের যে কোন ভিসার ওকালা হায়দরী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর নামে ওকালা পাঠালে আমরা আপনার ভিসার কাজ বিশ্বস্ততার সাথে করে দিব

হায়দরী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল

রিক্রুটিং লাইসেন্স নং আর এল-২৪০

চ্যালেঞ্জার ট্রাভেলস এন্ড টুরস লিঃ

৩২ বি. আই.টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা
ফোনঃ ৪১৯৭৯, ৪০৩৩৮২
Fax : ৮৮০-০২-৮৩৪৯০
TELEX : ৫৫১১৭ BLAKE-BJ

মিডিয়া সেন্টার

সরকার অনুমোদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ সংস্থা।

বিদেশে গমনেচ্ছুদের ওকালা, ভিসা এ্যাডভাইস, ডিমাণ্ড নোট, কাবিননামা, শিক্ষাগত সার্টিফিকেটসহ সব ধরনের কাগজপত্র আরবী থেকে ইংরেজী ও ইংরেজী থেকে আরবীতে অভিজ্ঞ অনুবাদক দ্বারা নির্ভুলভাবে অনুবাদ করা হয়।

মিডিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

হজ্জ, ওমরাহ ও এমপ্লয়মেন্ট ভিসার যাত্রীদের টিকেটসহ বিদেশ ভ্রমণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির জন্য আমরা সর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত।

মিডিয়া সেন্টার/ মিডিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
রাজমণি ট্রেড সেন্টার
হোটেল ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল
রুম নং ২ (২য় তলা), কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন: ৪১ ৩৪ ৩৪,৮৩২৫৮১

ভাল জুতা মানেই

শামসলেক

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ
- সব ঋতুর উপযোগী, ছোট বড় সকলের জন্য
- আধুনিক ও রুচিসম্মত ডিজাইন
- টেকসই ও আরামদায়ক
- অথচ দামেও কম

এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুনঃ

শামস লেদার কমপ্লেক্স লিঃ
SHAMS LEATHER COMPLEX LTD.
৪৭৪, হাজারীবাগ ডি.আই.টি রোড, ঢাকা-১২১১

একটি নদীর নাম কর্ণফুলী
একটি জেনারেল ইনস্যুরেন্সের নাম কর্ণফুলী
দেশের সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বার কর্ণফুলী
আপনার সম্পদের নিরাপত্তার প্রতীক কর্ণফুলী

কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়ঃ ১৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
ফোন : পিএবিএক্স ৮৬১৩৯৫-৬ ২৪১১৫১

রপ্তানীকারকদের সহায়তা করার জন্যে

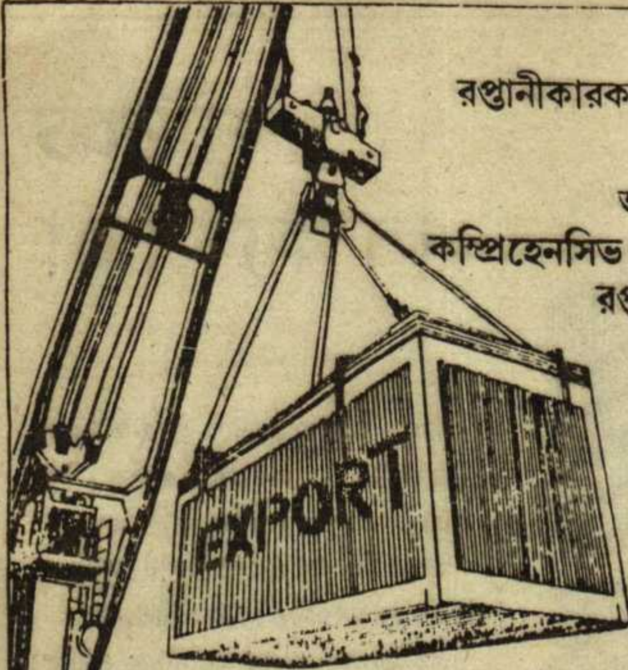

আমাদের এক্সপোর্ট ক্রেডিট কম্প্রিহেনসিভ গ্যারান্টি আপনার বিদেশে রপ্তানীকৃত মালের যথাসময়ে মূল্য না আসা জনিত ক্ষতি পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে

বিদেশী ক্রেতা যদি —

- ইচ্ছাকৃত ভাবে যথা সময়ে মূল্য পরিশোধ না করে
- অথবা দেউলিয়া হয়ে যায়
- অথবা মাল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়
- অথবা ক্রেতার দেশের আর্থিক সংকট বা রাজনৈতিক অবস্থার জন্য

আপনি যদি যথা সময়ে রপ্তানিকৃত মালের মূল্য না পান তাহলে, এসব দুশ্চিন্তার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে আমাদের এক্সপোর্ট ক্রেডিট কম্প্রিহেনসিভ গ্যারান্টি।

এই বীমা ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধের ব্যর্থতা জনিত ক্ষতির ৮৫% ভাগ এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণ থেকে উদ্ভূত ক্ষতির ৯৫% ভাগ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

উক্ত ক্ষতিপূরণের হার ৯ মাস পর্যন্ত ধারে বিক্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট

সাধারণ বীমা সদন (৭ম তলা),
২৪/২৫, দিলকুশা বা/এ ঢাকা
ফোন : ২৩৮৭১৮

সাধারন বীমা ভবন,
- শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম
- চেম্বার ম্যানশন, ৫. কে. ডি. এ. বাণিজ্যিক এলাকা খুলনা

সিপাই পাড়া, রাজশাহী

রাষ্ট্রিয় খাতে সাধারণ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক

সুউচ্চ লক্ষ্যমাত্রা

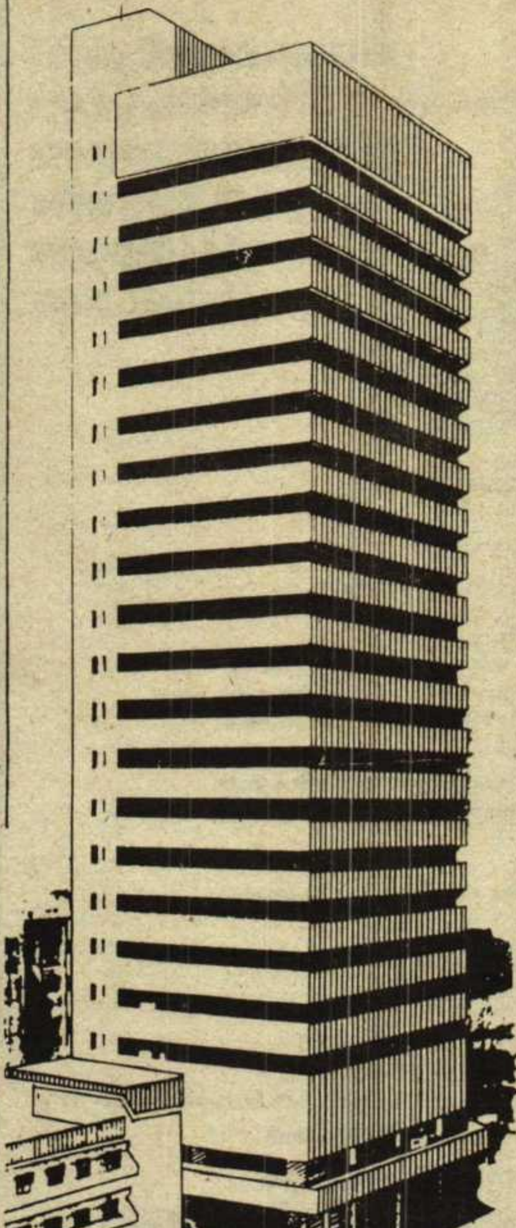

দীর্ঘ……সুউচ্চ দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভবনটি। এ যেন একটি প্রতীক। ঠিক এমনি আমাদের সকল পরিকল্পনা…… সকল প্রচেষ্টা গ্রাহক সেবার নবতর লক্ষ্যে নিবেদিত। এই পরিকল্পনা, এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত ফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। গ্রাহক সেবায় নিবেদিত মনোভাব, বৈদেশিক বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগে নেতৃত্ব ও জাতীয় উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার আমাদেরকে একটি বর্ধিষ্ণু ও গতিশীল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তাই আমাদের সম্মানিত গ্রাহকরা সঙ্গত কারণেই আমাদের গ্রাহক সেবায় আস্থা স্থাপন করেছেন।

জনতা ব্যাংক

দেশের সেবায় নিবেদিত

সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য

বিমানে আমাদের সার্বক্ষণিক সেবার পরশ চেক ইন হতে শুরু করে গন্তব্যের এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত । ভ্রমণ শেষ হওয়ার বহুপর পর্যন্ত যার তাজা স্মৃতির অনুরণন । আর স্মৃতিতো সতত সুখের । অতিথিপরায়ণ বাঙ্গালী ললনার নিপুণ যত্ন ও সেবা, ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের সম্মিলনে এক অনুপম অভিজ্ঞতা ।

২৬টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলঃ আবুধাবী. এথেন্স, আমস্টার্ডাম. বাগদাদ. বাহরাইন. ব্যাংকক. বোম্বে. কলিকাতা. দোহা. দুবাই. ফ্রাংকফুর্ট. জেদ্দা. করাচী. কাঠমণ্ডু. কুয়ালালামপুর. কুয়েত. লণ্ডন. মাসকাট. প্যারিস. রেঙ্গুন. রিয়াদ. রোম. . সিঙ্গাপুর. শারজাহ্. ত্রিপলী. টোকিও.

সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন নিয়ে
৩টি মহাদেশের ২৬টি নগরীতে
বিমান পাখা মেলেছে ।

বিমান
বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্

কম্পিউটার মেশিনে উন্নতমানের ছাপার জন্যে
একটি অত্যাধুনিক নির্ভরযোগ্য ছাপাখানা

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
প্রোপাইটারঃ- অধ্যাপক ফজলুর রহমান
৪৩৫ বড় মগবাজার, (ওয়ারলেস রেল গেইট সংলগ্ন),ঢাকা।
ফোনঃ - ৪১ ৬০ ৫৩

কম্পিউটার কম্পোজ ও অফসেটে ছাপার
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এস,এস, প্রিন্টার্স
প্রোপ্রাইটারঃ আবদুল কুদ্দুস
৪৩৫,বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
টেলিফোনঃ-৪০ ৯৫ ৮০

ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্ক জানতে হলে পড়ুন

ইসলামে শ্রমিক আন্দোলন
ও ট্রেড ইউনিয়ন
ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতি

লেখকঃ কবির আহম্মদ মজুমদার
মজদুর প্রকাশনী

আধুনিক রুচি সম্মত উন্নতমানের ঝক ঝকে
যে কোন ধরনের ডিজাইন ও ছাপার জন্য
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

কনফিডেন্স কম্পিউটার এন্ড
প্রিন্টিং প্রেস
৪৩৫/এ এলিফেন্ট রোড,বড় মগবাজার
ঢাকা- ১২১৭

ক্যামেরায় বন্দী শ্রমিক কল্যাণের কিছু তৎপরতা

ঢাকা বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আজম।

রাজশাহী ফেডারেশনের বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান। পার্শ্বে উপবিষ্ট ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম, পি ও অধ্যাপক মজিবুর রহমান, প্রাক্তন এম, পি।

সফররত ও. আই. সির এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব এর সাথে ফেডারেশন অফিসে আলাপ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম, পি। পার্শ্বে উপবিষ্ট ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শরীয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী।

ইউ কের ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধির সাথে ফেডারেশন অফিসে আলাপরত ফেডারেশন সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী।

ইতিহাসের নজীরবিহীন প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রিলিফ বিতরণ করছেন ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াত সংসদীয় দলের সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম, পি। পাশে উপবিষ্ট জামায়াত রাজশাহী মহানগরী আমীর জনাব আতাউর রহমান।

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর হামলার বিচারের দাবীতে মিছিলের একাংশ।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেয়া সম্বর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াত সংসদীয় দলের সেক্রেটারী এডভোকেট শেখ আনছার আলী এম, পি।

ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের প্রতিবাদে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ।

সৌদি আরব, কুয়েতসহ বিশ্বের যে কোন দেশের চাকুরী ভিসার ওকালা, রিক্রুটমেন্ট এবং যে কোন ভিসা প্রসেসিং এর জন্য নির্ভরযেগ্য প্রতিষ্ঠান

বর্ণালী কর্পোরেশন লিঃ

রিক্রুটিং লাইসেন্স নং আরএল-১১৮

برنالى كربوريشن ليميتد

وكالة الاستقدام رخصه رقم ارال ١١٨

বিশ্বের যে কোন দেশের টিকেট এবং হজ্জ্ব—ওমরাহ ভিসার প্রসেসিং এর জন্য বিশ্বস্ত নাম

আহমদ ওভারসিজ

ট্রাভেল এজেন্ট

৩/৩—বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা—১০০০
টেলিফোন : ৮৩৩৯৬৯, ২৩৩৫১১ বাসা— ৪১৭৫২৪, ৪১৮৭১৭

ফেনীতে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ইসলামপুর রোড, ফেনী।
টেলিফোনঃ অফিস—৪০১০ বাসা—৩৪৮৮

ইসলামী ব্যাংকের কর্মসংস্থান প্রকল্প

আয় থেকে দায় শোধ

শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম–কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে মিশুক, বেবী টেক্সী, টেম্পো ইত্যাদি প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কমপক্ষে এস.এস.সি./সমমানের পাশ আগ্রহী বেকার যুবকদের ব্যাংকের ঢাকা শহরের যে কোন শাখা থেকে বিস্তারিত নিয়মকানুনসহ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

একটি কল্যাণমুখী ব্যাংক